শ্রীশ্রীকুঞ্জবিহারিণে নমঃ

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ-প্রণীতা

শ্রীশ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা

শ্রীপ্রেমানন্দ দাস বাবাজী

সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্

শ্রীমাধবায় নমঃ

শ্রীশ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ কর্ত্তৃক বিরচিতা।

সম্পাদক এবং প্রকাশক ঃ—

শ্রীপ্রেমানন্দদাস বাবাজী

কোন্‌হই, রাধাকুণ্ড, মথুরা। উত্তর প্রদেশ। পিন-২৮১৫০৪

প্রকাশন তিথি— শ্রীজন্মাষ্টমী।

বঙ্গাব্দ—১৪২০ খ্রীষ্টাব্দ—২০১৩

প্রথম সংস্করণ—১০০০

বিঃ দ্রঃ— প্রকাশকের "শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ী" গ্রন্থ-সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে জানিতে হইলে ইনার ভাব-বিভাবিকা ব্যাখ্যা আস্বাদন করুন।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

চন্দন কম্পিউনিকেশন, বনখণ্ডী মহাদেবের নিকট, রাধাকুণ্ড।

আনুকূল্য— ২৫.০০টাকা মাত্র।

সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্

সম্পাদক ও প্রকাশকের গ্রন্থাবলী ঃ—

(১) শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ী (২) শ্রীকৃষ্ণজন্মরহস্য (হিন্দি)। (৩) শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ। (৪) ভক্তিমন্দিরে প্রবেশের দ্বার ও যুক্তবৈরাগ্য-প্রদীপ (৫) শ্রীহরিভক্ত-লক্ষণ (৬) গোপীগীতম্ (৭) শ্রীহংসদূতম্ (৮) শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা। (৯) শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্ত্ব- নাম-মাহাত্ম্য ও সেবা-সদাচার।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১) প্রবন্ধ-প্রণেতা ও প্রকাশক প্রেমানন্দদাস দাস বাবাজী।
কোন্‌হই, রাধাকুণ্ড, মথুরা। উত্তর প্রদেশ। পিন-২৮১৫০৪
মো-৮১৭১০৮৭০৯৫

২) শ্রীবাবুলাল জী
রাধানগর কলোনী, রাধাকুণ্ড। মো-৯১৫২৭৭২৯৫৬

৩) শ্রীমুকেশ জী
রাধানগর কলোনী, রাধাকুণ্ড। মো-৯৯২৭৩৮৫৬৬২৯

৪) শ্রীপ্রেমদাস শাস্ত্রীজী, বড় সুরমাকুঞ্জ, পাথরপুরা, বৃন্দাবন।

৫) শ্রীগৌরসুন্দরদাস বাবাজী
পরিক্রমা মার্গ, বৃন্দাবন।

৬) চন্দন কম্পিউনিকেশন
বনখণ্ডী মহাদেবের নিকট, রাধাকুণ্ড।

৭) শ্রীশ্যামসুন্দরদাস বাবাজী
সিদ্ধ শ্রীজগদীশ বাবার আশ্রম, পুরাণ কালিদহ, বৃন্দাবন।

৮) শ্রীশ্রীনিতাইগৌর মন্দির
শ্রীবিশ্বম্ভর দাস বাবাজী, বর্ষাণা।

শ্রীশ্রীনিতাইগৌর কম্পূটর্স
গৌরধাম কলোনী, রাধাকুণ্ড, মো নং ৯৫৫৭৪৩৫৯২৭

শ্রীশ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

মঙ্গলাচরণম্।

যৎকারুণ্যং শুচিরস চমৎকারবারাং নিধীংস্তান্
নৃভ্যো রাধা গিরিবরভৃতোঃ স্পর্শয়ত্তর্ষয়েন্নঃ।
তেষামেকং পৃষতমচিরাল্লব্ধুমাশাক্ষিদানৈঃ
সোঽব্যান্মন্তো দশনবিততেঃ কৃষ্ণচৈতন্যরূপঃ।।

যাঁহার (শ্রীমন্মহাপ্রভুর) অনুকম্পা (কারুণ্য) মানবদিগকে দয়িত-দয়িতা শ্রীরাধাগোবিন্দের শুচিরস (মধুররস) ময় সমুদ্র স্পর্শ (ত্বক্-ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য) করাইয়া থাকে অর্থাৎ যাহার অনুকম্পা (কৃপা) হইলে শ্রীনন্দসূনু-সম্বন্ধীয় পারাবার বিহীন উজ্জ্বলরসার্ণবের একবিন্দুজল মানবগণের হৃদয়ে ছোঁয়া লাগে এবং সেই নিমিত্ত তৃষ্ণিত হয়; যেমন বারি-পিপাসিত পথিকগণ বারি (জলের) বাসনায় ব্যাকুল হয়; তেমন যাঁহার অনুকম্পা হইলে ভক্তগণ প্রিয়া-পিতম শ্রীরাধামাধবের রসময়ী মধুরলীলা আকর্ণনে (শ্রবণে) আকুলিত হয়। আরও শৃঙ্গাররসময় চমৎকার আর্ণবের একবিন্দু আনন্দবারি প্রাপ্ত করিবার মানসে আশা সঞ্চারী সেই কিশোর-কিশোরী শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলমিলিত তনুধারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, অপরাধরূপ দন্তপাঁতি থেকে নেত্রকটাক্ষের দ্বারা আমাদিগকে সত্ত্বর রক্ষা করুন।

প্রথম কুতূহলম্।

১। মাতঃ প্রাতঃ কিমিহ কুরুষে নহ্যতে পেটিকেয়ং
যত্নাদস্যাং কিমিহ নিহিতং কিন্তবাননেন সূনো।
জ্ঞাতব্যেন প্রণয়িসখিভিঃ খেল গেহাদ্বহিস্তং
জিজ্ঞাসা মে ভবতি মহতী ব্রূহি নো চেন্ন যামি।।

২। অস্যাং চন্দন চন্দ্র পঙ্কজ রজঃ কস্তুরিকা কুঙ্কুমা-
দ্যঙ্গানামনুলেপনার্থমথ তন্নেপথ্যহেতোস্তথা।
কাঞ্চী কুণ্ডল কঙ্কণাদ্যনুপমং বৈদুর্য্যমুক্তাহরি-
দ্রত্নাদ্যম্বরজাতপাতিমহানর্ঘ্যং ক্রমাদ্বর্ত্ততে।।

প্রথম কৌতুহলের অনুবাদ।।

১। একদা প্রভাতে ব্রজেশ্বরী শ্রীযশোদা একটি সম্পূটের (বাক্সের) অভ্যন্তরে (ভিতরে) বসন-ভূষণাদি নানা প্রকার প্রসাধনের বস্তু সজ্জিত করিতেছেন। তৎকালে নবনীত সদৃশ তাহার আদরের সন্তান শ্রীকৃষ্ণ সেইস্থানে আগমন করতঃ সেই আভূষণ যত্নসহকারে সাজাইতে দেখিয়া তিনি নন্দরাণীকে কহিতেছেন—হে জননি! আপনি কি জন্য এই কার্য্য করিতেছেন? তখন তাহার মাতাশ্রী কহিলেন—হে বৎস! এই পেটারিতে আমি যাহা রাখিতেছি, তাহা তোমার অবগত হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই? তুমি গৃহের বহির্দ্বারে উদ্যানে তোমার বয়স্য সখাগণের সহিত ক্রীড়া কর। তদুত্তরে নাটুয়া কানু কহিলেন—হে মাতঃ! আমার ইহা অবগত হওয়ার বড়ই উৎসুক হইয়াছে। না বলিলে এইস্থান থেকে আমি গমন করিব না।

৩। অত্রেদং নিদধাসি কিং মম কৃতে রামস্য বা নন্দন!
ব্রূমস্ত্বামবধেহি যা তু ভবতোঃ হেতুঃ কৃতা পেটিকা।
সাঽন্যাঽতোঽপি বৃহত্যনর্ঘ্য মণিভাগেবং বলস্যাপরা
তৎ কস্মিংশ্চন তে জনন্যুরুরিয়ান্ স্নেহো যতো যাস্যতি।।
৪। অস্মৎপুণ্যতপঃ ফলেন বিধিনা দত্তোঽসি মহ্যং যথা
মৎপ্রাণাবনহেতবে ব্রজপুরালঙ্কার সূনো তথা।
কন্যা কাচিদিহাস্তি মন্নয়নয়োঃ কর্পূরবর্ত্তিঃ পরা
তস্যাঃ অম্বর মণ্ডনাদিধৃতয়ে সেয়ং কৃতা পেটিকা।।

২। তদা তাহার মাতা বলিলেন—হে পুত্র! এই পেটিকার অভ্যন্তরে প্রসাধনের জন্য কাশ্মীরী কুঙ্কুম, পদ্মপরাগ চন্দন, কর্পূর, কস্তুরিকা এবং বিবিধ বেশ বিলাসের কারণে কাঞ্চি, কুণ্ডল, কঙ্কণাদি ও বহুমূল্য বৈদুর্য্যমণি, মুক্তা, মরকত মণি, রত্নসমূহের অলঙ্কার, মালাদি এবং পরিধেয় অনুপমার চিত্র-বিচিত্র বস্ত্র প্রভৃতি রাখিতেছি।

৩। তৎপরিপ্রেক্ষিতে চতুর শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে জননি! কি জন্য এই পেটারির অভ্যন্তরে প্রসাধনের দ্রব্য ধরিতেছেন? ইহা কি দাউজীর জন্য, এই ব্যাপার আমি বুঝিতে পরিতেছি না। (উত্তর) মাতা—হে কৃষ্ণ! আমি যাহা বলিতেছি, মনন সহকারে আকর্ণন কর। যে পেটিকা তোমার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে, উহা ইহার অপেক্ষা অধিক এবং উহাতে বহুমূল্য মণিময় রত্ন ও বসন রহিয়াছে। ঐরূপ বলরামের নিমিত্ত একটি প্রস্তুত করিয়াছি। (প্রশ্ন) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে মাতঃ! যদি তুমি এই সম্পূট আমার জন্য বা অগ্রজের জন্য প্রস্তুত না কর; তাহলে আমাদের মত

৫। কাহসৌ কস্য কুতস্তরাং জননি! বা তস্যামতিস্নিহ্যসি
ক্বাহহস্তে তদ্বদ সর্ব্বমেব শৃণু ভো যা মে সখী কীর্ত্তিদা।
তস্যাঃ কুক্ষিখনে রনর্ঘ্যমতুলং মাণিক্যমেতং স্বভা-
বীচীভির্বৃষভানুমুজ্জ্বলয়তে মূর্ত্তং তদীয়ং তপঃ।। ৫।।

৬। সৌন্দর্য্যাণি সুশীলতা গুরুকুলে ভক্তি স্ত্রপাশালিতা
সারল্যং বিনয়িত্বমিত্যধিধরং যে ব্রহ্মসৃষ্টা গুণাঃ।
তে যত্রৈব মহত্বমাপুরথ মে স্নেহস্তু নৈসর্গিকঃ
সা রাধেত্যথ গাত্রমুংপুলকিতং কৃষ্ণোহংশুকেনাপ্যধাৎ।।

আপনার আর বা স্নেহের পাত্রপাত্রী কে আছে? ।

৪। (উঃ) ব্রজরাজমহিষী যশোদা বলিলেন—হে পুত্র! হে ব্রজপুরতিলক! আমাদিগের বহু পুণ্য বশতঃ আমার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত বিধাতা তোমার যেমন প্রাণ প্রদান করিয়াছেন; তেমন আমার জীবাতু স্বরূপা এক যুবতী গোয়ালাকুলে রহিয়াছে। সে আমার নেত্রযুগ্মের শ্রেষ্ঠ কর্পূর-বর্ত্তি-তুল্য—তাহাকে বস্ত্রালঙ্কার প্রদানের নিমিত্ত এই পেটিকা ভর্ত্তি করিতেছি।

৫। (প্রঃ) নটখটিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে মাতঃ! সেই যুবতী কে? কাহার নন্দিনী? সে কোথায় বাস করে? কি জন্য আপনি তাহাকে এতই সমাদর করেন? এই সকল বৃত্তান্ত আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন। (উঃ) যশোদা—তাহা হইলে শুন বৎস! বৃষভানুরাজার স্ত্রী কীর্ত্তিদা নাম্নী আমার এক সহেলী (বান্ধবী) রহিয়াছে। তাঁহারই কুক্ষিগত অনর্ঘ্য বা অতুলনীয়া এক কন্যা জন্ম হইয়া স্বীয় দিব্য জ্যোতি দ্বারা বৃষভানু (জ্যেষ্ঠমাসের সূর্য্যের দীপ্তির মত) পক্ষে—

৭। সা পত্যুঃ সদনেহস্তি সম্প্রতি পতিশ্চাস্যা ইহৈবাগতো
গোষ্ঠেন্দ্রণ সমং স্বগৈহিককৃতি-ব্যাসঙ্গহেতো র্ব্বহিঃ।
আস্তে সংসদি যর্হি বীক্ষিতুময়ং মামেষ্যতি প্রীতিতো
বক্ষ্যাম্যেনমিমাং বহন্ নিজগৃহং তাং প্রাপয়ন্ যাস্যাতি।।

৮। অত্রান্তরে নিকটমাগতয়া লবঙ্গ-
বল্ল্যা দ্রুতং নিজগদে শৃণু গোষ্ঠরাজ্ঞি।
আহূতপূর্ব্বমিহ যৎ তদিদং সুবর্ণ-
কারদ্বয়ং কলয় রঙ্গণ-টঙ্গণাখ্যম্।।

বৃষভানু নামক গোপরাজার নাম উজ্জ্বল করিয়াছে। বৃষভানুরাজা সেই মূর্ত্তিমানা কন্যাকে তপস্যা দ্বারা লাভ করিয়াছেন।

৬। হে পুত্র! বিধাতা কর্ত্তৃক সুন্দরতা, সুশীলতা, সরলতা, বিনয়িতা, লজ্জাশীলা, গুরুজনে ভক্তি আরও অবনীতে (ধরণীতে) যে সকল গুণ-গরিমা রহিয়াছে; সেই সকল গুণগ্রামের সহিত কন্যাকে আশ্রয় করতঃ রাজার মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ সেই কন্যার মহত্ত্বগুণে বৃষভানুরাজার মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে। যাহাতে আমার অধিক স্নেহ, তাহারই নাম 'রাধিকা'। জননী যশোমতীর বদনে শ্রীরাধার গুণগ্রাম ও নাম আকর্ণন পূর্ব্বক তাহার নন্দনের শরীর উৎপুলকিত হইলে তাহা তিনি বসন দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন।

৭। সে বর্ত্তমান পতিগৃহে রহিয়াছে। গৃহকার্য্যের প্রয়োজন-বোধে তাহার পতি আমাদিগের নিকেতনে আসিয়া ব্রজরাজের সহিত কোন যুক্তি-পরামর্শে রাজসভায় উপবেশন

৯। শ্রুত্বৈতদাঽহত্তমুদুবাচ ততো ব্রজেশা
কৃষ্ণস্য-কুণ্ডল কিরীট-পদাঙ্গদাদি।
নির্ম্মাপয়ন্ত্যচিরতো বহিরেমি যাবৎ
ত্বং পেটিকাং নয় গৃহান্তরিতো ধনিষ্ঠে।।

১০। ইত্যুক্ত্বাস্যাং গতায়াং সুবল মুখ-সুহৃৎস্বাগতেস্বাত্তমোদ-
স্তৈঃসাকং মন্ত্রয়িত্বা কিমপি রহসি তাং পেটিকামুদ্‌ঘটয্য।
নিষ্কাশ্যাতঃ সমস্তং মণি বসন কুলাদ্যর্পয়িত্বা ধনিষ্ঠা
পাণৌ তস্যাং প্রবিশ্য স্বয়মথ সখিভি র্মুদ্রয়ামাস তাং সঃ।।

করিয়াছেন। তিনি যখন আমাকে দর্শন করিতে আসিবেন, তখন প্রীতির সহিত তাহাকে বলিব—হে আয়ান (অভিমন্যো)! তুমি এই সম্পূট বহন করিয়া নিজগৃহে লইয়া তোমার গৃহিণী শ্রীরাধিকাকে অর্পণ কর।

৮। এমত সময়ে লবঙ্গলতা নাম্নী সখী, রাণী যশোদার সকাশে আসিয়া কহিলেন,—হে রাজ্ঞি! আপনি পূর্ব্বে যাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন; সেই 'রঙ্গণ' ও টঙ্গন' নামক স্বর্ণকার আসিয়াছেন; তাহাদিগের সঙ্গে বার্ত্তালাপ করুন।

৯। এইরূপ বাক্য আকর্ণনে আনন্দিতা হইয়া গোষ্ঠেশ্বরী যশোদা গৃহদাসীকে বলিলেন—হে ধনিষ্ঠে! শ্রীকৃষ্ণের মকরকুণ্ডল, কিরীট ও নূপুরাদি অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতে যাইতেছি—সত্বর ফিরিয়া আসিব। তুমি এই ক্ষণে গৃহমধ্যে পেটারি সংরক্ষণ কর।

১০। এইরূপ কহিয়া যশোদা গমন করিলে সুবলাদি প্রিয়নর্ম্ম সখাগণ আগমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ হর্ষ হইয়া

১১। দ্বিত্রিক্ষণোপরমতঃ প্রণমন্তমেত্য
তত্রাভিমন্যুমভিবীক্ষ্য পুরো যশোদা।
পৃষ্ট্বা শমাহ শৃণু ভো ভবতো গৃহিণ্যা
হেতোঃ কৃতাদ্য মণিমণ্ডন পেটিকেয়ম্।।

১২। অস্যামনর্ঘ্য মণিকাঞ্চন দাম বাসঃ
কস্তূরিকাদ্যতি মনোহরমস্তি বস্তু।
নান্যত্র বিশ্বসিমি তেন বহংস্ত্বমেব
গত্বা গৃহং নিভৃতমর্পয় রাধিকায়ৈ।।

১৩। সন্দেষ্টব্যমিদং মদক্ষি সুখদে শ্রীকীর্ত্তিদা-কীর্ত্তিদে
রাধে প্রেষিত-পেটিকান্তর গতেনাত্যুজ্জ্বল-জ্জ্যোতিষা।।

তাহাদিগের সঙ্গে মন্ত্রণা করিয়া নির্জ্জনস্থলে সেই পেটারি খুলিয়া তাহা হইতে বস্ত্র-অলঙ্কারাদি সকল প্রসাধনের বস্তু বাহির করিয়া ধনিষ্ঠার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক তিনি স্বয়ং তাহাতে প্রবেশ করিলে পুনর্ব্বার তাঁহারা পেটারি আবদ্ধ করিলেন।

১১। কিয়ৎ সময়ের পশ্চাৎ যশোমতী গৃহে আগমন করিলে আয়ান আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন। তদানীম্ তাহাকে সম্মুখীন দেখিয়া কুশল জিজ্ঞাসার পশ্চাৎ বলিলেন—হে অভিমন্যো! তোমার স্ত্রীর জন্য এই মণিময় অলঙ্কারে পূর্ণ সম্পূট প্রস্তুত করিয়াছি।

১২। ইহার অভ্যন্তরে মহামূল্য মণি, কাঞ্চনমালা, ঝলমল বস্ত্র, কস্তুরিকা ও মনোহর প্রসাধনের (আভূষণের) বস্তুনিবহ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি অন্য কাহাকেও বিশ্বাস করি না; তাহাই তুমি এই সম্পুট স্বয়ং বহন করিয়া নিজ

ত্বদ্‌গাত্রোচিত-মণ্ডনেন নিতরাং ত্বদ্‌বল্লভেন স্ফুটং
ত্বং শৃঙ্গারবতী সদা ভব চিরঞ্জীবেতি সৌভাগ্যতঃ।।
১৪। শ্রুত্বৈতত্ত্বরিতং ব্রজেশ্বরি! যথৈবাজ্ঞা তবেতি ব্রুবন্‌
ধৃত্বা মূৰ্দ্ধণি পেটিকাং স্বভবনং প্রীত্যাঽভিমন্যু র্যদা।
গন্তুং প্রক্রমতে স্ম তহ্যভিসরন্‌ কৃষ্ণ স্তমারুহ্য তদ্‌-
ভার্য্যাং হন্ত! নিজ-প্রিয়াং স্মিতমধাৎ স্বং কৌতুকাব্ধৌ কিরন্‌।।
১৫। গোপঃ সোঽপি মুদা হৃদাহ তদহং ধন্যঃ কৃতার্থোঽস্মি যন্‌
মঞ্জূযান্তরিহাস্তি কাঞ্চন-মণীরাশি মর্হাদুর্ল্লভঃ।
ভারাদেব ময়ানুমীয়ত ইতঃ ক্রীণামি কোটী র্গবাং
যদ্‌ গোবৰ্দ্ধন মল্লবন্মম গৃহে লক্ষ্মী র্ভবিত্রী পরা।।

নিবাসে যাইয়া নিভৃতে তোমার পত্নী রাধাকে অর্পণ কর।

১৩। আর আদরিকা শ্রীরাধিকাকে আমার এই সন্দেশ বলিও—হে মদক্ষি সুখদে! হে কীৰ্ত্তিদে রাধে! মৎপ্রেরিত এই পেটিকার মধ্যস্থ অতি-উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় বল্লভপ্রিয় (শ্যামসুন্দর) রূপ প্রসাধন (অলঙ্কার) তোমারই গাত্রোচিত—এই মণ্ডন দ্বারা তুমি সৰ্ব্বদা শৃঙ্গারবতী পক্ষে —উজ্জ্বলরসবতী এবং সুভাগ্যবতী প্রাপ্ত পূৰ্ব্বক দীর্ঘজীবি হও।

১৪। ইহা শ্রুত হইয়া আয়ান ঘোষ কহিলেন—হে গোষ্ঠেশ্বরি! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য—এইরূপ বলিয়া তদানীম্‌ ঐ মঞ্জূযা মস্তকে ধারণ করিয়া তিনি যখন আনন্দের সহিত নিজ নিকেতনের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন, তখন নাগর শ্রীকৃষ্ণও আয়ান ঘোষের মস্তকোপরি পেটারিতে অবস্থান পূৰ্ব্বক তাহারই বনিতা

১৬। গোষ্ঠাধীশ পুরাদ্ ব্রজন্ স্বনিলয়াভ্যাসাবধি স্থানম-
প্যারোহৎ-পুলকোল্লসত্তনুরতিপ্রীতি-প্রীতি-প্লুতাক্ষিদ্বয়ঃ।
তাদৃগভার-শিরা অপি ক্ষণমপি গ্লানিং স নৈবাম্বভূৎ
পূর্ণানন্দঘনং বহন্ কথমহো জানাতু বর্ত্মশ্রমম্।।

১৭। গত্বা পুরং স্বজননীং জটিলামুবাচ
মাতঃ! শুভক্ষণত এব গৃহাদগচ্ছম্।
পশ্যাদ্য কাঞ্চন মণীবসনাদি পূর্ণা
লব্ধাহতিভাগ্যভরতঃ কিল পেটিকেয়ম্।।

নিজপ্রিয়া শ্রীরাধার দিকে অভিসারী হইয়া নিজেকে কৌতুক সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া তরঙ্গরূপ মৃদু-মন্দ হাসিতে লাগিলেন।

১৫। তদা অভিমন্যু মনে মনে ভাবনা করিলেন—আজ আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম। যেহেতু এই মঞ্জুষার ওজনে অনুমান হইতেছে যে—ইহার অভ্যন্তরে মহামূল্য মণিনিচয় রহিয়াছে। ইহার দ্বারা আমি কোটি ধেনু ক্রয় করিতে পারিব। এইরূপ অবস্থাতে গোবর্দ্ধন মল্লবৎ আমার গৃহে পরমা লক্ষ্মী বিরাজ করিবেন।

১৬। আয়ান এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে ব্রজেশ্বর শ্রীনন্দের পুরী হইতে আগমন পূর্ব্বক নিজালয়ের সমীপে আসিতে আসিতে রোমাঞ্চে তাহার সর্ব্বাঙ্গি উৎফুল্ল এবং নন্দরাজ ও যশোদার ভালবাসার দ্বারা তাহার নেত্রযুগ্ম হইতে অশ্রু স্রাবিত হইতে লাগিল। অধিকন্তু সেইরূপ ভার বহন করিয়াও তিনি ক্ষণিকের জন্য কোন দুঃখ-কষ্ট বোধ করিতে পারে নাই। যেহেতু আভূষণে স্বরূপে পরমানন্দঘন শ্যামসুন্দরকে বহন করিয়া কি কখনো কষ্ট অনুভব হয়।

১৮। দত্ত্বা স্বয়ং ব্রজপয়ৈব তব স্নুষায়ৈ
শৃঙ্গার-হেতব ইহাপ্রতিম প্রসাদম্।
কুর্ব্বাণয়া সপদি তাং প্রতি পদ্যমেকং
প্রোচে চ তৎ কলয় সাপি শৃণোত্বদূরে।।

১৯। সন্দেষ্টব্যমিদং মদক্ষিসুখদে শ্রীকীর্ত্তিদা-কীর্ত্তিদে
রাধে প্রেষিতপেটিকান্তর গতেনাত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষা।
ত্বদ্‌গাত্রোচিত মণ্ডনেন নিতরাং ত্বদ্‌বল্লভেন স্ফুটং
ত্বং শৃঙ্গারবতী সদা ভব চিরঞ্জীবেতি সৌভাগ্যতঃ।।

২০। হৃদাহ তুষ্টা জটিলাতিভদ্র-
মভূদিদং সাম্প্রতমেব দিষ্ট্যা।

১৭। তদনন্তর তিনি নিজালয়ে যাইয়া স্বীয়া জননী জটিলাকে কহিলেন—হে মাতঃ! আজ শুভক্ষণে ভবন থেকে বহির্গত হইয়াছিলাম; দেখুন! তাহাই কাঞ্চন, মণি, বস্ত্র-ভূষণাদিতে পরিপূর্ণ এই পেটী অতি ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছি।।

১৮। অয়ি মাতঃ! গোষ্ঠেশ্বরী যশোদা স্বয়ংই তোমার স্নুষাকে (পুত্রবধুকে) প্রসাধনের নিমিত্ত অপ্রতিম (অতুলনীয়) প্রসাদরূপ বস্তু দান করিয়াছেন। আরও একটি পদ্য রচনা করিয়া বধূ রাধাকে বলিবার জন্য কহিয়াছেন। সেই পদ্যটি তুমি মনন সহকারে আকর্ণন কর। সেই শ্লোকটি ও শ্রীরাধিকা অনতিদূরে থাকিয়া কর্ণকুহরে আহরণ (শ্রবণ) করিলেন।

১৯। সেই সন্দেশটি (সমাচার) এই—হে মদক্ষি সুখদে! হে কীর্ত্তিদে রাধে! আমার সম্পূটের অভ্যন্তরে

বধূ র্ভবিষ্যতি সুপ্রসন্না
পুত্রেঽত্র মে লব্ধা-নিজোপকারা।।

২১। স্মিত্বাঽথ সা স্পষ্টমুবাচ সূনো!
স্নুষা তথাহং ভবতঃ স্বসা বা।
ন পারয়িষ্যত্যতিভারমেতদ্
ইতঃ সমুত্থাপয়িতুং কদাপি।।

২২। মঞ্জূষিকাং তত্ত্বমিতো গৃহীত্বা
শয্যা-গৃহান্ত র্বৃষভানু পুত্র্যাঃ।
বেদ্যাং নিধায়ৈহি যথোদ্‌ঘটয্য
সেমাং প্রিয়ং মণ্ডনমাশু পশ্যেৎ।।

২৩। অত্রান্তরে সহচরীম্বতি হর্ষিণীযু
রাধা রহস্যমলধী র্ললিতামুবাচ।

তোমার অতিপ্রিয় গাত্র-মণ্ডনের জন্য দেদীপ্যমান অলঙ্কার দ্বারা তুমি অলঙ্কৃত পূর্ব্বক দীর্ঘজীবি হও।

২০। এই কথা শ্রুত হইয়া হৃষ্ট হৃদয়া জটিলা ভাবিয়া বলিলেন—আজ সৌভাগ্যের পদক্ষেপে বহুমূল্য রত্ন আভূষণ মিলিয়াছে। এই উপকারে বধূ আমার পুত্রের প্রতি অত্যধিক প্রসন্না হইবে।

২১-২২। তদনন্তর মৃদু-মন্দ হাস্য করতঃ জটিলা কহিলেন—হে বৎস! তোমার বধূ, আমি বা তোমার ভগ্নী, কেহ ই আমরা এই অতি ওজন সম্পুট এখান হইতে উঠাইতে কদাপি সমর্থ নহে। সুতরাং এই পেটিকাটি তুমি এখান হইতে লইয়া বার্ষভানবীর শয়নঘরের বেদীর উপরে রাখিয়া এস, বধূ রাধা ইহা খুলিয়া নিজ প্রসাধনের জন্য

অদ্যালি! বামকুচদো র্নয়নোরু চারু
কিং স্পন্দতে মম বদেত্যথ সা জগাদ।।

২৪। মন্যে মনোহরমিহাস্তি মণীন্দ্রভূষা-
জাতং স্বয়ং ব্রজপয়া হ্যত এব দত্তম্।
তৎপ্রাপ্তিরূপ শুভসূচক এব রাধে!
স্পন্দোঽতিসৌভগভরাবধিহেতুরেষঃ।।

২৫। দৃষ্ট্বৈব মন্মনসি কঞ্চন ভাবমেষা
মঞ্জূষিকৈব ললিতে! বিতনোতি বাঢ়ম্।
উদ্‌ঘাটয়ামি তদিমামধুনৈব বীক্ষে
সৌভাগ্যদং কিমিহ ভূষণরত্নমস্তি।।

বস্তু সকল শীঘ্র অবলোকন করিবে।

২৩-২৪। এইরূপ ঘটনাক্রমে সেবাদাসীগণ অত্যন্ত উৎসুক হইলে নির্ম্মলা বুদ্ধি বৃষভানুনন্দিনী জনহীন হইলে সহচরী ললিতাকে বলিলেন—হে সখি! আজ অস্থানে অকালে আমার বামকুচ, বামবাহু, বামনেত্র ও বাম-উরু সকল স্পষ্টভাবে স্পন্দন করিতেছে, কেন বল দেখি? তদুত্তরে তিনি কহিলেন—হে রাধে! মনে হয়, এই মঞ্জূষার মধ্যে মণি-নির্ম্মিত আভূষণ (পক্ষে মণি-ভূষণ পরিধানকারী শ্যামসুন্দর) বিদ্যমান রহিয়াছে। মনে হয় তোমার জন্য ব্রজেশ্বরী যশোদা নিজেই ইহা প্রদান করিয়াছেন। তাহাই তোমার বামাঙ্গ স্পন্দনে কৃষ্ণপ্রাপ্তিরূপ শুভসূচনাকর অত্যন্ত সৌভাগ্যের পরাবিধি প্রাপ্তির হেতুক হইয়াছে।

২৫। তখন শ্রীরাধিকা বলিলেন—হে ললিতে! অবলোকন মাত্রই এই পেটিকাতে আমার ধারণা যশোদারাণী

২৬। ইত্থং সখীষু সকলাসু তদোৎসুকাসু
তাং পেটিকামভিত এব সমাসিতাসু।
দ্রষ্টুং গতাসু নিবিড়ত্বমথ স্বয়ং সা
দামানু্যদস্য রভসাদুদঘাটয়ত্তাম্।।

২৭। যাবৎ কিমেতদিতি তা অহহেতি হোচু-
র্যাবদ্ ভৃশং জহসুরেব স্বহস্ত-তালম্।
যাবত্রপা সহচরী প্রতিবোধমাপ
যাবৎ প্রমোদলহরী শতমুল্ললাস।।

২৮। যাবন্নিরাবরণমঙ্গ মনঙ্গনক্রো
জগ্রাস যাবদতিসম্ভ্রম আপ পুষ্টিম্।
তৎপূর্ব্বমেব সহসা ততঃ উত্থিতঃ স
সর্ব্বাঃ কলানিধি রহো যুগপচ্চুচুম্ব।।

কোন এক অর্ব্বাচীন ভাবাতিশয্য বস্তু সম্প্রদান করিয়াছেন; এইক্ষণে ইহাতে উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখ—সৌভাগ্য দায়ক কি রহিয়াছে।

২৬। এইভাবে সহচরীগণ উৎসুকা হইয়া তন্মধ্যে কি অতিগূঢ় বস্তু রহিয়াছে; তাহা বিলোকনের লালসা করিলেন। সেই সম্পূটের চারিদিকে তাহারা উপবিষ্ট হইলে বার্ষভানবী অঙ্গের আভরণ সমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই মঞ্জুষাটি উদ্‌ঘাটন করিলেন।

২৭-২৮। তদানীম্ সখীবৃন্দ "আহা (ও মা)! একি গো" কহিতে কহিতে হাতে তালি দিয়া অত্যন্ত হাসিতে লাগিল। তখন তাহাদের অঙ্গে নিদ্রিতা লজ্জারূপা সহচরী জাগ্রত এবং শত শত প্রমোদরূপী সাগর উদ্বেলিত হইতে

২৯। ধন্যং ভূষণবস্তু তে গৃহপতি র্ধন্যো যদানীতবান্
ধন্যা গোষ্ঠ-মহেশ্বরী সখি! যয়া স্নেহাদিদং প্রেষিতম্।
ত্বং শৃঙ্গারবতি ভবেতি চ পুন ধন্যৈব সন্দেশ-বাগ্
ধন্যং গেহমিদং যদেত্য নিভৃতং মঞ্জূষিকা খেলতি।।

৩০। গোষ্ঠেশা নিদিদেশ তে বহুতর স্নেহাত্তত স্তে পতিঃ
শ্বশ্রূরালি তদন্বতীব রভসাদ্দত্ত্বৈব মঞ্জূষিকাম্।
ত্বং শৃঙ্গারবতী ভবেত্যয়ি গুরুত্রয্যা বচঃ-পালনং
গান্ধর্ব্বে! কুরু সর্ব্বথের্তি ললিতা-বাণ্যাথ সা তত্রপে।।

লাগিল। আরও রাধার অনাবৃত অঙ্গসমূহকে তৎক্ষণে অনঙ্গ নক্র গ্রাস করিল ও তাহার সম্ভ্রম অতিশয় পুষ্টিলাভ করিল অর্থাৎ তিনি ব্যতিব্যস্ত হইলেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে—তৎপূর্ব্বে কলানিধি কানু সেই মঞ্জূষা হইতে উঠিয়া যোগমায়ার সহায়তা অনেক মূর্ত্তিতে এককালীন (যুগপৎ) সকলের মুখ চুম্বন করিলেন।

২৯। তদা ললিতাদেবী গান্ধর্ব্বিকাকে কহিলেন—হে সখি! যে ভূষণরূপ বস্তু রহিয়াছে, তাহা ধন্য বটে! যে আনিয়াছে, সেই তোমার গৃহপতিকেও ধন্য! যিনি স্নেহবতী হইয়া প্রসাধন বস্তু প্রেরণ করিয়াছেন; সেই ব্রজেশ্বরীকেও ধন্যা এবং মৎপ্রেরিত ভূষণ দ্বারা তুমি শৃঙ্গারবতী হও—এই সন্দেশবাণীও ধন্য ও এই সম্পুটে আসিয়াছে—ইহাকে ধন্য আর যেহেতু এই ভবনে ক্রীড়া করিতেছে; সেইহেতু এই ভবনকেও ধন্য! ইতি প্রশংসা বাণী পুনরাবৃত্তি।

৩০। হে গান্ধর্ব্বে! ব্রজেশ্বরী অত্যধিক আদরভরে তোমাকে আদেশ করিয়াছেন—আমি যাহা সম্পুটে

৩১। মঞ্জুষিকান্তরিহ মে বহুরত্নভূষা
আসন্ স্বয়ং ব্রজপয়া সখি! যা বিতীর্ণাঃ।
সংরক্ষ্য তাঃ ক্বচন ধূর্ত্ত ইহ প্রবিষ্ট-
শ্চৌরোঽয়মস্তি তদিদং বদ ভো মদার্য্যাম্।।

৩২। রাধাভিসারিন্নভিমন্যুবাহন!
ক্ষিতিং সতীশূন্যতমাং চিকীর্ষো!
প্রযচ্ছ রত্নাভরণাদি শীঘ্রং
নো চেদিহার্যামহমানয়ামি।।

পাঠাইলাম; তাহা দ্বারা তুমি ভূষিত হও। ইহাতে তোমার শ্বশ্রূ (শ্বাশুড়ী) ও পতি উভয়ই সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন—তোমার মঙ্গলের জন্য; তাহাই সর্ব্বদা গুরুজনদের আজ্ঞা পালন কর। সহচরী ললিতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কুলবতী রাধিকা লজ্জিতা হইলেন।

৩১। তৎপরে বৃষভানুনন্দিনী বলিলেন—গোষ্ঠেশ্বরী স্বয়ং এই পেটারির ভিতর নানারত্ন-আভরণাদি আমার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন—তাহা কোন স্থলে লুক্কায়িত করিয়া ধূর্ত্ত চৌরচূড়ামণি তুমি সম্পুটের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছ। হে ললিতে! এই সকল বার্ত্তা তুমি আর্য্যা শ্বশ্রূকে জানাও।

৩২। তদা ললিতা নাগর ব্রজরাজনন্দনকে কহিলেন—হে রাধাভিসারিন্! হে অভিমন্যুবাহিন্! অর্থহেতু আয়ানের শিরোপরি আরোহণ করতঃ তাহারই পত্নী রাধারই সমীপে অভিসারী পুরঃসর তুমি ধরিত্রীকে সতীহীন করিতে উদ্যত হইয়াছ। সত্বর রত্ন আভূষণ সমূহ ফিরাইয়া দাও; নতুবা এইস্থানে আর্য্যকে আনয়ন করিতেছি।

৩৩। ধূর্ত্তা সখী তে ললিতে! স্বকৃত্যে
দক্ষাবহিত্থামধুনা ললম্বে।
মামানয়ৎ প্রেষ্য পতিং বলাদ্ যা
মঞ্জূষিকান্তঃ কুতুকাদ্ বসন্তম্।।

৩৪। মঞ্জূষায়াঃ সৌরভং বীক্ষ্য তস্যা
বস্তূদস্য প্রাপয়ং স্তাং ধনিষ্ঠাম্।
তত্র প্রীত্যা প্রাবিশং স্বং সুগন্ধী-
কর্ত্তুং দৈবাদানয়ন্মাং পতি স্তে।।

৩৫। ন্যায়ং সখ্যো নৌ কুরুধ্বং যদস্যা
দোষঃ স্যাচ্চেদস্তু দণ্ড্যা মমেয়ম্।
নোচেদ্ যুষ্মদ্দোর্ভুজঙ্গোগ্রপাশৈ-
র্বদ্ধঃ স্থাস্যাম্যত্র তাম্যং স্ত্রিরাত্রম্।।

৩৩। তখন ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিলেন—ওহে ললিতে! তোমার প্রধানা সখী গান্ধর্ব্বা অতীব ধূর্ত্তা এবং স্বীয় কার্য্য সাধনে নিপুণা। আমি যে কৌতুকবশতঃ এই পেটিকায় প্রবিষ্ট হইয়াছি; তোমার প্রিয়-রাধা পতিকে পাঠাইয়া ছল করিয়া আমাকে আনাইয়া এখানে অবহিত্থা (ভাবগোপন) করিয়া মিথ্যা বলিতেছে।

৩৪। তদনন্তর তিনি বৃষভানুনন্দিনীকে বলিলেন—হে বার্ষভানবে! আমি এই মঞ্জূষার পরিমল আস্বাদন করিবার মানসে ইহার অভ্যন্তরের বস্তুগুলি ধনিষ্ঠার দ্বারা তোমার নিকষা পাঠাইয়া প্রণয়বশতঃ পেটারির ভিতর নিজ গাত্র সৌরভ করিবার নিমিত্ত প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। এতাবৎ সময়ে অকস্মাৎ তোমার ভর্ত্তা আমাকে আনয়ন করিয়াছেন।

৩৬। যস্যৈবং বিভবেন তন্নবযুবদ্বন্দ্বং স্ফুরদ্ যৌবনং
সখ্যাল্যক্ষি-চকোরিকাঃ শরততিং কামোরসঃ স্বাদনাম্।
ধ্যানং ভক্ততিঃ সদা কবিকুলং স্বীয়া বিচিত্রা গিরঃ
কীর্ত্তিং ক্ষ্মা ভুবনেষু সাধু সফলীচক্রে নুম স্তৎপরম্।।

ইতি শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকায়াং প্রথমং কুতূহলম্।। ১

দ্বিতীয় কুতূহলম্।

১। প্রাতঃ পতঙ্গতনয়া মনয়া পদব্যা
স্নানায় যাতি কিমিয়ং বৃষভানু পুত্রী।
ইত্যাকুলৈব কুটিলা ব্রজরাজবেশ্ম
কৃষ্ণং বিলোকিতুমগান্মিষতোঽতি মন্দা।।

৩৫। আরও ছলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সখীবৃন্দকে বলিলেন—অয়ি গোপীগণ! আমি তোমাদিগের সন্নিধানে এই বিষয়ে অভিযোগ করিতেছি। তোমরা বিবেচনা দ্বারা দেখ! যদি বৃষভানুসুতার দোষ হয়; তাহা হইলে তাহাকে দণ্ডের বিধান দেব। আর যদি আমার দোষ হয়, ইহা হইলে তোমাদের ভুজাঙ্গে উগ্রপাশে বদ্ধ হইয়া ওখানে দুঃখের সহিত তিনরাত্র অতিবাহিত করিব।

৩৬। যে কিশোর-কিশোরী এই প্রকার বৈভব দ্বারা গোপীগণের নেত্র চকোরকে; কামের নিজবাণ সমুদয়কে; রসের আস্বাদনকে; পণ্ডিতগণের স্বীয় বাক্য নিচয়কে এবং চতুর্দ্দশ ভুবনের অভ্যন্তরে এই ভৌম ব্রজধাম বা ভূমণ্ডলে স্বীয় কীর্ত্তিকে উত্তমরূপে সফলীকৃত করিয়াছেন—সেই লীলা-বিলাসী নবযুগ্মতনু স্বামী-স্বামিনী শ্রীরাধাগোবিন্দের আমরা স্তুতি করি।।

২। স্নাতুং স চাপি নিজমাতু রনুজ্ঞয়ৈব
তদ্ যামুনং তটমগাদিতি সম্বিদানা।
গন্তুং তদীয় পদলক্ষ্মদিশৈচ্ছদেষা
তত্রৈব যত্র স তয়া সুবিলালসাতি।।

৩। অত্রান্তরে সহচরী তুলসী প্রবিশ্য
কুঞ্জং বিলোক্য ললিতাদি সখী-সমেতাম্।

।। দ্বিতীয় কৌতূহলের অনুবাদ।।

১। কোন এককালে মাঘমাসে বৃষভানুসুতা নিয়ম করতঃ প্রভাতে অবগাহনের উপলক্ষে কালিন্দীর প্রতি গমন করিতেছিলেন; তাহাতে তাহার ননদী কুটিলার হৃদয়ে নন্দপুত্রের সহিত তাহার ভালবাসার সন্দেহ উদয় হইয়াছিল। একদিন শ্রীরাধিকা তাহাদের গৃহ থেকে বহির্গত হওয়ার পরবর্ত্তিতে কুটিলা ছলক্রমে নন্দালয়ে নন্দনন্দন রহিয়াছে কি-না প্রেমতত্ত্ব জানিবার উদ্দ্যেশে সেই রাজভবনে গমন করিল।

২। রাধাবিদ্বেষিণী কুটিলা কোন স্বজনের বদনে অবগত হইলেন যে—শ্রীকৃষ্ণ জননীর আদেশে কালিন্দীতে অবগাহন (স্নান) করিতে গিয়াছেন—এই কথা আকর্ণনে (শ্রবণে) কুটিলার সন্দেহ আরও বর্দ্ধিত হইল। তদানীম্ তাহার অসাধারণ শঙ্খ, চক্র, পদ্মাদি পদচিত্রচিহ্ন অনুসরণ করতঃ যে স্থানে নন্দনন্দন বৃষভানুনন্দিনীর সহিত স্বাচ্ছন্দ্যে ক্রীড়া বিলাস করিতেছে—সেই স্থলে গমন করিতে তাহার ঈপ্সা (অভিলাষ) হইল।

৩-৪। কুটিলা যাইতে যাইতে নিকুঞ্জের নিকটবর্ত্তি

রাধাং প্রিয়েণ সহ হাস বিলাস লীলা-
লাবণ্যমজ্জিত-হৃদং মুমুদেঽবদচ্চ।।

৪। ভো ভোঃ প্রসূনধনুষো জনুষোঽতিভাগ্য
বিখ্যাপনায় যদিমং মহমাতনুধ্বে!
তৎ সাম্প্রতং শৃণুত সাম্প্রতমেনমেব
দ্রষ্টুং ব্রজাল্লঘুতরং কুটিলা সমেতি।।

৫। সা ক্ব ক্ব হন্ত! কথয়েতি সশঙ্কনেত্রং
প্রত্যাশমালিভি রিয়ং নিজগাদ পৃষ্টা।
সট্টীকরাটবিমসৌ সময়া ব্যলোকি
তর্হ্যেব সম্প্রতি তু বোঽন্তিকমপ্যুপাগাৎ।।

হইলে শ্রীরাধিকার সহচরী তুলসী লতাদি-বেষ্টিত কুঞ্জ হইতে বিলোকন করিলেন যে—শ্রীরাধার সহিত ললিতাদি সখীবৃন্দ পরিবেষ্টিতা পূর্ব্বক পিতম শ্রীকৃষ্ণের সহিত হাস্য-বিলাসরসে মগ্ন হইয়াছেন—তাহা দেখিয়া আনন্দিতা হইয়া তুলসী বলিলেন—অয়ি গোপীবৃন্দ! কামধনুর বা কন্দর্পের জন্মের অতিভাগ্য-বিস্তারের অভিপ্রায়ে তোমরা যে এই মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছ; ইহার সম্বন্ধে একটি বার্ত্তা শ্রবণ কর—এই অনুষ্ঠান অবলোকনের নিমিত্ত কুটিলা ধীর গতিতে গোষ্ঠ হইতে এইদিকে আসিতেছে।

৫। ইহা শ্রবণ করিয়া সখীগণ কহিলেন—'হায় হায়! সে অধুনা কোথায়? বল বল!—এইরূপ কহিয়া শঙ্কার সহিত তাহার নয়নের দিকে ঈক্ষণ পূর্ব্বক তুলসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন—আমি তাহাকে সটীকরা (ছটীকরা) নামধেয় বনের সন্নিধানে দর্শন করিয়া আসিয়াছি।

৬। প্রোচে হরিঃ ক্ষণমুদর্কমিহৈব কুঞ্জে
স্থিত্বালয়ঃ কলয়তাহমিতো জিহানঃ।
তাং বঞ্চয়ন্ প্রতিভয়া রচিতাহভিমন্যু-
বেশঃ কুতূহলমিতোহপ্যধিকং বিধাস্যে।।

৭। ইত্যুক্তা রহসি প্রবিশ্য বিপিনাধীশাত্ততত্তৎ পৃথঙ্
নেপথ্যঃ পিহিত স্বলক্ষ্ম নিচয়ঃ কণ্ঠস্বরং তং শ্রয়ন্।
নিষ্ক্রাম্যানুসসার তাং সৃতিময়ং সাহহয়াতি দূরাদ্ যয়া
নার্থে হন্ত! বিচক্ষণঃ ক্ব নু ভবেন্নানাকলা-কোবিদঃ।।

অনুমান করি অধুনা এই বনের নিকটে আসিতেছেন।

৬। ইহা শুনিয়া ছল-চাতুর্য্যের শিরোমণি শ্যামসুন্দর কহিলেন—হে গোপীগণ! তোমরা এই কুঞ্জে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান পূর্ব্বক উদর্ক অর্থাৎ ভবিষ্যতে সৌভাগ্য লাভের জন্য সূর্য্যদেবকে দর্শন করিয়া অর্ঘ প্রদান কর। আমি এই স্থান ত্যাগ করিয়া আয়ানের বেশভূষা ধারণ পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা দ্বারা কুটিলাকে বঞ্চনা করা পর্য্যন্ত এইস্থানে অবস্থান কর। আরও অধিক কৌতূহল বিস্তার করিব।

৭। এইরূপ কহিয়া জনবিহীন নিকুঞ্জে প্রবিষ্ট হইয়া ছলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাদেবীর নিকষা (নিকটে) আয়ান ঘোষের বেশোপযোগী পৃথক্ পৃথক্ সামগ্রী পরিধান করিলেন। তাহাতে স্বীয় স্বরূপের চিহ্ন সকল আবৃত করিয়া কুটিলা যে মার্গে আসিতেছে; কুঞ্জ হইতে বহির্গত হইয়া অভিমন্যুর মত কণ্ঠস্বর আশ্রয় করিয়া সেই পথে চলিলেন। (অহো! সর্ব্বকলায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি কি নিজের কোন কর্ম্ম-সাধনে বিচক্ষণ না হইয়া পারেন।)

৮। কস্মাত্ত্বং কুটিলে! ব্রজাদ্ ভ্রমসি কিং বধ্বা ইহান্বেষণা
যায়াতা ক্ব ন সার্কজাপসু মকর-স্নানং মিষং কুর্ব্বতী।
অত্রৈবাস্তি গতা ক্বচিৎ ক্ব রমণীচৌরঃ স চাপ্যাগতঃ
স্নাতুং ভ্রাতরতোঽন্বয়াস্মি গমিতা কুর্ব্বে কিমাজ্ঞাপয়।।

৯। যদ্যপাদ্য পরিচ্যুত মম বৃষো নব্যো হলে যোজনা-
দন্বেষ্টুং তমিহাগতোঽস্মি তদপি স্বল্পৈব সা হৃদ্ব্যথা।
মদ্দারেষ্বপি লম্পটত্বমিতি যৎ সোঢুং কিমেতৎ ক্ষমে
গত্বা কংসমিতঃ, ফলং তদুচিতং দাস্যামি তস্মৈ স্বসঃ।।

৮। আয়ানবেশী শ্রীকৃষ্ণের ও কুটিলার বার্ত্তালাপ যথা—শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—ভগ্নি কুটিলে! এই কালে কেন গোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়াছ? কুটিলা প্রত্যুত্তরে বলিলেন—তোমার বধূ রাধার অনুসন্ধানে অত্র আসিয়াছি। (প্রঃ) শ্রীকৃষ্ণ—সে কোথায় আগমন করিয়াছে? (উঃ) কুটিলা—যমুনায় মকর-স্নান করিবার মানসে ছলে আগমন করিয়া এই বনের অভ্যন্তরে কোন স্থানে লুক্কায়িত আছে। (প্রঃ) শ্রীকৃষ্ণ—সেই গোপরমণীর চৌরচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? (উঃ) কুটিলা—সেও কালিন্দীতে অবগাহনে আসিয়াছে। এই কারণে মাতা আমাকে উহাদিগের বৃত্তান্ত জানিতে পাঠাইয়াছেন।

৯। আরও শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে ভগিনি! আজ আমার একটি নতুন বৃষ লাঙ্গলে যোজনা করিবার সময় জোয়াল চ্যুত হইয়া পলাইয়াছে। আমি তাহার অনুসন্ধানে এদিক্-ওদিকে ভ্রমণ করিতেছি। নতুন বলদ হারাইয়া আমার হৃদয়ে ব্যথা লাগিয়াছে। কিন্তু সেই রমণীচৌর যে আমার

১০। যুক্তিং কামপি মে শৃণু প্রথমতো নিহ্নুত্য তিষ্ঠাম্যহং
কুঞ্জেঽস্মিন্ পরিত স্ত্বয়াঽত্র রভসাদন্বিষ্যতাং রাধিকা।
সা কৃষ্ণেন বিনাস্তি চেদিহ মিষেণানীয়তাং সোঽপি চেদ্
আস্তেঽলক্ষিতমেব তত্র নয় মাং বীক্ষ্যৈব তং দূরতঃ।।

১১। ভ্রামং ভ্রামং ফনি হ্রদ তটাদ্বীক্ষ্য বীক্ষ্যৈব কুঞ্জা-
নন্তঃ প্রোদ্যৎকুটিলিমধুরা কেশিতীর্থোপকণ্ঠে।
পুষ্পোদ্যানেঽমল-পরিমলাং কীর্ত্তিদা-কীর্ত্তিবল্লীং
প্রাপালীনাং ততিভিরভিতঃ সেব্যমানাং শনৈঃ সা।।

পত্নীর প্রতি লাম্পট্য প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে যে ব্যথা, আমি কি তাহা সহন করিতে পারি? এখান হইতে মধুপুরী কংসরাজার নিকট গমন করিয়া তাহাকে উচিৎ শাস্তি দেব।

১০। প্রথমতঃ আমার আর একটি কার্য্যে সহায়তা কর। আমি এই নিকুঞ্জে লুক্কায়িত থাকিব; তুমি ইতস্ততঃ রাধিকাকে অন্বেষণ কর। যদি নন্দনন্দন বিনা একাকিনী থাকে, তাহা হইলে ভঙ্গিক্রমে এই নিকুঞ্জে আনিবে। আর যদি কৃষ্ণের সন্নিধানে থাকে, তাহাকে বিদূর হইতে অবলোকন করিয়াই আমাকে অলক্ষিত ভাবে সেইস্থলে লইয়া যাইবে।

১১। এই সকল বার্ত্তা শুনিয়া অতিশয় কুটিল স্বভাবা কুটিলা কালিয়হ্রদের সৈকত হইতে প্রারম্ভ করিয়া প্রত্যেক কুঞ্জ দর্শন করিতে করিতে কেশীঘাটের সমীপবর্ত্তী প্রসূনবাটিকায় আসিয়া অবলোকন করিল যে—নির্ম্মল সৌরভশালিনী কীর্ত্তিদার কীর্ত্তিবল্লী শ্রীরাধিকা সখীমণ্ডলী লতিকাপক্ষে—অলিমণ্ডলী দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছে; আর

১২। কিং স্নাতুমেষি কুটিলে! নহি তৎ কিমর্থং
যুষ্মচ্চরিত্রমবগন্তুমিহান্বগচ্ছম্।
জ্ঞাতং তদাশু ললিতে! বদ তদ্ ব্রবীমি
কিম্বাঽত্র বক্তি নিখিলং হরিগন্ধ এব।।

১৩। সিংহস্য গন্ধমপি বেৎসি স চেদিহাস্তি
নিহ্নুত্য কুত্রচন, তদ্বিভিমোঽতিমুগ্ধাঃ।
তূর্ণং পলায্য তদিতো গৃহমেব যামঃ
স্নেহং ব্যধা স্ত্বমমলং যদিহৈবমাগাঃ।।

তাহার দাসীবৃন্দ সেবা করিতেছেন।

১২। ললিতা ও কুটিলার কথোপকথন। ললিতা—হে কুটিলে! তুমি কি স্নান করিতে আসিয়াছ? কুটিলা—না। ললিতা—তাহা হইলে কি জন্য আসিয়াছ। তোমাদের চরিত্র অবগত হইতে আগমন করিয়াছি। ললিতা—ইহা ভালভাবে জ্ঞাত হও। কুটিলা—সহজভাবে আমি তৎসমস্ত অবগত হইয়াছি। ললিতা—অধুনা ইহা আর একবার স্ববদনে প্রকাশ কর। কুটিলা—আর আমি কি-বা কহিব? এই স্থানে হরির গন্ধসমূহ সন্দেশ প্রদান করিতেছে।

১৩। ললিতা—হরি শব্দে সিংহ শব্দ আহৃত পূর্ব্বক কহিলেন—কুটিলে! যদি তুমি সিংহের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হও, তাহলে নিশ্চয় নিকটে কোন স্থানে সিংহ লুক্কায়িত আছে। আমরা অতিমুগ্ধা আমাদের অতীব শঙ্কা হইতেছে। এইস্থান হইতে পলায়ন পূর্ব্বক শীঘ্র গৃহে গমন করিতেছি। ভালই, তুমি আগমন পূর্ব্বক এইরূপ বিমল স্নেহ প্রকাশ করিলে।

১৪। যাস্যন্তি গেহময়ি ধর্ম্মরতা ভবত্যঃ
কীর্ত্তিং বনেষু বিরচয্য কুলদ্বয়স্য।
কিন্ত্বগ্রতো য ইহ রাজতি নীপকুঞ্জ
স্তদ্দ্বারমুদ্‌ঘটয়তাস্মি দিদৃক্ষুরেতম্।।

১৫। এতৎ কয়াঽপি বনদেবতয়া স্ববেশ্ম
রুদ্ধা গতং শরশলাক-কবাটিকাভ্যাম্।
কা নাম সাহসবতী পরকীয় গেহ-
দ্বারং বিনুদ্য বত দোষমশেষমিচ্ছেৎ।।

১৬। সত্যং ব্রবীষি ললিতে! কুলজাসি মুগ্ধা
নৈবাবিশঃ পরগৃহং জনুষোঽপি মধ্যে।
কিন্তু প্রবেশয়সি ভোঃ স্বগৃহং পরং যৎ
তচ্ছাস্ত্র পাঠনকৃতে ত্বমিহাবতীর্ণা।।

১৪। কুটিলা ক্রোধভরে কহিলেন—ওহে ধর্ম্মপরায়ণা সতীবৃন্দ! তোমরা কাননে কাননে কুলদ্বয়ের কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া নিজালয়ে যাইবে। কিন্তু সম্মুখীন যে কদম্বকুঞ্জ রহিয়াছে; তাহার দ্বার উন্মোচন কর। উহার অভ্যন্তরে কি রহিয়াছে, উহা দর্শন করিতে অভিলাষ হয়।

১৫। ললিতা বলিলেন—কোন বনদেবতা, নিজ বসতির বহির্দ্বার শরশলাকা দ্বারা নির্ম্মিত কপাট দ্বারা বন্ধ করিয়া স্থানান্তরে গিয়াছেন। এই হেতু কদম্বকুঞ্জের দ্বার উন্মোচন সমীচীন নহে। কোন্ নারীর এত সাহস বা শক্তি-সামর্থ্য রহিয়াছে যে, অন্যের গৃহদ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক দোষ গ্রহণ করিতে আয়াস করিবে।

১৬-১৭। কুটিলা—হে ললিতে! সঠিক কহিয়াছ।

১৭। ইত্যুক্ত্বারুণিতেক্ষণা দ্রুতমিয়ং গত্বা কুটীরান্তিকং
ভিত্বা পুষ্পকবাটিকামতিজবাদন্তঃ প্রবিশ্য স্ফুটম্।
দৃষ্ট্বা কৌসুমতল্পমত্র চ হরে র্ম্মাল্যং তথা রাধিকা-
হারঞ্চ ত্রুটিতং প্রগৃহ্য রভসাদ্‌গারাদ্বহিঃ।।

১৮। মাঘস্নানমিদং যথা বিধিকৃতং পুণ্যঃ তথোপার্জ্জিতং
পুতং যেন কুলদ্বয়ং রবিসুতাতীরে রবিশ্চার্চ্চিতঃ।
তদ্ যূয়ং ললিতে! যিযাসথ গৃহং কিংবাত্র রাত্রিন্দিবং
ধর্ম্মং কর্ত্তুমভীপ্সথেতি বদ মে শ্রোত্রং সমুৎকুণ্ঠতে।।

তুমি মুগ্ধা কুলবতী বটে। ইহ জন্মে পর ভবনে কদাপি প্রবিষ্ট হও নাই। পরন্তু নিজ ভবনে পরপুরুষকে প্রবিষ্ট করাইতে ভাল জান। আরও পরপুরুষকে কুলকামিনীদিগের ভবনে প্রবিষ্ট করা যে শাস্ত্রে অবিহিত, তাহার বিপরীত অধ্যাপনা করাইবার জন্য তুমি ব্রজধামে বা এই অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছ। কুটিলা ক্রোধে রক্তিম নেত্রে এইরূপ বচনগুলি কহিয়া দ্রুতগতিতে কুঞ্জকুটিরের নিকটে যাইয়া পদাঘাত করিয়া শরশলাকা নির্ম্মিত প্রবেশদ্বার ভাঙ্গিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। সেথায় কুসুম শয্যায় সাক্ষাৎরূপে শ্রীহরির মর্দ্দিত মালা ও শ্রীরাধার ছিন্ন-ভিন্ন মুক্তাহার দেখিয়া তাহা আহৃত করিয়া সত্বর বহির্গত হইলেন।

১৮। তৎপরে কুটিলা ছিন্ন মালা ও মুক্তাহার দেখাইয়া বলিলেন—ওহে ললিতে! তোমরা যে প্রকারে মাঘমাসের স্নানে ব্রতাচরণ করিয়াছ; সেই প্রকারেও পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছ—ইহাতে তোমরা পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল দ্বয়কে পবিত্র করিয়াছ। আহা! এই যমুনা-সৈকতে তোমরাই

১৯। কিং কুপ্যসীহ কুটিলে! ন মমৈষ হারো
ভ্রাতু স্তবৈব শপথং করবৈ প্রসীদ।
ইত্যুক্তবত্যমল চন্দ্রমুখী সকম্প-
শীর্ষং সহুঙ্কৃতি কটু ভ্রূতয়া ততর্জে।।

২০। নেতঃ প্রযাস্যত গৃহং যদি ন প্রযাত
রাজ্যং কুরুধ্বমিহ তাবদহন্ত যামি।
তাং মাতরং ভগবতীমপি হারমাল্যে
সন্দর্শ্য যুষ্মদুচিতেষ্টা-বিধৌ যতিষ্যে।।

বিধিবৎ সূর্য্যার্চ্চনা করিয়াছ। এইক্ষণে বল দেখি, তোমরা কি নিজালয়ে প্রতিগমন করিতে অভিলাষ কর, না এইস্থলে দিবারাত্র ধর্ম্মোপার্জ্জনের ইচ্ছা কর—আমার কর্ণ, ইহা শ্রবণ করিতে বড়ই ভালবাসে।

১৯। কুটিলার এইরূপ ব্যঙ্গোক্তি আকর্ণনে নির্ম্মল-চন্দ্রাননা শ্রীরাধিকা কহিলেন—হে কুটিলে! তুমি বৃথা কেন কোপ করিতেছ? এই হার আমার নয়। তোমার ভ্রাতার শপথ দ্বারা বলিতেছি; তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হও। ইহাতেও যখন শান্ত হইল না; তখন শ্রীরাধিকা শিরঃকম্পন দ্বারা ক্রোধে ভ্রূভঙ্গি সহকারে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিলেন।

২০। তদা কুটিলা বলিল—যদি নিজালয়ে গমন করিতে তোমাদের অভিলাষ না হয়; তাহলে গৃহে আর গমন করিও না। তোমরা এই বিপিনে রাজ্য বিস্তার করিয়া থাক। আমি কিন্তু নিজ ভবনে যাইয়া মাতা জটিলাকে এবং ভগবতী পৌর্ণমাসীকে এই ছিন্নহার ও মালা দর্শন করাইয়া তোমাদের সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা করিব।

২১। কামং প্রযাহি কুটিলে! কটু কিং ব্রবীষি
হারং প্রদর্শয় গৃহং গৃহমেব সর্ব্বাঃ।
নাস্মাকমেষ যদতো ন বিভেমি কিঞ্চন্
মিথাপ্রবাদমপি নো ন কদা দদাসি।।

২২। সা ক্রুদ্ধা দ্রুতমেব গোষ্ঠগমনং স্বস্য প্রদর্শ্যৈব তা
যত্রাস্তে হরি রাজগাম শনকৈ স্তত্রৈব নিহ্নুত্য সা।
ভ্রাতর্মাল্যমঘদ্বিষঃ কলয় ভো বধ্বাশ্চ হারং ময়া
প্রাপ্তং সৌরত-তল্পগং রহসি তা দৃষ্টাঃ স নালোকিতঃ।।

২৩। ভদ্রং ভদ্রমিদং বভূব মথুরাং গচ্ছামি তুর্ণং ভগি-
ন্যেতাবদ্দ্বয়মেব লম্বনমভূদ্ বিজ্ঞাপনে রাজনি।

২১। উত্তরে শ্রীরাধা কহিলেন—হে ননদে! তুমি নিরানন্দে গৃহে যাও। কটু বার্ত্তা শ্রবণ করাইতেছ কেন? গৃহে গৃহে যাইয়া সকলকে ঐ ছিন্ন হার দেখাও। ঐ হার যখন আমার নয়; তখন বিন্দুমাত্র আমি কাউকে ভয় করি না। কখনও তুমি আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ঘটনা রটনা করিও না।

২২। তদা কুটিলা ক্রোধান্বিতা হইয়া যেন গোষ্ঠে যাইতেছে—এমন ভাব তাহাদিগকে দেখাইয়া তীব্র বেগে শঠ আয়ানবেশী শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানে ধীরে ধীরে অতি গুপ্তভাবে যাইয়া বলিলেন—হে ভ্রাতঃ! অঘারি শ্রীহরির এই মালা বিলোকন কর ও তোমার বধূর ছিন্ন-ভিন্ন মুক্তাহারটি সেবিত শয্যায় পাইয়াছি। আরও রাধিকা, ললিতা প্রভৃতিকে নির্জ্জন বনে দর্শন করিলাম বটে, পরন্তু সেই রমণীচৌর হরিকে দৃষ্টি গোচর হইল না।

কিন্তু স্বীয় গৃহস্য বক্তুমুচিতো ন স্যাৎ কলঙ্কো মহাং
স্তস্মিন্ বৃষ্ণি সদস্যত শ্চতুরিমা ন্নাতব্য একো ময়া।।

২৪। গোবর্দ্ধনং প্রিয়সখং প্রতিবাচ্যমেত-
চচন্দ্রাবলীমপি ভবদ্-গৃহিণীং নিকুঞ্জে।
আনীয় দূষয়তি নন্দসুত স্তদেতদ্
বস্তুদ্বয়ং কলয় তন্মিথুনস্য লব্ধম্।।

২৫। ইত্থং লম্পটতাং ব্রজে প্রতিগৃহং দৃষ্ট্বৈব তস্যাধিকাং
ত্বামাজ্ঞাপয়মদ্য তত্ত্বমধুনা বিজ্ঞাপ্য রাজ্ঞি দ্রুতম্।
পত্তীনাং শতমশ্ববার দশকং প্রেষ্যৈব নন্দীশ্বরান্
নন্দং সাত্মজমানয়ন্ মধুপুরীং তং তৎ ফলং প্রাপয়।।

২৩। অনন্তর ছলবিহারী শ্রীকৃষ্ণ আয়ান স্বরূপে বলিলেন—হে ভগিনি! ভালই হইল। আমি মধুপুরে শীঘ্র যাইতেছি। এই ছিন্ন হার ও মালা উভয়ই কংস রাজার নিকট নিবেদনের সাহায্য করিবে। কিন্তু নিজভবনে মহাকলঙ্ক প্রকাশ করা সঙ্গত নহে। আরও এই বিষয়ে যদু সভায় একটা চতুরতা প্রকাশ করিতে হইবে।

২৪। আমার বান্ধব গোবর্দ্ধন মল্লের সমীপে বিজ্ঞাপন করিব, হে সখে! তোমার গৃহিণী চন্দ্রাবলীকে নিকুঞ্জে আনয়ন পূর্ব্বক নন্দনন্দন আনন্দোপভোগ করিয়াছে; ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাহার ছিন্ন হার ও ভিন্ন মাল্য পাইয়াছি। তুমি ইহা নিরীক্ষণ করিয়া দেখ।।

২৫। এই দেখ সখে! অদ্য সেই নন্দসূনু তোমার গৃহিণীর প্রতি লম্পটতা আচরণ করিয়াছে। সেইরূপ প্রতি গৃহে গৃহে তাহার লাম্পট্য অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত

২৬। ইত্যুক্ত্বৈব ময়া পুনঃ স্বভবনং পূর্ব্বাহ্ন এবৈষ্যতে
মধ্যাহ্নে খলু রাজকীয়-পুরুষা যাস্যন্তি তে তু ব্রজম্।
ত্বং গত্বা গৃহ এব মাতৃসহিতা তিষ্ঠেরিতি প্রোচিবান্
কৃষ্ণো দক্ষিণাদিঙ্মুখোঽব্রজদথো সা তাশ্চ বেশ্মাযযুঃ।।

২৭। কৃষ্ণো বিলম্ব্য ঘটিকাত্রয়তোঽথ তাদৃগ্—
বেশঃ স্বয়ং স জটিলা গৃহমাসসাদ।
ভোঃ ক্বাসি মাতরয়ি ভো কুটিলে! সমেত্য
জানীহি বৃত্তমিতি তে প্রতি কিঞ্চিদূচে।।

হইয়াছে—ইহা দর্শন পূর্ব্বক তোমাকে অবগত করাইলাম। তুমি মহারাজ কংসের নিকট নিবেদন করিয়া একশত পদাতিক ও দশজন অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিয়া নন্দীশ্বর হইতে পুত্রের সহিত নন্দরাজকে বন্ধন পূর্ব্বক মধুপুরে আনিয়া ইহার প্রতিফল প্রদান কর।

২৬। ইহা কংসরাজকে কহিয়া আমি পূর্ব্বাহ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। কারণ মধ্যাহ্নে রাজকীয় পুরুষগণ গোষ্ঠে গমন করিবে, তুমি গৃহে যাইয়া মাতার সহিত একত্র রহিবে। আয়ানবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কুটিলাকে কহিয়া দক্ষিণদিকে মধুপুরীর (মথুরার) পথে গমন করিলেন। তখন কুটিলাও নিজ গৃহে প্রতি চলিলেন।

২৭। আয়ানবেশধারী শ্রীহরি কোনও স্থানে তিন ঘটিকা অবস্থানের পশ্চাৎ নিজেই ঐ বেশে জটিলার ভবনে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—হে মাতঃ! তুমি কোথায় আছ? হে কুটিলে! তুমি কোথায় রহিয়াছ? তোমরা এখানে আসিয়া আমার একটি বার্ত্তা শ্রবণ কর।

২৮। বিজ্ঞাপিতঃ স নৃপতিঃ প্রজিঘায় যদ্ যদ্
দ্রাগশ্ববার-দশকং তদিহৈতি দূরে।
কিন্ত্বত্র লম্পটবরো ধৃত-মৎ-স্বরূপো
মদ্‌গেহমেতি তদলক্ষিত আগতোঽস্মি।।

২৯। বহির্দ্বারং রুদ্ধা ভগিনি! সহ মাত্রা দ্রুতমিতঃ
সমারুহ্যৈবাট্টং কলয় তরুণী লম্পট-পথম্।
তমেষ্যন্তং তর্জ্জন্তাতিকটুগিরা তিষ্ঠ সুচিরং
বধূং রুন্ধন্ বর্ত্তে তলসদন এবাহমধুনা।।

৩০। অথায়ান্তং দৃষ্ট্বা ত্বরিতমভিমন্যুং কটু রট-
ন্ত্যরে ধর্ম্মধ্বংসিন্ ব্রজকুলভুবাং কিং নু যতসে।
প্রবেষ্টুং মদ্ ভ্রাতুর্ভবন ময়ি লোষ্ট্রালিভিরিতঃ
শিরো ভিন্দন্তী তে বত চপল দাস্যে প্রতিফলম্।।

২৮। আমি মহারাজ কংসকে জ্ঞাত করাইয়াছি। তিনি দশজন অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইয়াছেন, তাহারা বিদূরে আসিতেছে। পরন্তু সেই লম্পটবর কৃষ্ণ আমার বেশধারণ করিয়া আমার গৃহে আগমন করিতেছে। তাহার জন্য আমি অলক্ষিত ভাবে নিজ ভবনে আসিলাম।

২৯। হে ভগিনি! তুমি বহির্দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া জননীর সহিত অট্টালিকায় সত্বর আরোহণ পূর্ব্বক সেই রমণীলম্পটের মার্গ অনুসরণ করিতে থাক। তাহাকে দর্শন করিলেই অশ্লেষবচনে তিরস্কৃত করিবে। আমি তোমাদের বধূকে অবরুদ্ধ করিয়া নিম্নের গৃহে বিদ্যমান রহিলাম।

৩০। তদনন্তর নটখটিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিকষা নিম্নের গৃহে গমন করিলেন। তৎপশ্চাৎ অভিমন্যু নিজ

৩১। তবান্যায়ং শ্রুত্বা কুপিতমনসঃ কংস নৃপতে
ৰ্ভটা আয়ান্ত্যদ্ধা সপিতৃকমপি ত্বাং সুখয়িতুম্।
যদা কারাগারে নৃপতি-নগরে স্থাস্যসি চিরং
নিরুদ্ধ স্তর্হি ত্বচ্চপলতরতা যাস্যতি শমম্।।

৩২। ইতি শ্রুত্বা জল্পং বিকলমভিমন্যুঃ কথমহো
স্বসারং মে প্রেতোহলগদহহ কচিৎ কটুতরঃ।
তদানেতুং যামি ত্বরিতমিহ তন্মান্ত্রিক-জনা-
নিতি গ্রামোপান্তং বিতত-বহুচিন্তঃ স গতবান্।।

ভবনের সমীপে আগমন করিলে কুটিলা তাহাকে অবলোকনে কটুবাক্যে কহিতে লাগিলেন—ওরে গোষ্ঠকুলের তরুণীদিগের ধর্ম্মধ্বংসিন্! তুই কি আমার ভ্রাতার ভবনে প্রবিষ্ট হওয়ার প্রত্যাশা করিতেছিস্। ওরে চঞ্চলমতে! এই দেখ! এইদিকে আগমন করিলে এই ঢেলা দ্বারা তোমার মাথা ভাঁঙ্গিয়া ধর্ম্মধ্বজের উচিৎ ফল প্রদান করিব।

৩১। তোর অন্যায় আচরণের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহারাজ কংস ক্রোধিত হইয়া তোর বাবার সহিত তোকে সুখী করাইবার নিমিত্ত রাজসেনা পাঠাইয়াছেন—তাহারা বিদূরে আসিতেছে। যখন তাহারা তোকে রাজধানী মধুপুরে লইয়া গিয়া জন্মের মত বদ্ধ করিয়া রাখিবে; তখনই তোর চঞ্চল স্বভাব শান্ত হইবে।

৩২। অভিমন্যু এইভাবে ভগিনীর বিপরীত কটূক্তি শুনিয়া বিফলমনে ভাবনা করিতে লাগিলেন—আমার ভগ্নীকে কোনও প্রকারে ভূত-প্রেত আশ্রয় করিয়াছে। এইহেতু এইক্ষণে মান্ত্রিক (ওঝা) আনয়ন পূর্ব্বক চিকিৎসা

৩৩। এবং হরি স জটিলা গৃহ এব তস্যা
বধ্বা সহারমত চিত্র-চরিত্র রত্নঃ।।
যত্নঃ ক এব ফলবত্বমগান্ন তস্য
কিম্বা ফলং পরবধূরমণাদৃতেঽস্য।।

ইতি শ্রীচমৎকার-চন্দ্রিকায়াং দ্বিতীয় কুতূহলম্।। ২।।

তৃতীয়ং কুতূহলম্।

১। অথৈকদা সা জটিলা বিবিক্তে
চিন্তাতুরা কিঞ্চিদুবাচ পুত্রীম্।
ন রক্ষিতুং হা প্রভবামি কৃষ্ণাদ্
বধূং ততঃ কিং করবাণ্যুপায়ম্।।১।।

করা যুক্তি সঙ্গত—ইহাই শিরোধার্য্য করিয়া আয়ান গ্রামের প্রান্তদেশে ওঝার উদ্দেশ্যে গমন করিলেন।

৩৩। নানা প্রকারে সেই চিত্র-চরিত্ররূপ রত্নধারী শ্রীহরি জটিলার ভবনে তাহারাই বধূর সহিত বহুবিধ রতি বিলাসে প্রবৃত্ত হইলেন। যাঁহার পরবধূ রমণ ব্যতিরেকে আর কোন কার্য্য নাই; সেই ইচ্ছাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কোন্ কার্য্যই বা সফল না হয়। অর্থাৎ তাহার সকল চেষ্টা সফল হইয়া থাকে।

—ঃ তৃতীয় কৌতুহলের অনুবাদ ঃ—

১। বার্ষভানবীর বহুবিধ গোবিন্দেতে অনুরাগ অবগত হইয়া জটিলা একদিন ভাবান্বিত হইয়া স্বীয়া কন্যা কুটিলাকে জনহীন স্থানে আহ্বান করিয়া বলিলেন—হে তনয়ে! দুষ্ট শ্রীকৃষ্ণ হইতে আমার বধূকে রক্ষা করিতে পারলাম না। বর্ত্তমান কি উপায় করা যায়।

২। ত্বং পুত্রি! তস্মাদ্ গৃহ এব রুন্ধি
বধূং বহি র্যাতি কদাপি নেয়ম্।
যথা যথায়াতি হরি র্নগেহং
তথা তথা হা ভব সাবধানা।।

৩। মাত র্ভবত্যা ন বধূ র্নিরোদ্ধুং
শক্যা যতঃ প্রত্যহমেব যত্নাৎ।
ব্রজেশ্বরী ভোজয়িতুং স্বপুত্রং
পাকার্থমেতাং নয়তি স্বগেহম্।।

৪। পুত্রি! ত্বমদ্য ব্রজ তাং বদৈতন্
নাতঃ পরং ক্বাপি বধূঃ স্বগেহাৎ।
প্রযাত্যত স্ত্বং সুতভোজনার্থং
পাকে নিযুক্তাং কুরু রোহিণীং তাম্।।

২। হে বৎস কুটিলে! বহু ভাবনা পূর্ব্বক আমি একটি উপায় স্থির করিয়াছি। যাহাতে কোন প্রকারে পুত্রবধূ গৃহের বহির্দ্দেশে গমন করিতে না পারে!—এইভাবে তাহাকে অবরোধ কর। যেভাবে গোবিন্দ আমাদের ভবনে প্রবিষ্ট হইতে না পারে; সেই ভাবে তুমি সদা-সর্ব্বদা সতর্কে সহিত অবস্থান করিবে।

৩। প্রত্যুত্তরে তনয়া কহিলেন—হে মাতঃ! তোমার পুত্রবধূকে কোন প্রকারে নিরুদ্ধ করিতে পারিব না। যেহেতু ব্রজেশ্বরী যশোমতী প্রত্যহ স্বীয় তনয়কে ভোজন করিবার নিমিত্ত রন্ধন করাইতে তোমার বধূকে প্রযত্ন সহকারে স্ব-ভবনে লইয়া যান।

৪। তদুত্তরে জটিলা বলিলেন—হে তনয়ে! তুমি

৫। মাত স্তয়া বক্ষ্যত এব তস্যৈ
দুর্ব্বাসসা কোঽপি বরো বিতীর্ণঃ।
ত্বদ্ধস্ত-পক্কৌদনভোক্তু রায়ু-
নির্ব্বিঘ্নমস্ত্বিত্যধিকা প্রসিদ্ধিঃ।।

৬। একঃ সুতো মে বহু দুষ্টদানবা-
দ্যরিষ্টবত্ত্বেঽপি কুশল্যভূদ্ যতঃ।
তত স্ত্বয়া সাধিতমোদনাদিকং
নিত্যং সুতং ভোজয়িতুং প্রযৎস্যতে।।

আজ গোষ্ঠেশ্বরীর সমীপে যাইয়া বল যে—আমাদের বধূ স্বভবন হইতে আর অন্যস্থানে গমন করিবে না। এইহেতু তুমি স্বীয় পুত্রের ভোজনার্থে তোমার সেই রোহিণীদেবী দ্বারা পাক কার্য্য নির্ব্বাহ কর।

৫। তদানীম্ কুটিলা কহিলেন—আমার উক্তি শ্রবণ করিয়া যশোদাদেবী বলিবেন যে—তোমার বধূ রাধাতে মুনি দুর্ব্বাসা যে এক অনির্ব্বচনীয় বর প্রদান করিয়াছেন; তাহাতে তাহার হস্তের রন্ধন যে কেহ ভোজন করিবে, তাহার দীর্ঘায়ু যশ, শ্রীবৃদ্ধি ও সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশ হইবে—এই বার্ত্তা ব্রজমণ্ডলে সর্ব্বত্র খ্যাত রহিয়াছে।

৬। আমার একমাত্র সন্তান, কেবল বার্ষভানবীর হস্তের রান্না-অন্ন-ভোজন প্রভাবে অতি দুর্দ্ধর্ষ অসুরাদি কর্ত্তৃক যুদ্ধ-কার্য্যের বিঘ্নরাশি থেকে নির্ম্মুক্ত হইয়া কুশলে থাকিতে পারিবে। তাহাই রাধার দ্বারা মিষ্টান্ন-ব্যঞ্জনাদি নিজের সন্তানকে নিতি নিতি ভোজন করাইতে প্রচেষ্টা করি। যশোদারাণী এই উক্তির উত্তরে আমি কি বলিব।

৭। পুত্রি! ত্বয়া বাচ্যমিদং পরশ্বঃ
শ্বো বা স আগত্য মুনিঃ প্রদদ্যাৎ।
রাধা স্পৃশেদ্ যং স চিরায়ু রস্ত্বি-
ত্যেরং বরং চেদয়ি তর্হি কিং স্যাৎ।।

৮। কিং স্পর্শয়ন্তী নিজপুত্রমেতা-
মাকারয়িষ্যস্যয়ি নীতিবিজ্ঞে।
কুলাঙ্গনা যৎ পর বেশ্ম গত্বা
নিত্যং পচেদিত্যপি কিং নু নীতিঃ।।

৯। বধ্বাঃ কলঙ্কঃ প্রতিদেশমেষ
ভূয়ানভূদ্ যৎ কিমু সহ্যমেতৎ।
স্নেহো যথা তে নিজপুত্র এবং
স্নেহো মমাপ্যস্তি নিজ স্নুষায়াম্।।

৭। তদুত্তরে জটিলা কহিলেন—হে পুত্রি! তদানীম্ তুমি এইরূপ ভাষণ দিবে—হে ব্রজেশ্বরি! যদি মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা আগামী দিবস বা পরশু আগমন করিয়া রাধাকে এইরূপ বর প্রদান করেন যে—বার্ষভানবী যাহাকে স্পর্শ করিবে; সেই দীর্ঘায়ু হইবে; তাহা হইলে কি ঐরূপ ব্যবস্থা হইবে; বল দেখি।

৮। হে নীতি-বিজ্ঞে যশোদে! তাহলে একা বার্যভানবীকে নিজ ভবনে আহ্বান করাইয়া; তাহার দ্বারা নিজ সন্তানকে স্পর্শ করাইবে কি? আর এক বার্ত্তা—কুলঙ্গনা প্রত্যহ পরভবনে রন্ধন করিতে যাইবে—ইহা কি অনীতি নয়?

৯। অধিকন্তু বধূ গান্ধর্ব্বিকার মহাকলঙ্ক দেশ-বিদেশে রটনা হইয়াছে। ইহা কি আত্মীয়-স্বজন সহ্য করিতে

১০। তথাপি তে প্রৌঢ়িরিয়ং ভবেচ্চে-
দ্ধনিষ্টয়া প্রেষিতয়ৈব নিত্যম্।
বধূকৃতং মোদক-লড্ডুকাদি
ত্রিসন্ধ্যমেবানয় পুত্র হেতোঃ।।

১১। ইত্যেবমুক্তেঽপি যদি ব্রজেশা
কুপ্যেত্তদা তন্নগরীং বিহায়।
কৃত্বৈব দেশান্তর এব বাসং
বধূমবিষ্যামি তদীয় পুত্রাৎ।।

১২। এবং নিরোধে সতি তৌ বিষণ্ণৌ
পরস্পরাদর্শন-দাব-তাপিতৌ।
বভূবতু র্হন্ত! যথা তথা স্বয়ং
সরস্বতী বর্ণয়িতুং ক্ষমেত কিম্।।

পারে? তোমার পুত্রের প্রতি যেমন স্নেহ; মম বধূর প্রতি কি আমার তেমন স্নেহ নাই।

১০। তাহাই আমি বলিতেছি যে—এই সকল বার্ত্তার পরিপ্রেক্ষিতে যদি তুমি অত্যধিক হঠ কর এবং বধূর হস্তের পাক করা দ্রব্য ভক্ষণ করাইতে অতিশয় ঈপ্সা থাকে, তাহা হইলে তিনবেলা তব দাসী ধনিষ্ঠাকে পাঠাইয়া নিজ সন্তানের নিমিত্ত বধূর রন্ধনকৃত মোদক ও মিঠাই প্রভৃতি আমার ভবন হইতে লইয়া যাইবে।

১১-১২। এইরূপ সকল বার্ত্তা অববোধন (জ্ঞাত) করাইলেও যদি যশোদা কোপ করেন, তাহলে আমরা তাহার রাজ পরিত্যাগ করিয়া অন্য রাজ্যে গমন করিব। যে কোন প্রকারে বধূকে তাহার পুত্র শ্রীহরির হাত হইতে রক্ষা

১৩। সরোজপত্রৈ র্ব্বিধুগন্ধসার-
পঙ্ক-প্রলিপ্তৈ রচিতাপি শয্যা।
রাধাঙ্গ-সংস্পর্শনতঃ ক্ষণেন
হা হন্ত হা মুর্ম্মুরতাং প্রপেদে।।

১৪। নিন্দেদ্ বিধিং পক্ষ্মকৃতং ভৃশং যা
বাঞ্ছেদপক্ষ্মোত্তম-মীনজন্ম।
নন্দাত্মজালোকমৃতে কথং সা
যামাষ্টকং যাপয়িতুং ক্ষমেত।।

করিতে হইবে। এইরূপ জটিলার ও কুটিলার পরামর্শ হইলে তাহারা যখন গান্ধর্বিকাকে গৃহে অবরুদ্ধ করিল, তখন গোবিন্দের সহিত গান্ধর্ব্বিকার মিলনের উপায়ন্তর রহিত হইল, দাবানলে যেমত জীব-জন্তু তাপিত হয়; সেমত কিশোর কিশোরী বিষণ্ণ পূর্ব্বক পরস্পর অদর্শনরূপে তাপিত হইয়াছিল—তাহা বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেবী সরস্বতীও বর্ণনা করিতে অসমর্থ হন।

১৩। বৃষভানুসুতার অঙ্গতাপ নির্ব্বাপিত করিবার মানসে সখীগণ পদ্মপল্লবের শয্যা রচনা দ্বারা তাহার অঙ্গে কর্পূর-চন্দনাদির পঙ্কলেপন করিয়া দিলেও হরি-বিরহে তাপিত দেহ শান্ত না হইয়া ক্ষণিকের মধ্যে তাহার মূর্চ্ছা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল।

১৪। যিনি নেত্রের নিমেষ দ্বারা নন্দনন্দনের দর্শনের অন্তরায় বিধায় নিমেষসৃষ্টিকারী বিধাতাকে নিন্দা পূর্ব্বক পক্ষহীন মৎসজন্মকেও ঈপ্সিত করেন; সেই বৃষভানুনন্দিনী পিতম বিলোকন-ব্যতিরেকে দিবারাত্র কি কাল যাপিত

১৫। নাবেক্ষতে নাপি শৃনোতি কিঞ্চিদ্
অচেতনা সীদতি পুষ্পতল্পে।
ধনিষ্ঠয়াথৈত্য তথাবিধা সা
ব্রজেশ্বরীপ্রেষিতয়া ব্যলোকি।।১৫।।

১৬। অদ্য প্রভাতে ললিতে পপাচ
শ্রীরোহিণী কৃষ্ণকৃতে যদন্নম্।
তৎ প্রাশ্য সোঽগাদ বিপিনং ব্রজেশা
মাং প্রাহিণোদত্র বিষণ্ণ-চেতাঃ।।

১৭। সায়ং রজন্যামপি যত্তথা শ্বঃ
স ভোক্ষ্যতে তস্য কৃতেঽহমাগাম্।

করিতে পারেন কখনো নয়।

১৫। তিনি কুসুম শয্যায় মূর্চ্ছিতা হইয়া শয়নে আছেন। তাহার কোন দ্রব্যই ভাল লাগে না বা কোন কথাই তাহার কর্ণপাত হয় না। এমত অবস্থায় যশোদা কর্ত্তৃক প্রেরিতা দূতী ধনিষ্ঠা আসিয়া বার্ষভানবীর এইরূপ বিরহ-বিহ্বলতা বিলোকন করিলেন।

১৬। তদানীম্ ধনিষ্ঠা ললিতাদেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—অয়ি সখি! আজ প্রাতঃকালে শ্রীরাধিকা রন্ধন করিতে না যাওয়ায় রোহিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের জন্য রান্না করিয়াছে। সেই অন্ন ভোজন করিয়া গোবিন্দ গোষ্ঠে গিয়াছেন। তাহার ভোজনে অন্যদিনের মত রুচি না দেখিয়া যশোদাদেবী দুঃখিত মনে আমাকে এইস্থানে পাঠাইয়াছেন।

১৭। আমি যে মোদকাদি (আঁচারাদি) রাধার হস্তে তৈরি করাইয়া লওয়ার জন্য আসিয়াছি। এই সকল সামগ্রী

ইয়ন্তু সংজ্ঞারহিতৈব পক্তুং
কথং ক্ষমেতাদ্য করোমি হা কিম্।।

১৮। কৃষ্ণঃ পুরস্তে কলয়েতি তদ্বাক্
তাং ভগ্নমূৰ্চ্ছামকরোদ্ যদৈব।
তদা ধনিষ্ঠা সহসা ব্রজেশা
সন্দিষ্টমাহ স্ম সরোরুহাক্ষীম্।।

১৯। কটাহমাত্রানয় রূপমঞ্জরি!
প্রলিপ্য চুল্লীমিহ বহ্নিমর্পয়।
যথা ব্রজেশাদিশদেবমেব তৎ
কৃষ্ণস্য ভক্ষ্য কিল সাধয়াম্যহম্।।

আজ সায়ংকালে, রজনীতে ও আগামী দিনে গোষ্ঠে গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রজরাজনন্দন ভোজন করিবেন। কিন্তু বৃষভানুনন্দিনী ত' শয়নে মূৰ্চ্ছা-অবস্থায় আছেন। হায়! হায়! তাহলে কেমন করিয়া মোদকাদি তৈরি করিতে তাহার সামর্থ্য হইবে। হায়! এখন উপায় কি আছে? বল, দেখি।

১৮-১৯। তখন ধনিষ্ঠা কোন উপায় না দেখিয়া রাধার কর্ণরন্ধ্রে উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—হে রাধে! দয়িত শ্যামসুন্দর তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তুমি তাহাকে দর্শন কর। তাহার ঐরূপ কথন কর্ণকুহরে প্রবিষ্টমাত্র রাধিকার বিস্মৃতি জাগ্রত হইল। তৎপরে ধনিষ্ঠা শীঘ্র "গোষ্ঠেশ্বরী গোবিন্দের জন্য মিষ্টি প্রভৃতি তৈরি করিবার নিমিত্ত সমাচার" সেই পদ্মপলাশ-নয়না বার্ষভানবীকে বলিলেন। হরির বিরহতাপে তাপিত সত্ত্বেও শ্রীরাধিকা ধনিষ্ঠার বদনে ব্রজেশ্বরীর আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া প্রচুর ক্ষমতা লাভ করিয়া

২০। করোমি যাবৎ সখি! নিত্যমেতচ্
চতুর্গুণং কুর্ব্ব ইতি ব্রুবাণা।
চুল্লীতটে দিব্য চতুষ্কিকায়াং
রাধোপবেশং সহসা চকার।।

২১। যৎস্পর্শনাৎ পঙ্কজ-পত্র-শয্যা
যযৌ ক্ষণান্মুর্ম্মুরতাং তদেব।
পক্কান্ন কর্ম্মণ্যনলার্চ্চিষৈব
রাধাবপুঃ শীতলতাং প্রপেদে।

দাসীকে কহিলেন—হে রূপমঞ্জরি! তুমি উনুনে লেপ দিয়া তাহাতে অগ্নি জ্বালাও। ওখানে কড়াই আনয়ন কর। মা যশোদার আদেশ অনুযায়ী তাহার নন্দনের জন্য ভোজন দ্রব্য তৈরি করিয়া ধনিষ্ঠার হস্তে পাঠাইয়া দেব।

২০। হে সখি! প্রত্যহ যে পরিমাণে মিষ্টি-মোদক প্রভৃতি ভোজনদ্রব্য প্রস্তুতের প্রয়াসে আজ তাহা হইতে চতুর্গুণ তৈরি করিব। আমার দৈহিক অসুস্থতার নিমিত্ত তোমরা বিন্দুমাত্র আশঙ্কা করিও না। ইহা কহিয়া গান্ধর্ব্বিকা উনুনের সমীপস্থ দিব্য চৌকির উপরি উপবিষ্ট হইলেন।

২১। ইহা মহাবিস্ময়ের বিষয় এই যে—যে রাধা অঙ্গ তাপের স্পর্শে পদ্মপলাশ-তৈরী শয্যাও ক্ষণকালে শুষ্ক হইয়াছিল; পিতমের (প্রিয়তমের) নিমিত্ত ভোজ্য বস্তু প্রস্তুত করিতে যাইয়া অগ্নিতাপেও ক্ষণিক পরে সেই রাধার দেহ শীতলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

২২। প্রেমোত্তমোহতর্ক্য-বিচিত্রধামা
যতো জনং তাপয়তে শশাঙ্কঃ।
বহ্নিঃ পুনঃ শীতলয়ত্যত স্তং
তদাশ্রয়ং বা কিমু কোহপি বেত্তি।।
২৩। জগাদ কিঞ্চিল্ললিতা ধনিষ্ঠে!
বিদ্যুদ্ঘনাবগ্রহ এষ ভূয়ান্।
সমং কিমেষ্যতাধুনা সখীনা-
মানন্দ-শস্যানি বিনাশমীয়ুঃ।।
২৪। ব্রবীষি সত্যং ললিতৈ বয়স্যোঃ
সহ স্বয়ং সীদতি সোহপি কৃষ্ণঃ।

২২। গাঢ় প্রেমে চিন্তার অতীত বিচিত্র প্রভাব বিদ্যমান থাকে। কারণ সুশীতল শশধর যাহাকে তাপিত করে, তাহাকেই অগ্নি শীতল করে। (ইহ জগতে জাগতিক প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখুন—শীতল চন্দ্রদেব পদ্মকে তাপিত করে, আবার তাহাকেই অগ্নিরূপী সূর্য্যই শীতল অর্থাৎ প্রফুল্লিত করে) কাজে কাজেই সেইরূপ প্রেমকে বা প্রেমাশ্রিত প্রেমিক বা প্রেমিকা পরস্পরের মনকে বুঝিতে পারে।

২৩। তদানীম্ ললিতা ধনিষ্ঠাকে বলিলেন—হে সহচরি! বিদ্যুৎ সংযুক্ত জলধরে আবার বর্ষা হইবে কি? অর্থহেতু বিদ্যুতের কান্তি রাধা আর জলধরের কান্তি শ্রীকৃষ্ণ —উভয়ের পুনরায় একত্র মিলন হইবে কি? সেই মেঘরূপী শ্রীকৃষ্ণ উদয় না হওয়ায় রস-বর্ষণ অর্থাৎ আনন্দরূপ শস্য শুষ্ক হইয়া নষ্ট হইতে চলিতেছে।

২৪। ধনিষ্ঠা কহিলেন—হে ললিতে! সত্যই

বৃন্দাবনস্থাঃ শুক-কেকিভৃঙ্গ
মৃগাদয়োঽপ্যাকুলতামবাপুঃ।।

২৫। ততশ্চ রাধা ললিতাদি কর্ণে
কাঞ্চিৎ কথাং প্রোচ্য যযৌ গৃহং সা।
সায়ং বিশাখা জটিলামুপেত্যা-
লীকং রুরোদাধিধরং লুণ্ঠন্তী।।

২৬। হা কিং বিশাখে! কিমু রোদিষি ত্বং
রাধাং দদংশাহিরলক্ষ্যরূপঃ।

বলিতেছ। তোমাদের যেরূপ শোক হইয়াছে; বয়স্যবৃন্দ সুবলাদির সঙ্গে ব্রজরাজনন্দনও তদ্রূপ শোক অনুভব করিতেছেন। অধিক আর কি বলিব—এই মহাশোকে বৃন্দাকাননের শুক, কেকী (ময়ূরী) মধুকরও পশুপক্ষীকুল আকুলিত হইয়াছে।

২৫-২৬। তৎপশ্চাৎ মাধবের নিমিত্ত মোদক-মিঠাই প্রভৃতি বানাইয়া মাধবিকা ধনিষ্ঠার হস্তে দিলেন। আর ধনিষ্ঠা শ্রীরাধার ও ললিতাদির কর্ণকুহরে কিছু গুপ্তকথা কহিয়া নন্দভবনে গমন করিলেন। সায়ংকালে বিশাখা জটিলার সমীপে আসিয়া অবনীতলে অবলুণ্ঠিত হইয়া অবহিত্থা (ভাব গোপন পূর্ব্বক মিথ্যা) ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাহাতে জটিলা জিজ্ঞাসা করিলেন—হে বিশাখে! তুমি কেন ক্রন্দন করিতেছ? বিশাখা কহিলেন—অলক্ষিতরূপে রাধাকে কাল বর্ণ (কৃষ্ণ) সর্প দংশন করিয়াছে। জটিলা জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় কি ভাবে তাহাকে দংশন করিল? বিশাখা কহিলেন—কোলিবৃক্ষের

কথং ক্ক বা কোলিতলে তদীয়-
রত্নে গৃহীতে নিজ-রত্ন বুদ্ধ্যা।।
২৭। হা মূর্দ্ধ্নি কোঽয়ং মম বজ্রপাত
ইতি ব্রুবাণা ত্বরয়া যযৌ সা।
বিলোক্য রাধাং ভুবি বেপমানাং
ততাড় সোচ্চৈঃ স্বমুরঃ করাভ্যাম্।।
২৮। গবাং গৃহাদানয় পুত্রি! তাবৎ
স্বভ্রাতরং শীঘ্রমিতঃ প্রযাতু।
স মান্ত্রিকানানয়তু প্রকৃষ্টাং
স্তে মে বধূং নির্ব্বিষয়ন্তু মন্ত্রৈঃ।।

নিম্নে অলক্ষ্যে সেই সর্প ছিল। তাহার মস্তকস্থিত মণিকে নিজের হারিয়ে যাওয়া মণি মনে করিয়া আহরণ করিতে যেমনি হস্ত প্রসার করিয়াছে, তখনই সর্প দংশন করিয়াছে।

২৭। জটিলা এইরূপ বিশাখার কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—হায় হায়! আমার মস্তকে কি বজ্রপাত হইল, এইরূপ বাক্য বলিয়া শীঘ্র রাধিকার ভবনে যাইয়া দর্শন করিলেন—সে ধরাশায়ী পূর্ব্বক কম্পিত হইতেছে। তাহা দেখিয়া জটিলা দুই হস্তে স্বীয় বক্ষে আঘাত করিয়া উচ্চকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

২৮। তদনন্তর কুটিলাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—হে পুত্রি! তুমি সত্বর গোষ্ঠে যাইয়া তোমার ভ্রাতাকে এখানে আনয়ন কর। সে আগমন করিয়া অভিজ্ঞ মান্ত্রিক (ওঝা) গণকে আনয়ন করুক। তাহারা মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক বধূকে বিষমুক্ত করিবে।

২৯। ইত্যেবমুক্ত্বা জরতী জগাদ
স্নুষে তনুঃ সম্প্রতি কীদৃশী তে।
সন্দহ্যমানাং বিষবহ্নিনেমা-
মবৈমি বক্তুং প্রভবামি নার্য্যে।।

৩০। মন্ত্রৈঃ করাভ্যাং মম মান্ত্রিকা
শ্চেদেকাং পদস্যাঙ্গুলিকামপীহ।
স্পৃশেত্তদাসূন্ সহসা ত্যজামি
কুলাঙ্গনায়া নিয়মো মমৈষঃ।।

৩১। স্নুষে! কিমেবং বদসীহ ভক্ষয়ে-
দভক্ষ্যমস্পৃশ্যমপি স্পৃশেন্নরঃ।
মন্ত্রৌষধাদৌ নহি দূষণং ভবে-
দাপদ্গতস্যেতি বিদাং শ্রুতিস্মৃতী।।

২৯-৩০। জটিলা কুটিলাকে এই প্রকার বাক্য কহিয়া রাধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে স্নুষে (পুত্রবধু)! তোমার শরীর কেমন আছে। শ্রীরাধিকা কহিলেন—হে আর্য্যে! বিষাগ্নিতে আমার শরীর জ্বলিতেছে—ইহাই আমি অনুভব করিতেছি। আর আমার কোন কথা বলিতে সক্ষম হইতেছে না। পরস্ত্রীগম্য মান্ত্রিকপুরুষগণ যদি আমাকে স্পর্শ করে, তাহলে আমি তখনি শরীর ত্যাগ করিব—আমি কুলাঙ্গনা, এইহেতু আমার এইরূপ নিয়ম নিদ্ধারিতা।

৩১। তখন জটিলা কহিলেন—হে পুত্রবধু! এইভাবে কেন বলিতেছ; আপদকালে সদাচারীগণও আমিষ ভোজন করে ও অস্পৃশ্যকেও স্পর্শ করে। বিপৎকালে ঔষধভক্ষণ, মন্ত্র ও তাহার প্রয়োগকারীকে স্পর্শ করিলে কোন দোষ হয়

৩২। আজ্ঞাং তবেমাং নহি পালয়ামি
প্রাণান্ পুরস্থে কলয় ত্যজামি।
শ্রুত্বেতি বধ্বা বচনং সচিন্তাং
জগাদ কাচিৎ প্রতিবাসিনী তাম্।।

৩৩। যঃ কালিয়াঘাদি-ভুজঙ্গমর্দ্দী
দৃষ্ট্যৈব তাঃ পীতবিষোদকা গাঃ।
অজীবয়ত্তং হরিমানয়ার্য্যে!
স তে বধূং নির্ব্বিষয়েদ্বিলোক্য।।

৩৪। রাধাব্রবীদ্ যৎ পরিবাদ পীড়াং
বিষনলাদপ্যধিকামবৈমি।
তমেব যা দর্শয়িতুং যতন্তে
তা বৈরীণীরেব চিরেণ বেদ্মি।।

না—ইহা স্মৃতি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবেত্তাদিগের অভিমত।

৩২-৩৩। তখন বার্ষভানবী বলিলেন—আমি তোমার সমক্ষে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছি; এক্ষুনি দেখুন! তোমার আজ্ঞা আমি পালন করিতে সমর্থ নহি। বধূর এইরূপ কথা শুনিয়া জটিলা ভাবান্বিতা হওয়ায় তখন কোন একজন তাহার প্রতিবেশিনী রমণী জটিলাকে কহিলেন—হে আর্য্যে! যিনি অঘরূপ সর্প ও কালীয় প্রভৃতি ভুজঙ্গকে মর্দ্দন করিয়াছেন, কালিয়হ্রদের বিষজলপানে মৃত্যুবরণীয় গো-গোপগণকে কেবল দৃষ্টি দ্বারাই তাহাদের পুনরায় প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন; সেই শ্রীহরিকে আনয়ন করুন—তাঁহার দর্শনমাত্রই তোমার বধূর বিষ-বিমুক্ত হইবে।

৩৪। তদানীম্ মাধবী বলিলেন—আমি যাহার

৩৫। তর্হি স্নুষেহহং সুসুতা প্রযামি
তাং পৌর্ণমাসীং দ্রুতমানয়ামি।
তন্মন্ত্র-তন্ত্রাগমশাস্ত্র-বিজ্ঞা
সা সুস্থয়িস্যত্যলমন্যযুক্ত্যা।।

৩৬। প্রোচে বিশাখা তদলং বিলম্বৈ
র্বিষং ময়ারুদ্ধমবৈহি সূত্রৈঃ।
যামার্দ্ধ-পর্য্যন্তমতঃ পরন্তু
শিরোহধিরূঢ়ঢ়ং তদসাধ্যমেব।।

৩৭। সা পৌর্ণমাস্যাঃ স্থলমভ্যুপেত্য
নত্বাহখিলং বৃত্তমবেদয়ত্তাম্।

অপবাদ পীড়ারূপ বিষাগ্নি থেকেও অধিক যাতনা ভোগ করিতেছি; সেই মাধবকে যাহারা দেখিতে চেষ্টা করিবে, তাহাদিগকে আমি শত্রু বলিয়া মনে করি।

৩৫। জটিলা কহিলেন—দেখ পুত্রবধু! ইহা হইলে আমি কুটিলাকে লইয়া পৌর্ণমাসী সমীপে গমন করিতেছি। তিনি শ্রেষ্ঠ সর্পমন্ত্র-তন্ত্রাদি ও আগমশাস্ত্রে সুপিনুণা হন। তিনি আমার গৃহে আগমন করা মাত্রই তোমাকে সুস্থ করিবেন। আর কোন উপায় দেখিতেছি না।

৩৬। বিশাখা কহিলেন—আর্য্যে! উত্তম উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাহলে আর বিলম্ব না করিয়া তাহার সমীপে গমন কর। আমি সূত্র দ্বারা রাধার হস্ত বন্ধন পূর্ব্বক বিষ অবরোধ করিয়াছি; ইহাতে অর্দ্ধ প্রহর অবধি (পর্যন্ত্য) বিষ উপরে উঠিতে পারিবে না। পরন্তু তৎপরে বিষ উপরে উঠিলে রোগ ভাল করিতে অসাধ্য হইবে।

পপ্রচ্ছ গার্গীমথ পৌর্ণমাসী
ত্বং সর্পমন্ত্রান্ পীতুরধ্যগীষ্ঠাঃ।।
৩৮। কিং পুত্রি! সাখ্যন্নহি বেদ্মি কিঞ্চ
কনীয়সী মে ভগিনী তু বেত্তি।
ক্ব সা কিমাখ্যা কিল কিন্নিবাসা
কাশীপুরাৎ সা শ্বশুরস্য গেহাৎ।।
৩৯। পিতু র্গৃহং বৃষ্ণিপুরে গতাঽভূ-
ত্তোঽপি মামত্র দিদৃক্ষমাণা।
পূর্ব্বেদ্যুরেবাগমদস্তি নাম্না
বিদ্যাবলি র্মদ্গৃহমধ্য এব।।
৪০। জরত্যথোচে বহুবিক্লবাশ্রু-
সিক্তাননা গার্গি! নতাঽস্ম্যহং ত্বাম্।
তামানয়াস্মদ্ ভবনং সপুত্রাং
ক্রীণীহি মাং স্বীয় কৃপামৃতেন।।

৩৭-৩৯। তদা বৃদ্ধা জটিলা পৌর্ণমাসীর সমীপে গমন পূর্ব্বক তাহাকে সমূহ বার্ত্তা অবগত করাইলেন। অনন্তর পৌর্ণমাসী গর্গকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎসে গার্গি! তুমি জনকের নিকট হইতে সর্পমন্ত্র জানিয়াছ কি? আরও পৌর্ণমাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—সে কোথায় অবস্থান করে; তাহার নাম কি? বর্ত্তমান কোথায়? গার্গী কহিলেন—কাশীপুরে তাঁহার শ্বশুরভবন; সেখান থেকে সে তাহার পিত্রালয়ে আসিয়াছেন। আবার সেখান হইতে তোমাকে দর্শনের নিমিত্ত গতকাল এইস্থানে আগমন করিয়া আমার নিবাসে রহিয়াছে। তাহার নাম বিদ্যাবলি।

৪১। গার্গি! ত্বমাদৌ স্বগৃহং প্রয়াহি
ততঃ স কন্যা জটিলা প্রযাতু।
প্রসাদ্য তামানয়তাং ততঃ সা
রাধাং ধ্রুবং নির্ব্বিষয়িষ্যতে দ্রাক্।।

৪২। পূর্ব্বং ধনিষ্ঠা-বচসৈব গার্গী
স্ত্রীবেশিনং কৃষ্ণমগার-মধ্যে।
অস্থাপয়ত্তর্হি তু সা জরত্যা
সহৈব তৎপার্শ্বগতা জগাদ।।

৪০। এই সকল বার্ত্তা আকর্ণনে জরতী জটিলা অতীব কাতরপ্রাণেও অশ্রুস্রাবিত আননে গার্গকন্যাকে বলিলে—হে গার্গি! আমি তোমার পদতলে নত হইলাম। তুমি স্বীয়া ভগ্নীকে সঙ্গে লইয়া আমার আলয়ে গমন করিয়া তোমার কৃপামৃত বর্ষণ করিয়া পুত্রের সহিত আমাকে ক্রয় করিয়া লও।

৪১। তদানীম্ পৌর্ণমাসী তাহাকে কহিলেন—হে গার্গি! তুমি অগ্রে নিজ নিকেতনে গমন কর; তৎপরে কন্যার সহিত জটিলাও সেখানে যাইবে; তাহারা বিদ্যাবলিকে প্রসন্ন করিয়া আনিতে পারিলে সে সত্বর রাধার বিষ শূন্য করিবে।

৪২। ইতঃপূর্ব্বে গার্গী ধনিষ্ঠার কথানুসারে ব্রজরাজ-নন্দনকে রমণীবেশে সজ্জিত পূর্ব্বক স্বভবনের অভ্যন্তরে অবস্থান করাইয়া আসিয়াছিলেন। সেইজন্য তদানীম্ অগ্র-পশ্চাৎ গমনের কোন প্রয়োজন না দেখিয়া জটিলাকে সঙ্গে লইয়া নিজালয়ে যাইয়া রমণীবেশী ব্রজরাজনন্দনকে বলিলেন।

৪৩। বিদ্যাবলে! ভো ভগিনি! ব্রজেঽস্মিন্
যা নিত্যরাজদ্-গুণরূপকীর্ত্তিঃ।
ত্বয়া শ্রুতা শ্রীবৃষভানু-পুত্রী
তস্যা বিপত্তি র্ম্মহতী বতাদ্য।।

৪৪। কেনাপি দষ্টা মণিধারিণা সা
সর্পেণ হালাহল-পূরিতাঽভূৎ।
শ্বশ্রূরমুষ্যাঃ সসুতা প্রপন্না
ত্বাং তত্ত্বমেদ্ভবনং জিহীথাঃ।।

৪৫। বিদ্যাবলিঃ প্রাহ ভগিন্যয়ি ত্বং
বিজ্ঞাপ্য বিজ্ঞেব গিরং তনোষি।
কুলাঙ্গনা বিপ্রবধূরহং কিং
ভবন্মতে জাঙ্গলিকী ভবামি।।

৪৩-৪৪। হে ভগিনি বিদ্যাবলে! তুমি এই গোষ্ঠে অখিল গুণগরিমায় ভূষিতা ও মহাযশস্বিনী বৃষভানুরাজনন্দিনীর যে নাম শ্রবণ করিয়াছ—আজ তাহার মহাবিপদ্ হইয়াছে। মণিধারী কোন ও ভুজঙ্গ তাহাকে দংশন করিয়াছ; তাহার শরীর বর্ত্তমান বিষে পরিপূর্ণ; এইজন্য তাহার শ্বশ্রূ (শ্বাশুরী) ও স্বীয়া কন্যকা কুটিলার সহিত তোমার সমীপে আসিয়াছে। অতএব তাহাদের গৃহে তোমাকে একবার গমন করিতে হইবে।

৪৫। বিদ্যাবলি বলিলেন—হে ভগ্নি! তুমি বিদূষী হইয়াও মুর্খের মত কেন বার্ত্তা বলিতেছ! হায়! হায়! একে ত' আমি কুলাঙ্গনা তাহাতে আবার বিপ্র-বধূ, তোমার মতে আমি কি মান্ত্রিকী (জাঙ্গলিকী) হইলাম?

৪৬। পিতুঃ কুলং বৃষ্ণিপুরেঽস্তি পত্যুঃ
কুলন্তু কাশ্যাং প্রথিতং নৃলোকে।
কলঙ্ক-পঙ্কেন নিমজ্জয়ন্তী
মাং ত্বং কথং স্নিহ্যসি তন্ন বুধ্যে।।

৪৭। জরত্যবোচত্তব পাদপদ্মে
নতাঽস্মি সংজীব্য বধূং মদীয়াম্।
মাং ত্বং সপুত্রাং নিজ পাদধূলি
ক্রীতাং বিধেহীত্যথ কিং ব্রবীমি।।

৪৮। বিদ্যাবলিঃ প্রাখ্যদয়ি ব্রজস্থে
জানাসি ন ব্রহ্মকুলস্য রীতিম্।
গৃহং গৃহং গোপ্য ইব ভ্রমন্তি
ন বিপ্রবধ্বঃ সুমহাভিজাত্যাৎ।।

৪৬। আরও ইহা অবগত হউন—যদুপুরে আমার প্রসিদ্ধ পিতৃকুল এবং কাশীতে আমার শ্বশুরকুল—ইহা কে-না জানে অর্থাৎ সকলেই জ্ঞাত আছেন। আপনি ঐ উভয়কুলকে কলঙ্কপঙ্কে ডুবাইয়া দিয়া কি স্নেহের পরচিয় প্রদান করিতেছে। ইহা আমি অবগত হইতে পারিতেছি না।

৪৭। তদা জরতী জটিলা বলিলেন—আমি তোমার চরণসরোজে প্রণত হইলাম। তুমি আমার পুত্রবধূকে জীবিত করিয়া পুত্রের সহিত আমাকে স্বীয় পাদপদ্মপরাগ দানে ক্রয় কর। আর আমি বিশেষ দুঃখের কথা কি বলিব?।

৪৮-৪৯। বিদ্যাবলি বলিলেন—হে ব্রজবাসিনি জরতি মাতঃ! তুমি আমাদের ব্রাহ্মণকুলের রীতি-নীতি অবগত নহ। বিপ্রবধূগণ গোপবনিতাদিগের মত অন্যের

৪৯। প্রোবাচ গার্গী শৃণু ভো শ্রুতি-স্মৃতি-
প্রোক্তং নিষিদ্ধং বিহিতঞ্চ যদ্ভবেৎ।
জ্ঞাত্বাঽপি তৎ সর্ব্বমিদং ব্রবীষি চেৎ
ন তেঽস্তি দৃষ্টিঃ কিল পারমার্থিকী।।

৫০। ব্রজে স্থিতাঃ কীর্ত্তিদয়ান্বিতা যা
গোপ্যস্তথা যে বৃষভানু তুল্যাঃ।
গোপা ন তেষাং ত্বমবৈষি তত্ত্বং
নাপ্যাভিজাত্যং ন চ বিষ্ণুভক্তিম্।।

৫১। কাশ্যাং স্থিতা বিষ্ণু-বহির্ম্মুখা যে
বিপ্রা ভবত্যাঃ শ্বশুরাদয়স্তান্।
জানামি নো বাচয় মাং তবেয়ং
কাশ্যাং স্থিতে র্বুদ্ধি রভূৎ কঠোরা।।

ভবনে ভবনে ভ্রমণ করে না—যেহেতু তাহাদের আভিজাত্য অতিশয় মহান্। তখন গার্গী কহিলেন—হে ভগ্নি! স্মৃতি-শ্রুতি উক্ত নিষিদ্ধ ও অনিষিদ্ধ কার্য্য সমূহ জ্ঞাত হইয়াও যখন তুমি এইরূপ আভিজাত্য প্রকাশ করিতেছ; তখন তোমার পারমার্থিক বিষয়ে কোন অনুভব নাই।

৫০। আমি বলিতেছি যে—দয়া, কীর্ত্তি প্রভৃতি বিহিত যে ব্রজের সকল গোপ-বনিতা এবং বৃষভানুরাজার সদৃশ যে সকল গোপ—তুমি তাহাদের তত্ত্ব, আভিজাত্য ও বিষ্ণুভক্তি বিষয়ে কিঞ্চিৎও অবগত নহ।

৫১। কাশীবাসী ব্রাহ্মণ সকল আর বিশেষতঃ তোমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী বিষ্ণু-বহির্ম্মুখ—তাহাদের সম্বন্ধে আমি খুবই পরিচিত। আমাকে এই সম্বন্ধে আর অধিক

৫২। মা কুপ্য শান্তিং ভজ তাবদার্য্যে!
ভগিন্যহং তে হন্ত তবাশ্রিতাঽস্মি।
যথা ব্রবীষ্যেবমহং করোমি
কিন্ত্বত্র শঙ্কা মম কাচিদস্তি।।

৫৩। পুরে শ্রুতা কাচন কিম্বদন্তী
নন্দস্য পুত্রোঽজনি কোঽপি বীরঃ।
স স্বৈরচর্য্যো বত লম্পটত্বা-
ন্ন ব্রহ্মজাতেরপি ভীতিমেতি।।

৫৪। অত্রেত্য নারীম্বিব ময্যপি দ্রাক্
স লোভদৃষ্টি র্যদি বর্ত্মনি স্যাৎ।
সদ্যস্তদাসূন্ বিসৃজামি নৈব
কুলদ্বয়ং হন্ত! কলঙ্কয়ামি।।

বলিতে হইবে না। কাশীপুরে নিবাসে তোমার বুদ্ধি কঠোরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

৫২। বিদ্যাবলি বলিলেন—হে ভগ্নি! হে আর্য্যে! আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না। আমি তোমার একান্ত অনুগতা।

তুমি যাহা যাহা বলিবে—আমি তাহা তাহা করিব। পরন্তু এই বিষয়ে একটি আশঙ্কা রহিয়াছে।

৫৩। মধুপুরে আমি একটি অপবাদ শ্রবণ করিয়াছি। ব্রজে মহারাজ নন্দের একটি সন্তান নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী এবং লম্পট বিধায় সে ব্রাহ্মণ জাতিকে ভয় করে না।

৫৪। সে এই স্থানের ব্রজস্ত্রীগণের মত পথিমধ্যে লোভ বশতঃ যদি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে—তাহা

৫৫। ন তত্র শঙ্কা তব কাপি যস্মাদ্
অহং স্বয়ং স্বৎ সহিতা প্রযামি।
ইত্যেব গার্গ্যা বচনাচ্চলন্তী
বিদ্যাবলি র্ব্বর্ত্মনি কিঞ্চিদূচে।।

৫৬। মন্ত্রৌষধাভ্যাং গরলস্য নাশ-
স্তত্রাস্তি মন্ত্রো মম কণ্ঠ এব।
যচ্চৌষধং তত্ত্বহি-বল্লিপর্ণং
মন্ত্রং জপন্ত্যা রদপিষ্টমেব।।

৫৭। তত্তে বধূঃ সা মম ভক্ষয়েৎ কিং
ন বেত্তি পৃষ্টা জটিলা জগাদ।
সা মে স্নুষা ব্রাহ্মণজাতিভক্তা
তদ্ভক্ষয়েদেব কিমত্র চিত্রম্।।

হইলে আমি সেই ক্ষণেই মৃত্যু বরণ করিব। হায়! আমি কেন এ কুল ঐ কুল দুই কুলকে কলঙ্কিত করিব। ইহাই আমার বিশেষ বক্তব্য।

৫৫। তখন গার্গী কহিলেন—হে ভগ্নি! এই বিষয়ে তোমার কোন শঙ্কা নেই, যেহেতু আমি স্বয়ং তোমার সহিত গমন করিতেছি। ইহাতে বিদ্যাবলি সম্মত হইয়া গার্গী সহিত পথে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে তাহাকে কহিতে লাগিলেন।

৫৬-৫৮। দেখুন! মন্ত্র ও ঔষধ দ্বারা বিষ নাশ করিতে হয়। মন্ত্রও আমার মনে রহিয়াছে। আর যে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা দন্তে পেষণ বা চর্ব্বিত মন্ত্রপূত তাম্বূল-বীটিকার সহিত তৈরি করিতে হয়। হে আর্য্যে!

৫৮। প্রোবাচ গার্গী ন কিলৌষধাদা-
বভক্ষ্যভক্ষ্যস্য ভবেদ্বিচারঃ।
তত্রাপি ভূদেবকুলস্য শেষং
রাজাঽপি ভুঙ্‌ক্তে কিমুতান্যজাতিঃ।।

৫৯। প্রবিষ্টবত্যাঃ স্বগৃহং ততঃ সা
বিদ্যাবলেঃ পাদযুগং স পুত্রা।
অধাবয়ত্তৎ সলিলং স্ববধ্বা-
শ্চিক্ষেপ মূর্দ্ধাক্ষিমুখোরসি দ্রাক্।।

৬০। প্রোচে স্নুষে! কাপি মহানুভাবা
গর্গস্য পুত্র্যাগমদত্র ভাগ্যাৎ।
সা সুস্থয়িষ্যত্যচিরেণ বিজ্ঞা
মন্ত্রৈ স্ত্বদঙ্গানি মুহুঃ স্পৃশন্তী।।

তোমার বধূ তাহা ভক্ষণ করিবে কি? তখন জটিলা কহিলেন—তোমার চর্ব্বিত তাম্বূল ভক্ষণ করিবে—ইহাতে অবমান্যের কি আছে। আরও গার্গী কহিলেন—ঔষধ নিষেবনে উচ্ছিষ্টাদির সম্বন্ধে আর কি বক্তব্য রহিয়াছে।

৫৯। বিদ্যাবলি আয়ানের ভবনে প্রবিষ্ট হইলে পুত্রের সহিত তাহার পাদধৌত করিয়া তখনই বধূর মস্তকে, নয়নে, বদনে, বক্ষে সেই জল প্রদান করিলেন।

৬০-৬১। তদানীম্ জটিলা রাধাকে বলিলেন—হে বধু! আমাদের অদ্য মহাভাগ্য! গর্গকন্যার সহিত মহানুভব সর্পবিদ্যানিপুণা বিদ্যাবলি আমাদের গৃহে আসিয়াছেন—ইনি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তোমার প্রতি অঙ্গ স্পর্শ করিতে করিতে অবিলম্বে তোমাকে সুস্থ করাইবেন। ইনি আরও একটি কথা

৬১। কিঞ্চাহিবল্লীদল-বীটিকাঞ্চ
সঞ্চর্ব্ব্য দন্তৈঃ পঠিতৈঃ স্বমন্ত্রৈঃ।
নিধাস্যতে তন্মুখ এব তত্র
ঘৃণা ন কার্য্যা শপথো মমাত্র।।

৬২। বিদ্যাবলি স্তন্নিলয়ং প্রবিষ্টা
বিলোক্য রাধাং বসনাবৃতাঙ্গীম্।
বধ্বাঃ পদান্মস্তকতশ্চ বস্ত্র-
মুদঞ্চয়াদৌ জরতীত্যবোচৎ।।

৬৩। ভুজঙ্গ মন্ত্রৈ রভিমন্ত্র্য পাণিং
সঞ্চালয়াম্যঙ্ঘ্রিত ঊর্দ্ধগাত্রে
যদ্যাবদঙ্গং বিষমারুরোহ
জ্ঞাত্বৈব তন্নির্ব্বিষয়ামি মন্ত্রৈঃ।।

৬৪। ততশ্চলন্ পাণি রগাদমুষ্যা
বক্ষঃস্থলং নোর্দ্ধমতঃ পরং যৎ।।

কহিতেছেন যে—মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তাম্বূল বীটিকা চর্ব্বণ করিয়া তোমার বদনে প্রদান করিবে—আমার শপথ রহিল—এই বিষয়ে তুমি ঘৃণা করিবে না।

৬২-৬৩। তদা বিদ্যাবলি—শ্রীরাধার ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে দর্শন করিলেন যে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে আবৃত। তৎকালে জটিলাকে কহিলেন—হে জরতি! তোমার বধূর আপাদ মস্তক অবধি বস্ত্র দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। উহা একেবারে সরাইয়া দাও। কারণ আমি ভুজঙ্গ-মন্ত্র জপ করিয়া ইহার চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত হস্ত চালনা করিয়া পুনঃ পুনঃ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ইহাকে বিষহীন করিব।

তদ্ ঘট্টয়ামাস মুহুঃ করাভ্যা-
মস্যা উরো গারুড়-মন্ত্রপাঠৈঃ।।

৬৫। বিদ্যাবলিঃ প্রাখ্যদহো কিমেতদ্
বিষং ন শাম্যেৎ করবৈ কিমত্র।
বৃদ্ধাঽব্রবীৎ স্বাস্যত ঔষধং তদাস্যে-
স্নুষায়াঃ ক্ষিপ ভোজয়ামুম্।।

৬৬। মুহুর্মুহুঃ প্রাক্ষিপমৌষধং ত-
দাস্যে অমুষ্যাঃ কৃতমন্ত্র-পাঠা।
তথাপি বৈবর্ণবতী বধূস্তে
প্রকম্পতে নিঃশ্বসিতি প্রগাঢ়ম্।।

৬৭। সর্ব্বা বহি র্যাত গৃহং কবাটে-
নাবৃত্য সর্পস্য জপামি মন্ত্রম্।

৬৪। তদানীম্ জটিলা রাধার অঙ্গাবরণ বসননিবহ উত্তারণ করিলে বিদ্যাবলি করকমল চালনা করিতে করিতে তাহার পদ থেকে ক্রমে ক্রমে বক্ষঃস্থল অবধি স্পর্শ করিলেন। তাহার আর ঊর্দ্ধদেশে করকমল চালনা করিল না। তখন পুনঃ পুনঃ গারুড়মন্ত্র পাঠ করিয়া নিজ-হস্তদ্বয় চালনা দ্বারা রাধার বক্ষোদেশের কুঞ্চলিকা উদ্‌ঘাটন করিতে লাগিল।

৬৫। বিদ্যাবলি বৃদ্ধা জটিলাকে বলিতে লাগিলেন—অহো! কি হইল, এ বিষয়ে যে রাধার কোন প্রকার উপশম হইতেছে না। বর্ত্তমান উপায় কি করি? উত্তরে জটিলা কহিলেন—স্বীয় মুখকমল হইতে পূর্ব্ব কথিত চর্ব্বিত ঔষধটি প্রক্ষেপ করিয়া দেখ ত' উহাতে কি হয়?।

মুহূর্ত্ত-মাত্রেণ তমেব সর্প-
মাহূয় তেনাপি সহালপামি।।

৬৮। চিন্তা ন কার্য্যা তিলমাত্র্যপি দ্রাক্
সংজীবয়িষ্যামি বধূং ত্বদীয়াম্।
একাগ্রচিত্তা ঘটিকাত্রয়ান্তে
মন্ত্রং প্রজপ্যাখিলমীক্ষয়ামি।।

৬৯। গার্গী-গিরা তা যযু রন্যগেহং
মুহূর্ত্তত শ্চাযযু রপ্যথাত্র।
বিদ্যাবলে র্বাচমহেশ্চ গোপ্যো
গৃহান্তরে ভোঃ শৃণুতেত্যথোচুঃ।।

৬৬-৬৮। বিদ্যাবলি বলিলেন—হে বৃদ্ধে! আমি বারম্বার তোমার বধূর মুখে দন্তে পেষণ করিয়া মন্ত্রপূত ঔষধটি দিলাম; তথাপি তোমার বধূর বৈবর্ণ্য ও কম্প হইতেছে এবং দ্রুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস লইতেছে। অতএব চিকিৎসা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। তোমরা এই ভবন হইতে বহির্গত হও। এই গৃহের কপাট দিয়া আমি মন্ত্র জপ করিব। যে সর্প তোমার বধূকে দংশন করিয়াছে, ক্ষণিকের মধ্যে তাহাকে আহ্বান পূর্ব্বক তাহার সহিত আলাপ করিব। তোমার কিঞ্চিৎও চিকিৎসায় ভাবনা করিও না—শীঘ্র তোমার বধূর পুনর্জীবন সঞ্চার করিতেছি। একান্তে একাগ্রচিত্তে সর্পমন্ত্র জপ করিয়া তিন ঘটিকার পশ্চাৎ তোমাদিগকে তোমার বধূর সকল ব্যাপার বলিয়া সমস্ত সন্দেহ দূর করিব।

৭০। স্বরদ্বয়েনৈব জগাদ কৃষ্ণো
যত্তত্তু সখ্যঃ সহসাঽবজগ্মুঃ।
যাঃ কৌতুকানন্দ-সমুদ্রয়ো দ্রাগ্
আবর্ত্ত-মগ্নাঃ সুভৃশং বিরেজুঃ।।

৭১। ভোঃ সর্পরাজাত্র কুত স্ত্বমাগাঃ
কৈলাসতঃ কস্য নিদেশকৃত্ত্বম্?।
চন্দ্রার্দ্ধমৌলেঃ স চ কীদৃশোঽভূদ্
ভুঙ্ক্ষ্বাভিমন্যুং জটিলা-সুতং দ্রাক্।।

৬৯। তৎপশ্চাৎ গার্গী মতানুসার তাহারা সকলে অন্য ভবনে গমন করিলেন। তাহাদিগের মন আনচান করায় ক্ষণিকের পর আবার তাহারা রাধার গৃহের আঙ্গিনায় আগমন করিলেন। তদানীম্ গোপীগণ বলিলেন—ওহে! তোমরা বাহিরে থাকিয়া গৃহের অভ্যন্তর হইতে বিদ্যাবলির ও সর্পের বাক্য শ্রবণ কর।।

৭০-৭১। ব্রজরাজসূনু দুই প্রকার কণ্ঠস্বরকে আশ্রয় করিয়া এক সুরেলীতে বিদ্যাবলির ও অন্য সুরেলীতে সর্পের বাক্য অনুকরণ করিয়া কহিতেছেন—গোপীগণ তাহা তৎক্ষণাৎ জ্ঞাত হইলেন। কিন্তু আয়ান, জটিলা ও কুটিলা তাহাকে কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে পারিলেন না। অনন্তর গোপীগণ এককালীন কৌতুক ও আনন্দ সাগরের ঘূর্ণিপাকে নিমজ্জিত হইয়া পরমশোভা লাভ করিলেন। শ্যামসুন্দর বিদ্যাবলির কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সর্পরাজ! তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? অন্য স্বরে সর্প বলিতেছেন—আমি কৈলাসপর্ব্বত হইতে আসিয়াছি। (পরস্পরের প্রশ্ন-উত্তর)

৭২। আগঃ কিমেতস্য, ন কিঞ্চ কিন্তু
তন্মাতুরেবাস্ত্যপরাধযুগ্মম্।
সা কিং ন দষ্টা, গরলানলাদ-
প্যপত্য-শোকাগ্নিরতীব তীব্রঃ।।

৭৩। তয়াঽনুভূতো ভবতু প্রগাঢ়-
মিত্যেতদর্থং নহি দশ্যতে সা।
ত্যক্ত্বাঽভিমন্যুং কথমস্য জায়া
দষ্টাঽত্র সাধব্য-বর-প্রদানাৎ।।

৭৪। দুর্ব্বাসসাসৌ প্রথমং ন তস্মা-
দ্দষ্টঃ স দষ্টব্য ইহ প্রভাতে।
পুত্রস্য বধ্বাশ্চ যথাঽতি শোকে
জাজ্জ্বল্যতে সা নিখিলং স্বমায়ুঃ।।

তুমি কাহার আদেশ অনুযায়ী এখানে এসেছ। সর্পরাজ—চন্দ্রার্দ্ধমৌলীর অর্থাৎ শিবের আজ্ঞা পালন করিতেছি। তাহার আজ্ঞা কি, তাহা তুমি প্রকাশ কর। সর্প—জটিলার পুত্র অভিমন্যুকে তুমি দংশন কর।

৭২-৭৪। বিদ্যাবলি—অভিমন্যুর কোন অপরাধ নাই। পরন্তু তাহার মাতার দুইটি অপরাধ রহিয়াছে। বিদ্যাবলি—তাহলে তাহার মাতাকে দংশন করিলে না কেন? সর্প—বিষাগ্নি থেকে পুত্রের শোকাগ্নি আরও তীব্র, যাহা অতীব ভয়ঙ্কর। তাহাই তাহার মাতা জটিলাকে অনুভব করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে দংশন করি নাই। বিদ্যাবলি—আয়ানকে দংশন না করিয়া তাহার স্ত্রীকে দংশন করিলে কেন? সর্প—মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা বার্ষভানবীকে

৭৫। কিং হন্ত তস্যাঃ অপরাধ-যুগ্মং
দুর্ব্বাসসি শ্রীল হরস্বরূপে।
কটাক্ষ একোহস্ত্যপরন্তু শম্ভো
র্য ইষ্টদেবো হরিরস্য চাংশে।।

৭৬। নন্দাত্মজেহলীক মহাপ্রসাদ-
স্তদ্ভোজনে বাধকরঃ স্ব-বধ্বা।
নিরোধতস্তন্নিজকন্যয়া সা
সার্দ্ধং ব্রজে রোদিতু সর্ব্বকালম্।।

সাধব্যবর দিয়াছেন অর্থাৎ সতীকুল-শিরোমণি বৃষভানুরাজ-নন্দিনী জীবিত কালীন অভিমন্যুর বিঘ্ন করা অসম্ভব—দুর্ব্বাসার এমনি বরের প্রভাব রহিয়াছে। আরও বৃষভানুসুতার এমত সতীত্বের প্রতাপ রহিয়াছে—তাহাই সর্ব্বাগ্রে তাহাকে দংশন করিয়া তাহার জীবন হীন না করিলে অভিমন্যুর মরণ হইবে না; তজ্জন্য অদ্য ইহাকে দংশন করিলাম; আগামী কাল প্রভাতে অভিমন্যুকে দংশন করিব। তাহাতে তাহার পুত্র ও পুত্রবধূর শোক-সন্তাপে জটিলা বাকি জীবন দহ্যমানে (জ্বলনে) অতিবাহিত করিবে।

৭৫-৭৬। বিদ্যাবলি—তাহলে বলুন জটিলার দুইটি অপরাধ কি কি? সর্প—হর (শিব) স্বরূপ দুর্ব্বাসা প্রতি কটাক্ষ—একটি অপরাধ। আর দ্বিতীয়টি—ধূর্জ্জুটির (শম্ভুর) যিনি ইষ্টদেব, সেই হরির অংশরূপ নন্দসূনুর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ (কলঙ্ক) আরোপণ করিয়া নিজ পুত্রবধূকে অবরোধ পূর্ব্বক তাহার ভোজনে বাধাপ্রদান করিয়াছে। সুতরাং তিনি দুই অপরাধের নিমিত্ত পুত্র ও পুত্রবধূর সন্তাপে নিজ কন্যার

৭৭। হা পুত্র! হা প্রাণসমে স্নুষে কিং
শৃণোমি হা হন্ত! চিরায়ুষৌ স্তম্।
বিদ্যাবলে! ত্বচ্চরণৌ প্রপন্না
প্রসাদয়ামুদং ভুজগাধিরাজম্।।

৭৮। বধূং ন রোৎস্যামি কদাপি সেয়ং
প্রযাতু নন্দস্য পুরং যথেষ্টম্।
সম্ভোজয়িত্বৈব হরিং প্রকামং
পক্ত্বা পুন র্মদ্গৃহমেতু নিত্যম্।।

৭৯। দুর্ব্বাসসং তং শতশো নমামি
মুনেঽপরাধং মম হা ক্ষমস্ব।

সহিত ব্রজভূমিতে জীবিত কাল ব্যাপিয়া রোদন করুক।

৭৭-৭৮। তদানীম্ জরতি জটিলা ইহা শ্রবণ করিয়া উচ্চকণ্ঠে ক্রন্দন করিলেন ও আর্ত্তনাদে বলিতে লাগিলেন—হা পুত্র! হা পুত্রবধূ! হায়! হায়! তোমাদের দীর্ঘায়ু হইবে—ইহা কি আমি শ্রবণ করিতে পারিব। তৎপরে মান্ত্রকীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে বিদ্যাবলে! আমি তোমার পাদপদ্মে শরণ লইলাম, ঐ সর্পরাজকে যে কোন প্রকারে তুমি প্রসন্ন করাও। আমি আর কখনও আমার বধূকে নন্দভবনে রন্ধনকার্য্যে অবরোধ করিব না। স্নুষা (পুত্রবধূ) প্রত্যহ আপন-মনে নন্দালয়ে গমন করিয়া রন্ধন পূর্ব্বক নন্দসূনুকে ভোজন করাইবে এবং প্রতিদিন রান্নাকার্য্য- সমাপনান্তে স্নুষা আবার আমার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

জরাতুরায়া অতিমন্দবুদ্ধে-
রাজন্ম-বাতুলতয়া স্থিতায়াঃ।।

৮০। কন্যা মমেয়ং তু সদা কুবুদ্ধি-
র্ব্বধূঃ সুশীলাং প্রসভং দুনোতি।
শ্রুত্বেতি মাতু র্ব্বচনং ধরণ্যাং
নিপত্য সোচে কুটিলাঽপি নত্বা।।

৮১। ক্ষমস্ব সর্পেন্দ্র-কৃপাং কুরুষ্ব
মদ্ভ্রাতরং মা দশ নৈব রোৎস্যে।
বধূং ন চাপি প্রবদামি যাতু
তত্রালিভির্যত্র ভবেত্তদিচ্ছা।।

৭৯। হে দুর্ব্বাসা মুনিবর! আমি তোমার পাদপদ্মে শত শত প্রণাম পূর্ব্বক কহিতেছি যে—আমার সর্ব্বদোষ ক্ষমা কর। আমি বৃদ্ধাহেতু জরাতুরা ও অতিশয় দুষ্টমতি এবং জন্মাবধি বাতুল বিধায় আমার এই প্রখ্যাতি রহিয়াছে।

৮০-৮১। আমার এই কন্যকা কুটিলা সদা-সর্ব্বদা কুবুদ্ধি সম্পন্না। তাহাই সুশীলা পুত্রবধূকে অকারণে অতিশয় ব্যথা প্রদান করে। মাতার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া কুটিলাও ভুলুণ্ঠিতা হইয়া সর্পরাজের উদ্দেশ্যে প্রণাম পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—হে সর্পেন্দ্র! আমাকে ক্ষমা কর; আমার ভ্রাতাকে দংশন করিও না। আমি ভাতৃজায়াকে পরিবেদনা দেব না, আর অবরোধ করিব না, ও অপবাদ দেব না। যেখানে তাহার যাওয়ার বাসনা হয়; সে সখীগণের সহিত সেখানে গমন করিতে পারিবে।

৮২। সর্পোঽবদদ্ ভোঃ শৃণুতাশু গোপ্যঃ
সাধ্বেব্যব রাধা শপথোঽত্র শম্ভোঃ।
ত্বঞ্চাপি কৃত্বা শপথং স্বসূনো
র্মূর্দ্ধ্নো বদাত্রাস্তু মম প্রতীতিঃ।।

৮৩। ত্বদুক্ত ইত্থং শপথঃ কৃতোঽয়ং
বধূং ন রোৎস্যামি কদাপ্যহীন্দ্র!
স্নুষা চ পুত্রশ্চ চিরায় জীব-
ত্বিমং বরং মে কৃপয়া প্রযচ্ছ।।

৮৪। বাঢ়ং প্রসন্নোঽস্মি জরত্যয়ি ত্বং
দুর্ব্বাসসং পূজয় ভোজয়স্ব।
রাধাঙ্গতঃ স্বং গরলং গৃহীত্বা
ব্রজামি কৈলাসমিতোঽধুনৈব।।

৮২। কোন সময় শঠেন্দ্র চন্দ্রমৌলী শ্রীকৃষ্ণই বা সর্পস্বরে বলিলেন—হে গোপযুবতীবৃন্দ! তোমরা শীঘ্র আমার কথা আকর্ণন কর। আমি শিবের শপথ দিয়া বলিতেছি যে—বার্ষভানবী সাধ্বী হন। হে জটিলে! আমার শপথ! তুমি তোমার সন্তানের শিরে হস্ত প্রদান করিয়া বল যে—আমি তোমার এই কথা স্বীকার করি। তাহা হইলে আমার বিশ্বাস হইবে।

৮৩। এই কথা শুনিয়া জটিলা সন্তানের শিরে হাতে দিয়া শপথ করিয়া কহিলেন—হে সর্পরাজ! তোমার বাক্য আমার শিরোধার্য্য। কখনো আমি আর বধূকে বারণ করিব না। অধুনা তুমি দয়া করিয়া বর দান দাও যে—আমার পুত্র ও পুত্রবধূ দীর্ঘজীবি হউক।

৮৫। কৃষ্ণ-প্রবাদং যতি তে স্নুষায়ৈ
দদাসি দেহ্যত্র ন মেঽস্তি কোপঃ।
রুণৎসি তাং চেৎ সহসাগত স্তে
বধূঞ্চ পুত্রঞ্চ রুষা দশামি।।

৮৬। প্রোবাচ বিদ্যাবলি রাত্তমোদা
ভো গোপিকা ধত্ত মুদং মহিষ্ঠাম্।
বিষং গৃহীত্বান্তরধাদহীন্দ্রো
নিরাময়াভূদ্ বৃষভানু-পুত্রী।।

৮৭। উদ্‌ঘাটয়ামাস যদা কবাটং
তদৈব সর্ব্বা বিবিশু র্গৃহান্তঃ।

৮৪-৮৫। হে বৃদ্ধে! বর্ত্তমান আমি তোমার প্রতি সম্পূর্ণ ভাবে প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি দুর্ব্বাসামুনিকে পূজা কর ও ভোজন করাও। আমি অধুনা শ্রীরাধার শরীরের বিষ গ্রহণ পূর্ব্বক কৈলাসে গমন করিতেছি। হে জরতি! যদি ব্রজরাজনন্দনের অপবাদ বৃষভানুনন্দিনীকে দিতে চাও, ইহা হইলে অদ্য দাও। ইহাতে আমি কিছুই বলিব না। পরন্তু অন্য দিনের মত পুনরায় যদি তাহাকে বাধাপ্রাপ্ত কর; তাহা হইলে পুনর্ব্বার আসিয়া ক্রোধের বশীভূত হইয়া তোমার পুত্র ও পুত্রবধূকে দংশন পূর্ব্বক সংহার করিব।

৮৬। তদানীম্ সানন্দে বিদ্যাবলি কহিলেন—হে গোপিকাগণ! ইদানীম্ তোমরা আনন্দ উপভোগ কর। অধুনা বিষগ্রহণ করিয়া সর্পরাজ অন্তর্ধান হইয়াছে। বর্ত্তমান রাধা রোগ হইতে নিরাময় ও সুস্থ হইয়াছেন।

৮৭। তদা কপাট খুলিয়া সকলে গৃহের অভ্যন্তরে

পপ্রচ্ছু রেতাময়ি! কীদৃশী ত্বং
সুস্থাঽস্মি তাপো মম নাস্তি কোঽপি।।

৮৮। বিদ্যাবলেরঙিঘ্র যুগং প্রণেমু
ধন্যৈব বিদ্যা তব ধন্যকীর্ত্তে।
সংজীব্য রাধাময়ি পুণ্যবীথীং
ধন্যামবিন্দস্তব ধন্যমায়ুঃ।।

৮৯। ললাগ কর্ণে কুটিলা জরত্যাঃ
সা প্রাহ কন্যে কিমিদং ব্রবীষি।
একেন হারেণ কিমদ্য সর্ব্বা-
লঙ্কারমস্যা অধুনৈব দাস্যে।।

প্রবেশ করিয়া বার্ষভানবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে গান্ধর্ব্বিকে! তুমি এখন কি ভাবে রহিয়াছ। প্রত্যুত্তরে বৃষভানুন্দিনী বলিলেন—বর্ত্তমান আমি সুস্থ আছি।

৮৮। তৎকালে সকলে বিদ্যাবলির পাদপদ্মে পতিত হইয়া প্রণাম করিয়া তাহাকে বলিলেন—অয়ি বিদ্যাবলে! তোমার বিদ্যা ও যশকে ধন্যবাদ! তুমি বৃষভানুরাজসুতাকে সঞ্জীবিত দ্বারা প্রচুর প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছ। তাহাই তোমার আয়ু বৃদ্ধি ও শরীর ধন্যাতিধন্য।

৮৯। তদা কুটিলা মাতার কর্ণপ্রান্তে যাইয়া কহিলেন—বিদ্যাবলিকে রাধার একটি হার পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিতে হইবে। তদুত্তরে জটিলা কহিলেন—হে কুটিলে! তুমি একি কথা বলিতেছ। কেবল একখানা হার নয়, অধুনা রাধার বহু অলঙ্কার উহাকে প্রদান করিব।

৯০। স্নুষে! প্রসীদ স্বকরেণ সর্ব্বা-
লঙ্কারমেতাং পরিধাপয় ত্বম্।
ব্রজেশ্বরী ত্বজ্জননী চ শীঘ্রং
দাস্যত্যনেকাভরণানি তুভ্যম্।।

৯১। বিদ্যাবলে! মচ্ছপথো ন নেতি
মা ব্রূহ্যতো মৌনবতী তব ত্বম্।
ততস্তু রাধা পরিধাপয়ন্তী
ভূষাম্বরাদি স্বগতং জগাদ।।

৯২। যো মাং সখীনাং পুরতোঽপি নৈব
শশাক সম্ভোক্তুময়ং প্রিয়ো মে।
শ্বশ্রূা ননান্দুশ্চ সমক্ষমেব
মাং নির্ব্বিবাদং সমভুঙ্ক্ত বাঢ়ম্।।

৯০। তদন্তর বৃষভানুনন্দিনীকে বলিলেন—হে স্নুষে! তুমি প্রসন্নমনে নিজের অলঙ্কারগুলি ও তোমার মাতা নিজ হস্তে অলঙ্কৃত করে দাও। কোন দ্বিধা বোধ করিও না। যশোদা ও তোমার মাতা শীঘ্র তোমাকে অনেক অলঙ্কার প্রদান করিবেন।

৯১। আরও মান্ত্রিকীকে বলিলেন—হে বিদ্যাবলে! আমার বধূ আভরণ দ্বারা স্বীয় হস্তে তোমাকে সাজাইয়া দিবে। আমার শপথ—'তুমি বল না যে আমি ইহা গ্রহণ করিব না'—নীরবে অবস্থান কর। তৎপশ্চাৎ বার্ষভানবী বিদ্যাবলিরূপী শ্রীকৃষ্ণকে প্রসাধন সামগ্রী বস্ত্র-অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা সাজাইয়া দিতে দিতে নিজের অবস্থিতিকে মনে মনে ধারণা করিতেছে।

৯৩। বাম্যঞ্চ কর্ত্তুং মম নাবকাশো-

হভূবং পরং কেবল দক্ষিণৈব।

কিন্ত্বদ্য বাঞ্ছা জনুষোহপ্যপূরি

তচ্চর্ব্বিতং ভুক্তমহো মুহুর্যৎ।।

৯৪। পাদে নিপত্যৈব মদীয়কান্ত-

মানীয় সাক্ষাৎ সমভোজয়ন্মাম্।

বধূং তদস্যা শ্চরণে ননান্দুঃ

শ্বশ্রাশ্চ মে ভক্তিরবিচ্যুতাহস্তু।।

৯৫। সম্ভোগপশ্চাদপি তন্নিদেশা-

চ্ছৃঙ্গাবয়ামি প্রিয়মগ্রতোহপি।

৯২। যিনি আমার প্রিয়-সখীবৃন্দের সম্মুখে আমাকে সম্ভোগ করিতে পারে নাই—সেই এই প্রাণকান্ত আমার শ্বাশুড়ী-ননদীর সমক্ষে নির্ব্বিবাদে আমাকে উপভোগ করিতে পারিয়াছে।

৯৩। অদ্য আমি বাম্য ভাব প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আজ কেবলই বাধ্যতা মূলক দক্ষিণাভাবে অবস্থান করিতে হইল। যে যাহা বলুক, আজ আমার এই জন্মের সর্ব্ব সাধ পরিপূর্ণ হইল। যেহেতু প্রিয়তমের চর্ব্বিত তাম্বূল ভাগ্যক্রমে পুনঃ পুনঃ ভক্ষণ করিয়াছি।

৯৪। শাশুড়ী-ননদিনী এতাবৎকাল আমার পরম শত্রু বলিয়া ধারণা করিতাম—কিন্তু আজ তাহারাই পিতমের পদতলে পতিত হইয়া স্ব-ভবনে আনিয়া আমার সহিত সম্মিলিত করাইয়া সাক্ষাৎরূপে আনন্দ উপভোগ করিতেছে।

৯৫। আজ আমি সম্ভোগের পশ্চাতেও এই শাশুড়ীর

অস্যা অয়ে ধন্য বিধের্নুম স্ত্বাং
বৃত্তং তবৈতৎ ক্ক নু বর্ণয়ামি।।

৯৬। বিদ্যাবলিঃ প্রাহ ভগিন্যতঃ কিম্
আর্য্যে! ত্বদাজ্ঞাং করবৈ বদৈতৎ।
যাবো গৃহং শীঘ্রমতঃ পরন্তু
রাত্রি র্নিশীথাদপি হ্যধিকাঽভূৎ।।

৯৭। জরত্যবাদীদয়ি গার্গি! বিদ্যা-
বলি স্তথা ত্বঞ্চ হঠাদিয়ত্যাম্।
রাত্রৌ কথং যাস্যথ আঃ সুখেন
মমৈব গেহে স্বপিতং কথং ন?।।

৯৮। জগাদ গার্গী জটিলে! ত্বদ্যুক্ত-
মবশ্যমেতৎ করবাব বাঢ়ম্।

আদেশানুসারে দয়িত শ্যামসুন্দরকে তাহাদের সমক্ষে শৃঙ্গার করিতেছি। হে ধন্য বিধাতঃ! তোমার স্তব ও তোমাকে নমস্কার করিতেছি। তোমার কৃপা দ্বারা আমার এই মিলন বৃত্তান্ত কোথায় বা কাহার সমীপে হর্ষে বর্ণন করিব।

৯৬। তদনন্তর বিদ্যাবলি কহিলেন—হে ভগ্নি! হে আর্য্যে! রজনী গভীর হইতেও অধিক হইয়াছে। অর্থাৎ শেষরাত্রি। অধুনা তোমাদের কি আদেশ পালন করিব, বল। সত্বর আমরা দুই ভগ্নি নিজ ভবনে যাইতেছি।

৯৭। তৎকালে জরতি জটিলা কহিলেন—হে গার্গি! বিদ্যাবলি ও তুমি এতাবতী রজনীতে স্বভবনে কি ভাবে গমন করিবে? আজকের জন্য আমার গৃহে সুখে শয়ন কর।

ন যাতি চিত্তাদ্বিষ-শেষগন্ধ-
সম্ভাবনা মে খলসর্পজাতেঃ।।

৯৯। প্রোবাচ বাঢ়ং জটিলা স-কন্যা
তদদ্য বধ্বা সহ পুষ্পতল্পে।
একত্র বিদ্যাবলি রিদ্ধমন্ত্রা
সুখং বলভ্যাং স্বপিতু প্রকামম্।।

১০০। ইদং বিলাস-রসিকৌ রতসিন্ধু চারু
হিল্লোল খেলনকলাঃ কিল তেনতু স্তৌ।
প্রেমাব্ধিকৌতুকমহিষ্ঠতরঙ্গরঙ্গে
সখ্যঃ সুখেন ননৃতুর্ন বিরামমাপুঃ।।

ইতি শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকায়াং তৃতীয়ং কুতূহলম্।।৩।।

৯৮। গার্গী বলিলেন—জটিলে! আমরা তোমার বচন অবশ্য পালন করিব। যেহেতু আমার বধূর হৃদয় হইতে এখনও খল সর্পজাতির বিষগন্ধ বিদূরিত হয় নাই, অর্থাৎ পুনর্ব্বার বিষ উঠার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সেইজন্য আর কিয়ৎক্ষণ মান্ত্রিকীকে নিকটে রাখা প্রয়োজন আছে।

৯৯। তদানীম্ জটিলা-কুটিলা একই স্বরে কহিলেন—তাহাই হউক! হে গার্গি! মন্ত্রাভিজ্ঞা বিদ্যাবলিকে অদ্য বলভীতে (অট্টালিকায়) পুষ্পশয্যায় বধূর সহিত একত্রে শয়ন করিতে তুমি বল। তিনি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে তাহার সঙ্গে শয়ন করুক।

১০০। জটিলা এইরূপ কহিলে পরে বিলাসরসে প্রিয়া-পিতম শ্রীরাধাগোবিন্দ সুরত-সিন্ধুর সুচারু হিল্লোলে

চতুর্থং কুতূহলম্।

১। রাধা কদাচিদতি মানবতী বভূব তাং
ন প্রসাদয়িতুমৈষ্ট হরিঃ প্রসহ্য।
সামাদিভি র্বহুবিধৈ র্বিততৈ রুপায়ৈঃ
কৌন্দ্যা সহাথ কিমপি প্রততান মন্ত্রম্।।

২। ভূষাম্বরাদি পরিধায় বিধায় নারী-
বেশং বিকস্বর পিক-স্বর-মঞ্জুকণ্ঠঃ।
সার্দ্ধং তয়া মৃদুরণন্মণি-নূপুরাভ্যাম্
পদ্ভ্যাং জগাম জটিলা-নিলয়ং নিলীয়।।

বিবিধ প্রকারে ক্রীড়াকলা কৌশল বিদ্যা প্রকাশ করিলেন। আর সেই প্রেমার্ণবে কৌতুকরূপ মহাতরঙ্গপূর্ণ রঙ্গমঞ্চে গোপরমণীততি নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—তাহা হইতে বিরত হইলেন না।

চতুর্থ কৌতূহলের অনুবাদ

১। একদা মাধবিকা মানবতী হইলেন। মাধব দান, ভেদ ও দণ্ড নানা প্রকার উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক কোন প্রকারে তাহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলেন না। তৎপরে কুন্দলতার সহিত মান-ভঙ্গের নিমিত্ত পরামর্শ করিলেন।

২। অনন্তর ব্রজরাজসূনু বসন-ভূষণ দ্বারা স্ত্রীবেশে অলঙ্কৃত হইলে তাহার শ্রীচরণের নূপুর ঝম্ঝম্-রুণুঝুনু করিয়া বাজিতে লাগিল। তখন তিনি কোকিল নিন্দিত মনোহর স্বরে কুন্দলতার সহিত বার্ত্তালাপ করিতে করিতে জটিলার গৃহাভিমুখে নির্জ্জন পথে যাত্রা করিলেন।

৩। আরাদ্বিলোক্য সহসা সহসা সহালিঃ
সৌন্দর্য্য-বিস্মিতমনা অবদন্মৃগাক্ষী।
এহ্যেহি কুন্দলতিকে! বদ বৃত্তমাশু
কিং হেতুকং গমনমেতদভূদকস্মাৎ।।

৪। কেয়ং কুতঃ কিমভিধানবতীতি পৃষ্টা
শ্রীরাধয়াবদদিমাং প্রতি কুন্দবল্লী।
নাম্না কলাবলি রিয়ং মথুরা প্রদেশা-
দত্রাগতা শ্রুতভবদ্গুণ-নামকীর্ত্তিঃ।।

৫। গানৈ র্গিরাং গুরুমপি প্রভবেদ্বিজেতুং
কিম্বাচ্যমেতদবগচ্ছত গাপয়িত্বা।
কস্মাদশিক্ষয়িতীময়ি! গান-বিদ্যাং
সাক্ষাৎ পুরন্দর-গুরোঃ ক্ক নু তৎপ্রসঙ্গঃ।।

৩। বিদূর হইতে কুন্দলতার সঙ্গে অপরূপ লাবণ্যবতী স্মিতবদনা-মৃগনয়না নারীকে দৈবাৎ দর্শন করিয়া সখীগণের সম্মিলিতা বৃষভানুসুতার মনও বিস্মিত হইল। তাহাই তিনি কুন্দলতাকে কহিলেন—এস, উপবিষ্ট হও। সত্বর বল। অকস্মাৎ কি জন্য আগমন হইয়াছে।

৪-৫। হে কুন্দলতে! তোমার সঙ্গিনী রঙ্গিণী এই রমণী কে? কোথা থেকে আগমন করিয়াছে। ইহার নাম বা কি? বৃষভানুকন্যা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে কুন্দলতা কহিলেন—হে রাধে! ইহার নাম কলাবলি। তোমার নাম, গুণ, কীর্ত্তিসমূহ শুনিয়া তোমাকে দর্শন করিতে বিদূর মধুপুর হইতে এইস্থানে আগমন করিয়াছে। ইনি সঙ্গীত বিদ্যায় অতিশয় পারদর্শী বিধায় বৃহস্পতিকেও পরাজিত

৬। সত্রং যদাঙ্গিরসমত্র বরাঙ্গি! বৃষ্ণি-
পুর্য্যাং ব্যতন্যত নু মাথুর বিপ্রবর্য্যৈঃ।
তর্হ্যেব সোঽমর-পুরাৎ সহসৈত্য মাসং
বাসং বিধায় পরমাদৃত আননন্দ।।

৭। মধ্যে সতাং সহি কদাচিদগায়দেবং
গীতং যদেতদদধাদিয়মালি! সদ্যঃ।
মেধাবতী তদপরেদ্যু রহো জগৌ তৎ
তেন স্বরেণ বত তৈরপি তালতানৈঃ।।

৮। শ্রুত্বা বৃহস্পতি রহো মম গীতমারাৎ
কা গায়তীতি বহু বিস্ময়বানবাদীৎ।

করিতে পারে—আর অধিক কি বলিব? তুমি গীত গাওয়াইয়া ইনার দ্বারা নিজে এই বিষয়ে অভিজ্ঞা হও। তখন বৃষভানুনন্দিনী কহিলেন—হে কুন্দলতে! ইনি কাহার সন্নিধানে এই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। কুন্দলতা বলিলেন—দেবগুরু বৃহস্পতির নিকষা। শ্রীরাধিকা কহিলেন—ইনি তাহাকে দেখিলেন কোথায়?

৬। কুন্দলতা বলিলেন—হে বরাঙ্গি রাধে! মাথুর ব্রাহ্মণগণের এক আঙ্গিরস যজ্ঞের অনুষ্ঠানে বৃহস্পতি স্বর্গ হইতে মধুপুরে আসিয়া সেথায় একমাস কালব্যাপিয়া পরম সমাদরে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

৭। হে সখি রাধে! সেই সভায় একদিন বৃহস্পতি সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন—অহো! এই মেধাবিনী কলাবলি কঠিন সঙ্গীত ধারণা করতঃ পরদিবসে ঐ গীত, ঐ তাল মানে ঐ স্বরে ঐ সভায় গাহিয়াছিলেন।

মর্ত্ত্যোঽপ্যশিক্ষদয়ি মৎ সকৃদুক্তিতো যদ্
দুর্গং দ্যুগনমপি বিপ্র! তদানয়েতাম্।।

৯। বিপ্রাদেশমবাপ্য গীষ্পতিপুরো যাতামিমাং সোঽব্রবীৎ
ত্বামধ্যাপয়িতাঽস্মি ধীমতি! পরং গান্ধর্ববিদ্যামহম্।
মেধা তেঽনুপমা পিকালিবিজয়ী কণ্ঠো যথা দৃশ্যতে
নৈবেদৃঙ্ মনুজেষু লব্ধ-জনুষাং নো কিন্নরীণামপি।।

১০। অধ্যাপ্য মাসমিহ বর্ষমপি স্বয়ং স্ব-
নীতামপাঠয়দিমামিয়মাশ্বিনান্তে।
প্রাপ্যাবনীং মধু-পুরীমগমদ্ ব্রজে হ্যঃ
সায়ং তথাদ্য তু তবাগ্রতঃ আগতাঽভূৎ।।

৮। বৃহস্পতি ইনার সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া মাথুর ব্রাহ্মণগণকে বলিয়াছিলেন—অহো! আমার সঙ্গীতটি কোন্ রমণী গাহিতেছে। ঐ রমণী মর্ত্তলোক-বাসিনী হইয়া এই দুর্গম স্বর্গীয় সঙ্গীত বারেকমাত্র আমার বদনে শ্রবণ পূর্ব্বক শিক্ষা লাভ করিয়াছে। সুতরাং হে বিপ্রগণ! ইহাকে আমার সমীপে আনয়ন কর।

৯। বৃহস্পতির আজ্ঞানুসারে সেই বিপ্রগণ ইহাকে তাহার সন্নিধানে উপস্থাপিত করিলে তিনি কহিলেন—হে ধীমতে! আমি তোমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গান্ধর্ব্ববিদ্যা শিক্ষা দেব। যেহেতু তোমার মেধা, শক্তি ও পিকনিন্দিত কণ্ঠস্বর—ইহা মর্ত্তলোকে কাহারও হয় না। অধিক আর কি কহিব, ইহা কিন্নর (গন্ধর্ব্ব) দিগেরও হয় না।

১০। বৃহস্পতি একমাস মথুরায় ইহাকে গান শিখাইয়াছেন; তৎপরে স্বর্গপুরে এক বৎসর যাবৎ

১১। তদ্ গীয়তাং কিমপি ভাবিনি কং ন রাগং
গায়ানি মালবহিম প্রণয় প্রদোষে।
কম্বা স্বরং সুমুখি! ষড়জমথ শ্রুতিস্বা
কাং তস্য বচ্মি চতসৃষ্বিতি চাদিশ ত্বম্।।

১২। কণ্ঠে শ্রুতি র্ন তব বাত-কফাদিদোষা-
চ্ছুদ্ধা ভবিষ্যতি কদাপি বিনৈব বীণাম্।
তদ্রাগতাল গমক-স্বর-জাতি-তান-
গ্রামশ্রিয়া মধুরমাতনু গীতমেকম্।।

পড়াইয়াছেন। ইনি আশ্বিন মাসের শেষে অবনীতে অবতরণ করিয়া গতকাল মথুরায় ছিলেন। আজ সায়ংকালে তোমার সন্নিধানে আগমন করিয়াছেন।

১১। এই সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া বার্ষভানবী বলিলেন—হে গায়িকে! সঙ্গীত প্রারম্ভ কর। কলাবলি জিজ্ঞাসা করিলেন—হে কাননেশ্বরি! আমি কোন্ রাগ-রাগিণীতে গীত গাহিব। তখন শ্রীরাধিকা কহিলেন—প্রদোষে মালব রাগই শ্রবণ করাও। তৎপরে আবার কলাবলি জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সুমুখি! আবার কোন্ রাগে গাহিব। শ্রীরাধা পুনর্ব্বার বলিলেন—ষড়জ রাগ। কলাবলি কহিলেন—হে রাধে! উহার চারিটির মধ্যে কোন্ শ্রুতির অবলম্বনে গান গাহিব—ইহা আদেশ কর।

১২। তদানীম্ বৃষভানুনন্দিনী বলিলেন—হে সুন্দরি! তোমার কণ্ঠে বায়ু, কফাদি দোষ বশতঃ শুদ্ধা শ্রুতিতে সঙ্গীত করিতে কখনই তুমি সমর্থ নহে। কেবল বীণায় শ্রুতি শুদ্ধরূপে সঙ্গীত হয়। সুতরাং তাল, গমক স্বর, জাতি,

১৩। রাধে! বিনৈব ভবতীমিহ গানবিদ্যাং
জানন্তি কাঃ কলয়তাহমিলিতাঃ শ্রুতী স্তাঃ।
প্রোচ্যেত্থমাতনুত কেকালিবৃন্দনিন্দি-
তানা ননা তনন রীতি সুরীতি-গানম্।।

১৪। আদৌ প্রিয়ালি-বিততে র্নয়নাশ্রু-নদ্যঃ
সস্রু স্ততঃ স্থগিততাং যযু রেব মধ্যে।
অন্ত্যক্ষণে তু করকোপলতামবাপ্য
পেতু ষ্ঠনট্ঠনদিতি ক্ষিতি-পৃষ্ঠ এব।।

১৫। তস্যাঃ কঠোরতর-মানজুষস্ত চিত্ত-
হীরোপলং দ্রবমবাপ যদৈব সদ্যঃ।
সাশ্চর্য্য মাখ্যদয়ি হস্ত! কলাবলে ত্বদ্-
গানং সুধাং সুরপুরস্য তিরস্করোতি।।

তান, গ্রাম প্রভৃতির সহিত একটি মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করাও।

১৩। কলাবলি বলিলেন—হে রাধে! তুমি বিনা ইহ জগতে সঙ্গীত বিদ্যাই বা কে জানে? তবুও আমি অমিলিত শ্রুতিতেই সঙ্গীত করিতেছি—ইহা আকর্ণন কর। এইরূপ কহিয়া কলাবলি—'তা না না ত ন ন প্রভৃতি রাগ অনুকরণ করিয়া ময়ূর বা ভ্রমর বিনিন্দিত রোলে সুন্দরভাবে গীত প্রারম্ভ করিলেন।

১৪। সেই সঙ্গীত শ্রবণে প্রথমতঃ প্রিয়সখীগণের নেত্র থেকে অশ্রু স্রাবিত হইয়াছিল। পশ্চাৎ নদীর স্রোতের মত অশ্রু বহিয়াছিল এবং মধ্য সময়ে বারিধারা বন্ধ ছিল; তৎপরে অশ্রু ধারা শিলাকণার ন্যায় তাহাদের নেত্র হইতে 'ঠনৎ ঠনৎ' শব্দ করিয়া ক্ষিতি পৃষ্ঠে পতিত হইল।

১৬। ত্বাদৃগ জনো যদি মমান্তিক এব তিষ্ঠেদ্
ভাগ্যাজ্জনুস্তদখিলং সফলীকরোমি।
নন্দাত্মজো যদি পুনঃ শৃণুয়াদ্ গুণন্তে
কণ্ঠাদ্ বহি র্নহি করোতি তদা কদাপি।।

১৭। অব্রূত কুন্দলতিকা ন বদৈতদেতাং
সাধ্বীং ত্বমেব নিজকণ্ঠতটীং নয়েনাম্।
নৈবান্যথা কুরু ততস্তু পরার্দ্ধ নিষ্কং
দিৎসুঃ সুখেন পরিরব্ধুমিয়েষ রাধা।।

১৮। কর্ণে ললাগ ললিতাহথ বিমৃশ্য সুভ্রূ
রূচে ব্রবীষি বরবর্ণিনি সত্যমেতৎ।

১৫। শ্রীমাধবীর মান-অবলম্বিত হৃদয়রূপে অতি কঠোর হীরক খণ্ডটিও আদ্রিত হইয়া গেল। সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কহিলেন— অয়ি কলাবলে! তোমার এই সঙ্গীত সুরলোকে সুধাকেও তিরস্কৃত করে।

১৬। তোমার মত গুণবতী রমণী যদি ভাগ্যবশতঃ আমার নিকষা থাকে; তাহলে আমার বাকি জীবন ধন্য করিতে পারে। আর ব্রজরাজসূনু যদি তোমার এই স্বরলিপি মূর্চ্ছনা দ্বারা গুণগ্রাম বা সঙ্গীত বিদ্যা শ্রবণ করেন; তাহলে কদাপি তোমাকে কণ্ঠ হইতে বহির্গত না করিয়া হারের মত সর্ব্বদা বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিবে।

১৭-১৮। তদানীম্ কুন্দলতা বলিলেন—হে বার্যভানবি! তুমি পরম সাধ্বী—কলাবলিকে এইরূপ অসদৃশ কথা কহিও না। তুমি ইহাকে কণ্ঠতট বা বক্ষঃস্থল স্পর্শ করাও; অন্যথা করিও না। তখন শ্রীরাধা তাহাকে পরার্দ্ধের

সম্মাননং সমুচিতং নহি নিষ্কদানাৎ
স্যাত্তেন সর্ব্ববসনাভরণানি দাস্যে।।

১৯। তদ্রূপমঞ্জরি! মদগ্রত এব যূয়ং
চিত্রাম্বরাণি পরিধাপয়ত প্রযত্নৈঃ।
উদ্‌ঘাট্য সম্প্রতি পুরাতন-কঞ্চুকং
দ্রাঙ্ নব্যং সমর্পয়ত তুঙ্গ-কুচদ্বয়েঽস্যাঃ।।

২০। কৌন্দ্যব্রবীৎসুমুখি! নোদ্‌ঘটয়াঙ্গমস্যাঃ
সঙ্কোচমাপ্‌স্যতি পরং ভবদগ্র এষা।
তদ্দেহি যদ্ যদরি দিৎসসি সর্ব্বমেতদ্
গত্বা স্বধাম পরিধাস্যতি ন ত্বিহৈব।।

(বহুমূল্যের) হার কিম্বা বহু স্বর্ণমুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক যেমন পরিরম্ভন (আলিঙ্গন) করিতে অভিলাষ করিলেন; অমনি ললিতা শ্রীরাধার কর্ণে একটি গোপনীয় কথা কহিতে লাগিলেন যে—হে বৃষভানুনন্দিনি! যাহাকে পরিরম্ভন করিতে তোমার লালসান্বিতা হইয়াছে; সেই তোমার নাগরবর নন্দনন্দন নারীবেশে আসিয়াছে। তৎপরিপ্রেক্ষিতে বার্ষভানবী বলিলেন—হে বরবর্ণিনি ললিতে! তুমি বিমর্শ করিয়া সত্যই বলিয়াছ। কেবল পদক (হার) দানে ইনার উচিত সমাদর হইবে না। সুতরাং ইনাকে সমস্ত প্রকার আভরণ ও বস্ত্র দান করিব।

১৯। তৎপশ্চাৎ শ্রীমাধবী সেবাদাসীকে বলিলেন—হে রূপমঞ্জরি! আমার অগ্রে তোমরা ইনাকে যত্নের সহিত চিত্র-বিচিত্র বসন-ভূষণাদি পরিধান করাও।

২০। কুন্দলতা কহিলেন—হে সুমুখি গান্ধর্ব্বিকে!

২১। ন স্ত্রীসদস্যপি ভিয়ং কুরুতে হ্রিয়ঞ্চ
স্ত্রীতি প্রসিদ্ধিরধিকা সখি! সর্ব্বদেশে।
আনন্দ-বর্ত্মনি কথং ন যিযাসসি ত্বং
সঙ্কোচ-কন্টকমিহার্পয়সি স্বয়ং কিম্?।।

২২। রাধে! ন মাল্য-বসনা ভরণাদি কিঞ্চি-
দঙ্গীকরোমি কিমু গায়ক কন্যকাহম্?
ত্বঞ্চেৎ প্রসীদসি সকৃৎ পরিরম্ভমেকং
দেহ্যেহি মাং ন ধনগৃধ্নুমবেহি মুগ্ধে।।

ইহার অঙ্গ উদ্‌ঘাটন করাইও না। ইহাতে এই নবীনা নারী তোমাদের অগ্রে অতিশয় লজ্জা বোধ করিবে। অতএব ইহাকে যাহা তোমাদের প্রদান করিবার অভিলাষ, তাহা ইহার হস্তে প্রদান কর। ইনি নিজ ভবনে যাইয়া ঐ সকল পরিধান করিবেন। কিন্তু এই স্থানে পরিধান করিবেন না।

২১-২২। শ্রীরাধিকা কহিলেন—হে কলাবলে! রমণী পরিষদে (সভায়) স্ত্রী জাতি কদাপি শঙ্কা বা লজ্জা করে না—ইহা সকল স্থানে বিদিত। তুমি আনন্দপথের অনুসন্ধান না করিয়া নিজে কেন কন্টক অর্পণ করিতেছ—বল, দেখি। তখন কলাবলি বলিলেন—হে রাধিকে! আমি ত' গায়ক কন্যা নহি। তাহাই মাল্য-বস্ত্র-অলঙ্কার কোন প্রসাধন দ্রব্য গ্রহণ করিব না। যদি তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়; ইহা হইলে আমাকে একবার মাত্র আলিঙ্গন দান কর। আমার নিকযা এষ। আমি ধন প্রাপ্তিতে লোভী হই—এইরূপ তুমি আমাকে ধারণা করিও না।

২৩। বাম্যং কিমত্র কুরুষে পরিধেহি সাধু
নোচেদ্ বলাদপি বয়ং পরিধাপয়ামঃ।
একা ত্বমত্র শতশো বয়মিত্যতস্তে
স্বাতন্ত্র্য মস্তু কথমিত্যবধেহি মুগ্ধে।।

২৪। দ্বে স্কন্ধয়ো র্দধতুরঞ্চল মগ্রতোঽস্যাঃ
পৃষ্ঠে ব্যমোচয়ত কঞ্চুকবন্ধমেকা।
বক্ষঃস্থলাদপততাং সুবৃহৎ কদম্ব-
পুষ্পে তদা সপদি কর্ত্তিতকিঞ্চিদংশে।।

২৩। বৃষভানুসুতা কহিলেন—হে সখি! তুমি কেন বাম্য প্রকাশ করিতেছ? বস্ত্র-আভূষণ ভাল ভাবে পরিধান কর। ইহাতে যদি অসম্মত হও; আমরা কিন্তু বলপূর্ব্বক তোমাকে পরিধান করাইব। তখন দেখিব—তুমি একা কি করিতে পার। আর আমরা শত শত সখী রহিয়াছি। অতএব হে মুগ্ধে! আমাদের সভায় তোমার স্বতন্ত্রভাব রহিবে না—এখনও বলিতেছি, তুমি সাবধান হও।

২৪। বৃষভানুকন্যকা কলাবলিকে এই কথা কহিয়া সখীবৃন্দকে কঞ্চুলিকা পরিধান করাইতে আদেশ দিলেন। তদানীম্ দুইজন সখী তাহার সম্মুখীন হইয়া স্কন্দের দুই পার্শ্বের অঞ্চল ধরিলেন। অন্য আর এক সখী পৃষ্ঠের কঞ্চুলিকার বন্ধন মোচন করিতে লাগিলেন। অমনি বক্ষঃদেশ থেকে দুইটি বড় কদম্বপুষ্প অবনীতে পতিত হইল। ঐ কুসুম দুইটির বিপরীত দিকে একটু করিয়া কাটা ছিল। সেই দুইটিকে সে বক্ষঃস্থলে বাঁধিয়া রাখিয়া ছিল।

২৫। কিং হন্ত কিং পতিতমেতদয়ীতি পৃষ্টা
দাস্যোঽখিলা জহসুরেব সহস্ত-তালম্।
লব্ধাবগুণ্ঠনপটী যদি জিহ্রুতি স্ম
পৃষ্ঠীচকার তমথো বৃষভানুপুত্রী।।

২৬। আলীকুলস্য সুদুরাবর এব বক্ত্রে
বস্ত্রাবৃতোঽপ্যজনি সস্বন এব হাসঃ।
রাধাঽপ্যধান্নিভৃতমস্বনমেব হাস্যং
কৃষ্ণশ্চ কুন্দলতিকা চ জহাস পশ্চাৎ।।

২৫। বৃষভানুদুলালী জিজ্ঞাসা করিলেন—হায়! হায়! ইহা কি ভূমিতে পতিত হইল? এই কথা শ্রবণ করিয়াই শ্রীরূপমঞ্জরী ও সকলদাসী হাতে তালি বাজাইয়া হাঁসিতে হাঁসিতে লজ্জায় ঘোমটা দিয়া আনন আবৃত করিলে তিনি নন্দদুলালকে পশ্চাতে রাখিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

২৬। তদা নন্দদুলালের এই ব্যাপার দেখিয়া গোপীগণ হাস্য নিবারণের নিমিত্ত নিজ-নিজ মুখে বসন-আচ্ছাদন দিলেও স-স শব্দে হাস্য ধ্বনি হইতে লাগিল। ২৭। তৎকালে সেই স্থলে ক্ষণিকের জন্য হাস্যরস যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাহাদিগকে আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত করাইয়াছিল। তদন্তর গোপিকাকদম্ব কদম্বকুসুমদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—হে বড় কদম্বকুসুমযুগ্ম! এই ধরাধামে তোমরাই ধন্য। তোমরাই স্বভাবতঃ কৈতবশূন্য হইয়া এই ধূর্ত্তশিরোমণি কর্ত্তৃক কৈতবযুক্ত হইয়াছ। অর্থহেতু তোমরা ধূর্ত্ততা না জানিলেও ধূর্ত্তের হস্তদ্বারা রমণীর

২৭। মূর্ত্তো হাস্যরসো মুহূর্ত্তমভবৎ স্বাদ্য স্ততঃ প্রোচিরে
সখ্যো হন্ত! বৃহৎ কদম্বকুসুমে ধন্যে যুবাং ভূতলে।
ধূর্ত্ত প্রাপিত-কৈতবে অপি পুন র্নিষ্কৈতবে অন্ততো
ভূত্বা হাস্যরসামৃতাব্ধিমনু যে সর্ব্বা নিধত্তঃ স্ম নঃ।।

২৮। ভো র্ভোঃ কুন্দলতে! ক্ব তে সহচরী লজ্জা ন সা দৃশ্যতে
পাতালস্য তলে মমজ্জ সলিলে সা কুন্দবল্ল্যা সহ।
তচ্ছায়ৈব ভবামি হন্ত বিগতচ্ছায়াত্র বঃ কিং ব্রুবে
তদ্ যুষ্মদ্-বদনেষু নৃত্যতু গিরাং দেবী যথেষ্টং মুহুঃ।।

২৯। প্রেমা গীষ্পতি-শিষ্যয়া সহ সদা সৎসঙ্গ আজন্মতো
মিথ্যা বাঙ্ নহি জিহ্বয়া পরিচিতা সাধ্বীঃ স্বধর্ম্মং মুহুঃ।
অধ্যাপ্যাতনু কর্ম্ম কারয়সি তো খ্যাতি র্ব্রজে ভূয়সী
নাদ্যাঽভূত্তব বাঞ্ছিতং যদিয়তী কাপি ব্যথা সহ্যতাম্।।

কুচযুগল-স্বরূপে প্রথমতঃ দৃষ্ট হইয়া শঠতা প্রকাশ করিয়াছিলে। কিন্তু অবশেষে নিজ শঠতা-শূন্যভাব প্রকট করিয়া আমাদের সকলকে হাঁসাইলে।

২৮। তৎপশ্চাৎ সখীগণ কহিলেন—ওহে কুন্দলতে! তোমার সহচরীর লজ্জা কোথায় গেল? কুন্দলতা কহিলেন—পাতালতলে কুন্দলতা সহিত জলমধ্যে ডুবিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে। তাহলে তুমি কে? তিনি বলিলেন—আমি তাহার কায়ার ছায়ামাত্র। তাহারা বলিলেন—তাহলে তোমাকে বিগত ছায়া বা কান্তি হীন দেখিতেছি না কেন? কুন্দলতা কহিলেন—ইহা আর কি বলিব? তোমাদের মুখে সরস্বতীদেবী মুহুর্মুহু নৃত্য করে। তাহাই যত বলিবার আছে, বল।

৩০। আনীতা বিবিধপ্রযত্ন-রচিতা বিদ্যাহতিদূরাদ্ গুরো
র্বিক্রেতুং সুধিয়া ত্বয়াঽদ্য রভসাদালীসদস্যাপণে।
বিক্রীতা নহি সাভবৎ পুন রহো হাস্যাস্পদীভূততাং
প্রাপ্তা দ্রাগশুভক্ষণঃ স হি যদায়াতং ভবদ্ভ্যামিহ।।

৩১। অত্রাপণে দ্রুতমিমাং ললিতেঽদ্য বিদ্যাং
বিক্রীয় বাঞ্ছিতমহং যদি সাধয়িষ্যে।
তৎ কঞ্চুকীং বিতরসীহ ন চেদ্দদামি
তুভ্যং স্বকঞ্চুকমহং ক্রিয়তাং পণোঽয়ম্।।

২৯। ললিতা কহিলেন—হে কুন্দলতে! বৃহস্পতি-শিষ্যার সহিত প্রেম ও সেই সৎসঙ্গে জন্মাবধি সদা-সর্ব্বদা বর্দ্ধিত হইয়াছ। মিথ্যা কথার সহিত তোমরা জিহ্বার ত' পরিচয় নাই। তুমি সাধ্বীবৃন্দের স্বধর্ম্মে অধ্যাপনা করিয়া অতনু (কাম) কার্য্যে বা সুমহান্ কর্ম্মে পক্ষে মদন বিকার বর্দ্ধিত করাইয়া থাক—এই প্রশংসা ত' তোমারই ব্রজে ভূরি (বহু) বা পুনঃ পুনঃ শুনা যায়। আজ ত' তোমার অভিলাষ পূরণে—এইরূপ ভীষণ ব্যথা ভুগিতে হইল।

৩০। হে কুন্দলতে! অদ্য সুচতুরা তুমি আমাদের গোপী পরিষদরূপ এই বাজারে অতিদূর হইতে শ্রীগুরু-লব্ধ ও বিবিধ প্রযত্ন রচনা বিদ্যা বিক্রয় করিতে সর্ব্বাগ্রে আগমন করিয়াছিলে। হায়! হায়! তোমাদের সেই বিদ্যা এখানে বিক্রয় হইল না। পরন্তু ইহা তোমার সত্ত্বর হাস্যাস্পদ্ হইয়াছে। অদ্য তোমরা কি অশুভ ক্ষণে যাত্রায় গৃহ থেকে বহির্গত পূর্ব্বক এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছ।

৩১। তদানীম্ নন্দদুলাল বলিলেন—হে ললিতে!

৩২। শুষ্কং প্রসূনময়ি কোরকতাং ন গচ্ছেৎ
প্রাণে গতে ন খলু চেষ্টত এব দেহঃ।
দম্ভী কথং বিদিত-তত্ত্ব উপৈতি পূজাং
স্বামিন্! মৃষা প্রতিভয়া ন মলং প্রযাহি।।

৩৩। কৃষ্ণঃ স্ববক্ষসি পুনঃ কুসুমদ্বয়ং তদ্
ধৃত্বা জগাম জটিলা-গৃহমেব সদ্যঃ।
সোচ্চৈঃস্বরং ভুবি নিপত্য তথা রুরোদ
যেনাকুলৈব জটিলা মুহুরাপ খেদম্।।

৩৪। কা ত্বং, রোদিষি কিং কুতোঽসি, কিমভূত্তে বিপ্রিয়ং পুত্রি তৎ
সর্ব্বং ব্রূহি বিমৃজ্য লোচন জল-ক্লিন্নং মুখাম্ভোরুহম্।

আমি যদি এই বাজারে সত্বর এই বিদ্যা বিক্রয় করিয়া ইচ্ছা পূরণ করিতে না পারি; ইহা হইলে তোমার ঐ কঞ্চুলিকা আমাকে প্রদান করিতে হইবে—ইহা না হইলে আমার কঞ্চুলিকা তোমাকে প্রদান করিব—ইহাই আমার পণ রহিল।

৩২। ললিতা বলিলেন—অয়ে শঠের শিরোমণে! শুষ্ক পুষ্প কি কখনো কোরক প্রাপ্ত হয়? প্রাণ পরিত্যাগ করিলে শরীর কি কখনও কোন কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হয়? কোন ব্যক্তির দাম্ভিক তত্ত্ব প্রকাশ হইলে, কেহ কি তাহার পূজা করে? হে স্বামিন্! মিথ্যা প্রতিভা দ্বারা তোমার যেন কলঙ্ক না হয়।

৩৩-৩৪। তৎপরে শ্যামসুন্দর পতিত কুসুমদ্বয় উঠাইয়া পুনর্ব্বার নিজ বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক তখনই জটিলার ভবনে গমন করিলেন। সেথায় তাহার পদতলে ভুলুণ্ঠিত

হা হা হন্ত ভবামি ভাগ্যরহিতা ধিঙ্ মে জনু র্ধিক্ তনুং
ধিঙ্ মাং ধিগ্ ধিগিতি প্রবৃদ্ধ-দবথু প্রচের্দ্ধমর্দ্ধং বচঃ।।

৩৫। বাসো মে বৃষভানু-ভূপনগরে শ্রীকীর্ত্তিদায়াঃ স্বসুঃ
কন্যাহং সহ রাধয়া সম সদা সংপ্রীতি রাবাল্যতঃ।
আয়াতাঽস্মি চিরাদহং নিজগৃহাত্তাং দ্রষ্টুমুৎকণ্ঠয়া
সা মাং নৈব বিলোকতে ন বদতি প্রেম্না ন চালিঙ্গতি।।

৩৬। মাং দৃষ্ট্বা স্ময়তে ন নৈব কুশল-প্রশ্নং করোত্যাদরাৎ
তৎ প্রাণৈ র্মম কিং প্রয়োজনমিমাং স্তক্ষ্যাম্যহং ত্বৎপুরঃ।

হইয়া উচ্চকণ্ঠে অবহিত্থা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তদানীম্ জটিলা আকুল হইয়া মুহুর্মুহুঃ খেদ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে বৎসে! তুমি কে? কি জন্য ক্রন্দন করিতেছ? কোথা থেকে আগমন করিয়াছ? তোমার কি অহিত আচরণ হইয়াছে। নয়নাশ্রু অভিষিক্ত বদনচন্দ্র মার্জ্জন করিয়া ঐ সমস্ত অহিত বৃত্তান্তগুলি আমাকে বল। তৎকালে কলাবলি কহিলেন—হে আর্য্যে! হায় হায়!! আমি হতভাগা আমার জন্ম ধিক্! আমার দেহ ধিক্! আমাকে শত ধিক্! এই বচননিচয় আধ আধ অস্ফুট স্বরে কম্পান্বিত শরীরে বলিতে লাগিলেন।

৩৫। আরও বলিলেন—হে আর্য্যে! আমার বসতি বৃষভানুরাজার নগরে, আমি কীর্ত্তিদার ভগিনীর কন্যকা। রাধিকার সহিত বাল্যকালের আমার প্রীতি রহিয়াছিল। তাহাই আমি বহুদিনের পশ্চাৎ স্বভবন থেকে উৎকণ্ঠা হইয়া ইহাকে দেখিতে আসিলাম। রাধা প্রেমভরে বারেক আলিঙ্গন ত দূরের কথা, আমার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিল না।

আর্য্যে! ত্বং বিমৃশাবধারয় কদা কো মেঽপরাধোঽভবৎ
তাং ত্বং পৃচ্ছ মুহুঃ প্রদায় শপথং সা মে কথং কুপ্যতি।।

৩৭। বৎসে! সমাশ্বসিহি কোঽপি ন তেঽপরাধো
গচ্ছামি সর্ব্বমধুনৈব সমাদধামি।
তাং স্নেহয়ামি ভবতীং পরিরম্ভয়ামি
সংলাপয়ামি রজনীং সহ শায়য়ামি।

৩৮। ইতুক্ত্বা সহসা স্নুষালয়মগাদ্ দৃষ্ট্বালিপালীঃ পুরঃ
প্রাবোচল্ললিতে! কিমীদৃগভবদ্ বধ্বাঃ স্বভাবোঽধুনা।

৩৬। আমাকে দর্শন করিয়া একবারও মন্দ হাস্য করিল না। সমাদর পূর্ব্বক বারেক কুশল জিজ্ঞাসা করিল না। সুতরাং আমার এই জীবন ধারণে প্রয়োজন কি? আমি তোমার সমক্ষে শরীর ত্যাগ করিতেছি। হে আর্য্যে! বিমর্শ পূর্ব্বক অবধারণা কর—আমার কোন দিন রাধিকার প্রতি কোন অপরাধ হয় নাই। তাহাকে পুনঃ পুনঃ শপথ দিয়া জিজ্ঞাসা কর। সে কেন আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছে?

৩৭। জটিলা কলাবলির এইরূপ আর্ত্তনাদ শুনিয়া কহিলেন—হে বৎসে! তুমি শান্ত হও। তোমার কোন দোষ নাই। বর্ত্তমান আমি বধূর সমীপে যাইয়া সকল সমাধান করিতেছি। যেভাবে রাধিকা তোমাকে সমাদর করে, আমি সেইরূপ ব্যবস্থা করিব। রাধা দ্বারা তোমাকে নিশ্চয় পরিরম্ভ করাইব। আরও তোমার সহিত তাহার বাক্যালাপ এবং অদ্য যামিনীতে দুইজনকে এক শয্যায় শয়ন করাইব।

৩৮। এইরূপ বচন বলিয়া জটিলা শীঘ্র নিজপুত্রবধূর ভবনে যাইয়া সখীবৃন্দের সমীপে ললিতাকে

তস্যাস্তাতপুরাদিয়ং স্বভগিনীং তাং দ্রষ্টুমুৎকণ্ঠয়ৈ
বাগাৎ সা কথমত্র সপ্রণয়মাশ্বেনাং ন সম্ভাষতে।।

৩৯। পশ্যৈষা নয়নাশ্রুসিক্তসিচয়া খিন্নাহস্মদন্তর্মহা
কারুণ্যং জনয়ত্যতঃ সুচরিতে! সাদ্‌গুণ্যপূর্ণে স্নুষে।
এনাং সাধু পরিষ্বজস্ব কুশলং পৃচ্ছ প্রিয়ং কিঞ্চন
ব্রূহ্যস্যা হৃদয়ব্যথাপসরতু প্রীণীহি মাং প্রীণয়।।

৪০। আর্য্যে! যাহি গৃহং যথাহহর্দিশসি তৎ কুর্ব্বে সুখেনাধুনা
শেষ্বৈতাবতি বালিকা-জন-বৃথা-বাদে স্বয়ং মাপত।

কহিলেন—হে ললিতে! অধুনা রাধার কেন এইরূপ বিপরীত স্বভাব হইল? তাহার পিতৃনগর হইতে মাসতুতো ভগিনী উৎকণ্ঠার সহিত ইহাকে দেখিতে আসিয়াছে। বধূ প্রেমের সহিত ইহার সঙ্গে সম্ভাষণ করিতেছে না কেন?

৩৯। তদন্তর জটিলা বৃষভানুসুতাকে বলিলেন—হে সুচরিতে! হে সৎগুণ পূর্ণে! হে পুত্রবধু! ঐ দেখ! ইহার নয়নাশ্রুতে বস্ত্র আর্দ্র হইতেছে—ইহার খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয়ে ইহার প্রতি দয়া জাগ্রত হইয়াছে। ইহাকে সুস্থভাবে পরিরম্ভ (আলিঙ্গন) কর। ভাল-মন্দ ইহার সন্দেশ জিজ্ঞাসা কর। ইহাতে ইহার মনোব্যথা অপনোদন (দূরীভূত) হউক। পূর্ব্বের মত ইহাকে আনন্দ দান দিয়া আমার সন্তোষ বিধান কর।

৪০। তখন শ্রীরাধিকা কহিলেন—হে আর্য্যে! তোমার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। আপনি নিজ নিকেতনে যান। আমি তাহাই করিব। অধুনা আপনি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে শয়নগৃহে নিদ্রা যাউন। যুবতীদিগের বৃথা বাদ-বিবাদে

বালাল্যঃ সদৃশোঽল্পবুদ্ধিবয়সোঽভীক্ষ্ণপ্রসাক্রুধ
স্তাসু ত্বাদৃগপারবুদ্ধি রতুলা প্রমাণিকী কিং পতেৎ।।

৪১। উত্তিষ্ঠ মা বদ পরং মম মুর্দ্ধ্ন এব
দত্তো ময়া শপথ আশু গলে গৃহাণ।
আত্মস্বসারমনয়া সহ ভুঙ্ক্ষ্ব শেষ্ব
মা ভিন্ধি মে গুরুজনস্য নিদেশমেতৎ।।

৪২। আর্য্যে! সপ্রৌঢ়ি মামাদিশাসি যদিততো বচ্‌মি সত্যংযদেষা
প্রাবোচৎ কুন্দবল্লীং কটুতরমধিকং দুঃসহং তেন কোপাৎ।
নাস্যাঃ বক্ত্রং বিলোকে যদি পুনরধুনা সেয়মস্যাং প্রসীদেৎ
তর্হ্যেবাহং প্রসন্না দিশসি যদখিলং তৎ করোম্যেব বাঢ়ম্।।

আপনার কর্ণপাত করা উচিত নহে। অল্প বয়স্যা অবলাবৃন্দ সবই সমান—ইহাদের বয়স যেমন অল্প, বুদ্ধিও তেমন কম। তাহাই ক্ষণে ক্ষণে ইহাদের ক্রোধ বা প্রসন্নতার উদয় হয়। অতএব ইহাদের মধ্যে তোমাদের মত বুদ্ধিমতী মাতাদের আগমন (বা নাগ গলানো) যুক্তি সঙ্গত হয় কি?।

৪১। জটিলা আরও বলিলেন—হে পুত্রবধু! দুই হস্ত উঠাইয়া ইহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সম্ভাষণ কর; ইহার পশ্চাৎ আর আমি কোন কথাই বলিব না। আমার মাথার শপথ রহিল। সত্বর স্বীয় ভগ্নিকে আপ্যায়ন কর। উহার সহিত একত্র ভোজন ও শয়ন কর। আমি তোমার গুরুজন। আমার বচন উল্লঙ্ঘন করা তোমার উচিৎ হইবে কি?

৪২। তদানীম্ বার্ষভানবী বলিলেন—হে আর্য্যে! আপনি যখন আমাকে প্রৌঢ়ির (হঠতার) সহিত আদেশ করিতেছ—ইহা হইলে শ্রবণ করুন—আমি সত্য কথা

৪৩। আর্য্যে! বক্তি মৃষা স্নুষা তব ন মামেষা কটু ব্যাহরন্
নাপ্যস্যৈ কুপিতাহস্মি তাং প্রতি ততঃপ্রোবাচ রাধা স্ফুটম্।
কিং মিথ্যা বদসীহ কুপ্যসি ন চেদস্যৈ প্রসীদস্যলং
কণ্ঠগ্রাহমিয়ং ত্বয়াদ্য রভসাদালিঙ্গ্যতামগ্রতঃ।।

৪৪। তূষ্ণীং স্থিতাং সপদি কুন্দলতাং বিলোক্য
প্রাহ স্ম সপ্রতিভমেব তদা মৃগাক্ষী।
আর্য্যে! পরামৃশ চিরং কতরাব্রবীন্নৌ
মিথ্যেতি তাং পরিভবস্য বিধেহি পাত্রীম্।।

বলিতেছি। এই রমণী কুন্দলতাকে অতি কটু কথা কহিয়াছে। এই রোষের জন্য আমি ইহার মুখ দর্শন করিব না। পরন্তু যদি ইনি কুন্দলতা প্রতি প্রসন্ন হন, ইহা হইলে আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহা আমি সন্তোষ মনে স্বীকার করিতে বাধ্য হইব।

৪৩। কুন্দলতা কহিলেন—হে আর্য্যে! তোমার বধূ অসত্য বচন বলিতেছে। ইনি আমাকে কটুবাক্য বলে নাই। আমার ইহার প্রতি কোন মনমালিন্য হয় নাই। প্রত্যুত্তরে কুন্দলতাকে শ্রীরাধিকা স্পষ্টভাবে বলিলেন—তুমি কেন আর্য্যার সন্নিধানে মিথ্যা কথা বলিতেছ। ইহার প্রতি যদি তোমার কোন কোপ না থাকে, তাহলে ইহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া তুমি আমাদের সমক্ষে ইহার কণ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক ইহাকেপরিরম্ভন (আলিঙ্গন) কর। আমরা সবাই দর্শন করি।

৪৪। এইরূপ কথা আকর্ণন করিয়া কুন্দলতা নীরবে অবস্থান করিলে তৎক্ষণাৎ হরিণনয়না শ্রীরাধিকা জটিলাকে কহিলেন—হে আর্য্যে! বর্ত্তমান বিচার করিয়া দেখ—

৪৫। এতাং যদত্র ন পরিষ্বজতে সহর্ষং
তৎ কোপলিঙ্গমিহ কঃ সংশয় স্যাৎ।
বৃদ্ধাঽবদন্মম বধূ রিহ বক্তি সত্য-
মন্তঃ প্রসীদতি ন কুন্দলতা যদস্যাম্।।

৪৬। যেন প্রসীদসি তদেব করোমি কৌন্দি
মান্যাঽস্মি তেঽদ্য রচিতাঽঞ্জলি রস্মি তুভ্যম্।
বীক্ষ্যেব মন্মুখমিমাং পরিরব্ধুমেসি
নাতঃ পরং বদ হ হা শপথো মমাত্র।।

আমাদিগের দুইজনের মধ্যে কে অসত্য বচন বলিয়াছে। এইক্ষণে উহাকে তিরস্কার কর।

৪৫। যখন কুন্দলতা ঐ নারীকে হর্ষের সহিত পরিরম্ভ করিল না; তখন ইহার প্রতি যে তাহার কোপ এইরূপ আর্য্যা জটিলা অবগত হইলেন। (ভাবার্থ—কিন্তু ইহা নয়, ঐ নারী কুন্দলতার দেবর হয় বলিয়া কুন্দলতা তাহাকে আলিঙ্গন করিল না। আর প্রকারন্তে শ্রীরাধা অসত্য বচন বলিয়াছে, তাহা কিন্তু জটিলা জানিতে পারে নাই। কুন্দলতা যদি রাধিকার অসত্য বচন বলিয়া দেয়; তাহলে ঐ নারী যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা জটিলা জানিতে পারিলে এইরূপ হিতকার্য্য সবই বিপরীত (অহিত কার্য্য) হইবে; তাহাই কিছু না বলিয়া কুন্দলতা মৌন ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন।) তদানীম্ জটিলা বলিলেন আমার বধূ সত্য বলিয়াছে। হে কুন্দলতে! তুমি ঐ নারী দোষ ক্ষমা করিয়া উহার সন্তোষ বিধান করিতেছ না কেন?।

৪৭। আর্য্যা দদাতি শপথং ন বিভেষ্যতোঽপি
কা ধীরিয়ং তব তদেপি পরিষ্বজস্ব
ইত্যালয়শ্চ জটিলা-কুটিলে চ ধৃত্বৈ-
বালিঙ্গয়ন্ বত মিতো হরিকুন্দবল্ল্যৌ।।

৪৮। বৃদ্ধা তদা কিল ন ভেদভবিষ্যদারা
দালীততে র্হসরসো ন বিরামমৈষ্যৎ।
তাশ্চেলরুদ্ধবদনা স্তদপি প্রহাসং
নিঃশব্দমেব বিদধুশ্চ দধুশ্চ মোদম্।।

৪৬। বিদ্যাবলির প্রতি তুমি যাহাতে প্রসন্ন হও, আমি তাহাই করিতেছি। দেখ! আমি তোমাদিগের মান্যপাত্রী, আজ তোমার পার্শ্বে হস্তযুগ্ম জোড় করিতেছি। তুমি আমার আননের মুগ্ধকরের নিমিত্ত অক্ষিপাত দ্বারা ইহাকে আলিঙ্গন কর। আমি আর তোমার কোন বাক্য শুনিব না। হায়! হায়! ইহাতে আমার মস্তকের শপথ রহিল।

৪৭। ইহার পশ্চাৎ কুন্দলতা নিচেষ্ট থাকিলে গোপীগণ কহিলেন—হে কুন্দলতে! আর্য্যা তোমাকে শপথ দিয়াছেন। ইহাতে তোমার কোন মানহানির ভয় নাই। ইহা তোমার কিরূপ বুদ্ধি যে, তুমি আর্য্যার বচন অবমান্য করিতেছ। এস, ইহাকে আলিঙ্গন কর। ইহা বলিয়া সখীগণ এবং জটিলা সকলে মিলিয়া কুন্দলতাকে ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপিণী বিদ্যাবলিকে আনিয়া আলিঙ্গন করাইলেন।

৪৮। তৎকালে বৃদ্ধা জটিলা যদি অবস্থান না করিতেন, তাহলে সখীবৃন্দের হাস্যরহস্য কিয়ৎক্ষণ বন্ধ

৪৯। বৃদ্ধা বধূমথ জগাদ নিজ-স্বসারং
ব্রূহি প্রিয়ং পরিরভস্ব চ নির্ব্বিবাদম্।
ইত্যাত্মপাণিবিধৃতৌ দ্রুতমেব রাধা-
কৃষ্ণৌ মিথোঽতিপরিরম্ভমবাপয়ন্তৌ।।

৫০। হর্ষাশ্রুবিন্দু নিকরং নুদতং প্রতিস্ব-
চেলেন ভোঃ সুখয়তঞ্চ মিথো ভগিন্যৌ।
সম্ভুজ্য কিঞ্চন সুখেন কৃতৈকতল্প-
স্বাপে দৃঢ়প্রণয়তো নয়তং ত্রিযামাম্।।

হইত না। তথাপি তাহারা বস্ত্রে বদন আচ্ছাদন করিয়া শব্দহীন ভাবে হাঁসিতে হাঁসিতে আনন্দ-উপভোগ করিতে লাগিলেন।

৪৯। তদনন্তর জটিলা রাধাকে বলিলেন—হে স্নুষে! এখন নিজ ভগ্নিকে প্রিয় সম্ভাষণ দ্বারা নির্ব্বিবাদে আলিঙ্গন কর। এইরূপ কহিয়া সত্বর যাইয়া এক হস্তে বিদ্যাবলিকে ও অন্য হস্তে শ্রীরাধিকাকে ধারণ পূর্ব্বক উভয়কে আলিঙ্গন করাইলেন।

৫০। জটিলা দুইজনকে বলিলেন—হে ভগিনী যুগল! বর্ত্তমান পরস্পরের পরিরম্ভে যে হর্ষযুক্ত নয়নজল নির্গত হইতেছে, ইহা তোমরা বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা অপনোদন করিয়া পরস্পর আনন্দ-অনুভব কর এবং আনন্দে ভোজন করতঃ এক শয্যায় নিদ্রা যাইয়া দৃঢ় প্রণয়ের সহিত রজনী অতিবাহিত কর।

৫১। বৃদ্ধা জগাম্ শয়িতুং নিজগেহমারাৎ
কৃষ্ণং প্রগল্ভতরতাং দধদাখ্যদালীঃ।
বিদ্যাং বিগীততমতাং গমিতামপি দ্রাগ্
বিক্রীয় বাঞ্ছিতমবিন্দমতো জিতাঃ স্থ।।

৫২। ভ্রাতর্বধূ যদিহ ভোঃ সমভোজি তস্মাদ-
দ্যৈব বাঞ্ছিতমলম্ভি জয়শ্চ ভূয়ান্।
সেতু র্যদি ত্রুটিত এব তদার্দ্ধভুক্তা
নৈবাস্ত্বিয়ং ভবতু পূর্ণমনোরথৈব।।

৫৩। ভ্রাত্রাপি শুদ্ধমনসা ভগিনী সুতাপি
পিত্রাঽত্র কিং ন পরিরভ্যত এব লোকে।
যুষ্মাকমানখশিখং স্মরভাব এব
তীব্রস্তদাত্মসমমেব জগচ্চ বেত্থ।।

৫১। এইরূপ কহিয়া জটিলা বিদূরে নিজগৃহে শয়নের জন্য গমন করিলেন। তৎপরে বিদ্যাবলি অধিক প্রাগল্ভ্যের সহিত গোপীগণকে কহিলেন—হে সখীবৃন্দ! আমার যে বিদ্যা অতিশয় নিন্দার্হ হইয়াছিল; তাহাই শীঘ্র বিক্রয় করিয়া মনের বাসনা লাভ করিল। এইহেতু তোমরা আমার সন্নিকটে পরাজিত হইয়াছ।

৫২। তখন ললিতা বলিলেন—হে নাগরচূড়ামণে! ভ্রাতৃজায়াকে উপভোগ করিয়া আজ তোমার মনোবাসনা পূরণ হইয়াছে। আরও অত্যধিক মর্য্যাদা ভঙ্গ করিয়া যখন জয়লাভ করিয়াছ; তখন কুন্দলতাকে অর্দ্ধ ভোগ না করিয়া পূর্ণরূপে ভোগ করতঃ পূর্ণমনোরথ লাভ কর।

৫৩। কুন্দলতা কহিলেন—হে ললিতে! শুদ্ধ হৃদয়ে

৫৪। ইত্যুক্তবত্যাতিরুষেব নিবেদ্য কুন্দ-
বল্লী বহির্ভবনমেব যদাধ্যতিষ্ঠৎ।
তস্যাঃ প্রসাদন কৃতে নিরগুশ্চ সখ্য—
স্তত্রৈক এব কুসুমেসুরপাদ্ যুবানৌ।।

৫৫। সুভ্রূবিভঙ্গ কুটিলাস্য সরোজসীধু
মাদ্যন্মধুব্রতবিলাস সুসৌরভানি।
সম্প্রাপ্য জালবিবরেষু জুঘূর্নুরেব
প্রেষ্ঠালয়ঃ প্রতিপদং প্রমদোর্ম্মিপুঞ্জৈঃ।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বিরচিত
শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকায়াং চতুর্থং কুতূহলং সম্পূর্ণম্।। ৪।।

ভ্রাতা কি ভগ্নিকে এবং পিতা কি তনয়াকে আলিঙ্গন করে না। তোমাদের আপাদ (পদ হইতে) মস্তক পর্য্যন্ত দেহ তীব্র কর্ন্দপে জর্জ্জরিত; এইজন্য ইহ জগতের সকল ব্যক্তিকে আত্মার (নিজের) তুল্য মনে কর বা দর্শন কর।

৫৪। এইরূপ বাক্য কহিয়া যেন ক্রোধভরে কুন্দলতা বহির্গৃহে গমন করিলেন। তদানীম্ তাহাকে সন্তোষ করিবার নিমিত্ত সখীগণও বাহিরে কুন্দলতার নিকটে গমন করিলেন। সেই ভবনের অভ্যন্তরে কুসুমধনু কামদেবই নাগর-নাগরী শ্রীরাধা-কৃষ্ণ যুগলের রক্ষা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

৫৫। তৎকালে ঐ গৃহের বাহিরে প্রিয়সখীগণ অবস্থান করিয়া স্বামিনী শ্রীরাধার ভ্রূভঙ্গিযুক্ত কুটিল মুখপদ্মে প্রমত্ত মধুসূদন স্বামী শ্রীকৃষ্ণের বিলাসাদির সুন্দর

সৌরভরাজি প্রাপ্ত হইয়া বাতায়নের জালরন্ধ্রের মধ্য দিয়া ঈক্ষণে পরমানন্দ-সাগরে তরঙ্গরাজিতে নিমজ্জিত পুরঃসর প্রতিপদে ঘূর্ণায়মান হইলেন।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের প্রণীত
শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা সমাপ্তা।

সম্পাদক — শ্রীপ্রেমানন্দ দাস বাবাজী